চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

সিস্টার
Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 10 December, 2019 ■ আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ তাই নাগরিকত্ব বিলের সংশোধনী ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাজন হয়ছিল। তাই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব) পেশ করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি একথা বলেন। এদিন, ধ্বনি ভোটে লোকসভায় পাশ হয়ে গেল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। ৩৭৫-এর মধ্যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি)-এর পক্ষে ভোট পড়েছে ২৯৩। বিপক্ষে ভোট পড়েছে ৮২।

সংবিধানে বর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি দায়বদ্ধ বিজেপি সরকার বলে লোকসভায় জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশের পর সংসদের নিম্নকক্ষে অমিত শাহ বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল কোনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না। বিগত ৭০ বছর ধরে যাদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছিল, তারা এবার বিচার পাবে। ধর্মীয় কারণে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, পাকিস্তানে নিপীড়িত হওয়া সংখ্যালঘুদের ভারতের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করবে এই বিল। সহনশীলতার ভারতের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট, তা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, ১০ হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাসে কখনও কোনও দেশকে আক্রমণ করেনি ভারত। বৈচিত্রের মধ্যে একতাই ভারতের মূল মন্ত্র। পরিবর্তনকে সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে ভারত। ধর্মের কারণে কারও প্রতি বঞ্চনা করা হয়নি। বিলটি পাশ হলে বহু মানুষ কঠিন পরিস্থিতির থেকে মুক্তি পাবে এবং ভারতীয় নাগরিক হওয়ার মর্যাদা অর্জন করবে।

ধ্বনি ভোটে লোকসভায় পাশ হয়ে গেল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। ৩৭৫-এর মধ্যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি)-এর পক্ষে ভোট পড়েছে ২৯৩। বিপক্ষে ভোট পড়েছে ৮২। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে বিতর্ক-প্রতিবাদ চলছে গোটা দেশজুড়ে। ক্ষোভে ফুঁসছে উত্তর-পূর্বের রাজ্য অসমঙ প্রবল বিতর্কের মধ্যেই সোমবার লোকসভায় নাগবি.কত্ব সংশোধনী বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। লোকসভায় নাগরিকত্ব

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্যাব বিরোধীতায় মিশ্র সাড়া

বন্ধে আইপিএফটির উশৃঙ্খলতা পুলিশ ও শিক্ষকসহ আক্রান্ত ১৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব)-এর বিরোধিতা করে ত্রিপুরায় এডিসি এলাকায় ১২ ঘণ্টা বনধে আইপিএফটি-র উশৃঙ্খলতায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁদের তাণ্ডবে ১২ জন নিরীহ মানুষকে হাসপাতালে নিতে হয়েছে। একজন পুলিশ কর্মীও সামান্য আহত হয়েছেন। খোয়াই জেলার রতনপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় এবং বীরচন্দ্রপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষক এবং ১ জন গ্রুপ ডি-কে স্কুলে যাওয়ার দায়ে আইপিএফটি-র কর্মীরা প্রচণ্ড মারধর করেছেন। এছাড়া, গোমতি জেলার নতুনবাজার থানাধীন খেদারনাল এলাকায় বনধকে ঘিরে বিজেপি ও আইপিএফটি সমর্থকদের মধ্যে ঢিল ছুঁড়াছুঁড়ি হয়। তাতে, একজন বিজেপি কর্মী ও এক পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। বিজেপি কর্মীর আঘাত গুরুতর হাওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করে ত্রিপুরার এডিসি এলাকায় আইপিএফটির ডাকা বনধে মিশ্র সাড়া পড়েছে। তবে, সংযুক্ত কমিটির ত্রিপুরা বনধ রাজ্যবাসী প্রত্যাখ্যান করেছেন। শহর এলাকায় দোকান-পাট, হাট-বাজার খোলা ছিল। অবশ্য, পরিবহণ ক্ষেত্রে বনধের ভালই প্রভাব পড়েছে। তাছাড়া, বিভিন্ন ট্রেন আজ সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত বাতিল করেছে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে। হামসফর এক্সপ্রেস তেলিয়ামুড়া স্টেশনে আটকে রাখা হয়েছিল। এতে যাত্রী ভোগান্তি চূড়ান্ত হয়েছে। সড়কপথে যানবাহন চলেনি, তাই আবদ্ধ ট্রেনের যাত্রীদের তেলিয়ামুড়া স্টেশনেই অপেক্ষা করতে হয়েছে। এদিকে, সংযুক্ত কমিটি আগরতলায় সার্কিট হাউস এলাকায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বিরোধ প্রদর্শন করলে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে।

আজ সকাল থেকেই এডিসি এলাকায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যৌথ ফোরামের অনির্দিষ্টকালের ত্রিপুরা বন্ধ প্রত্যাখ্যাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। আইএনপিটি-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক ফোরামের ডাকা অনির্দিষ্টকালের ত্রিপুরা বনধ রাজ্যবাসী প্রত্যাখ্যান করেছেন। শহর এলাকায় জনজীবন মোটামুটি স্বাভাবিক রয়েছে। কারণ, দোকানপাট, বাজার, স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত খুলেছে। আজ সকাল সাড়ে নয়টায় ওই ফোরামের সমর্থকরা আগরতলায় সার্কিট হাউস এলাকায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বনধের সমর্থনে বিরোধ প্রদর্শন করেছে। আধ ঘণ্টার বিরোধ প্রদর্শনের পর পুলিশ তাঁদের অবস্থান প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানায়। তাতে তাঁরা রাজি না হাওয়ায় পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। প্রায় দুই শতাধিক পিকেটারদের গ্রেফতার করে এডি নগর পুলিশ লাইনে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আইএনপিটি-র সাধারণ সম্পাদক জগদীশ দেববর্মা দাবি করেন, সারা ত্রিপুরায় বনধ পালিত হচ্ছে। মুঙ্গিয়াকামী স্টেশনে পিকেটাররা রেল অবরোধ করেছেন। অবাক করার বিষয় হল, সংযুক্ত ফোরামের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মাকে বনধের সমর্থনে পিকেটিং করতে দেখা যায়নি কোথাও। তাঁর অনুপস্থিতির কারণ সম্পর্কেও ফোরামের সদস্যদের কাছ থেকে কোনও সদুত্তর মিলেনি।

সোমবার খামতিংবাড়িতে আইপিএফটির জাতীয় সড়কে পিকেটিং।

শরণার্থীদের রেশন সামগ্রী ও আর্থিক সাহায্য ৩১ মার্চ পর্যন্ত চালু রাখবে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর ।। রাজ্যে আশ্রিত ব্রু শরণার্থীদের রেশন সামগ্রী ও নগদ আর্থিক সাহায্য আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী ১ ডিসেম্বর থেকে তাদের রেশন সামগ্রী ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, রাজ্য সরকার ওই সাহায্যের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে। এদিকে, আগামী ১৩ ডিসেম্বর সকাল ৯ থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসক কার্যালয়ের সামনে গণ অবস্থানের অনুমতি চেয়েছে ব্রু শরণার্থীদের সংগঠন। মূলত, রেশন সামগ্রী ও নগদ আর্থিক সাহায্যের মেয়াদ বৃদ্ধির দাবিতেই ওই গণ অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। তবে, এখন ওই গণ অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা পড়বে বলে মনে হচ্ছে না।

ব্রু শরণার্থী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আজ তাদের সমস্যা নিয়ে বৈঠক করেছে। বৈঠকে রেশন সামগ্রী সরবরাহ এবং নগদ আর্থিক সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। এছাড়া, শরণার্থী প্রত্যাবর্তন ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের প্রতি আস্থা রাখছেন নেতৃবৃন্দ। কারণ, মিজোরাম সরকার ব্রু শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না চাইলে কেন্দ্র এবং ত্রিপুরা সরকার মিলে তাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস তাদের। এদিনের বৈঠকে সংগঠন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আগামী ১৩ ডিসেম্বর উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসক কার্যালয়ের সামনে তারা গণ অবস্থান করবেন।

এ বিষয়ে কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য জানিয়েছেন, ব্রু শরণার্থীদের আপাতত রেশন সামগ্রী নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকতে হবে না। কারণ, রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ৩১ মার্চ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্ণাটক উপ-নির্বাচন : ১২টি আসনে জয়ী বিজেপি, ধরাশায়ি কংগ্রেস ও জেডিএস

বেঙ্গালুরু, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): বিজেপির লক্ষ্য ছিল সাতটি বিধানসভা আসন। কন্নড়-ভূমিতে লক্ষ্যপূরণ হয়ে গেল বিজেপির। সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে আর কোনও বাধাই রইল না মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পার। কর্ণাটক উপ-নির্বাচনের ১৫টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ১২টি আসনে জয়ী হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)ঙ মুখ থুবড়ে পড়েছে কংগ্রেস ও জেডি (এস)। কংগ্রেস জয়ী হয়েছে দু'টি আসনেঙ বাকি একটি আসনে জয়ী হয়েছে নির্দল প্রার্থী। যে সমস্ত বিধানসভা আসনে বিজেপি জয়ী হয়েছে সেগুলি হল-অথানি (কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল), য়ল্লপুর (কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল), বিজয়নগর (কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল), যশবন্তপুরা (কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল), কাগবাড (কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল), গোকক (কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল), হিরেকেরুর (কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল), রানিবেন্নুর (কেপিজেপি ক্ষমতায় ছিল), চিকবল্লাপুরা (কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল), কে আর পুরা (কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল), মহালক্ষ্মী লেআউট (জেডিএস ক্ষমতায় ছিল) এবং কৃষ্ণরাজপেট (জেডিএস ক্ষমতায় ছিল)। শিবাজিনগর বিধানসভা আসন ফের নিজেদের দখলে রাখল কংগ্রেস এবং হুন্সুর বিধানসভা আসন জেডিএস-এর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল কংগ্রেস। নির্দল প্রার্থী জয়ী হয়েছে হোসকোটে বিধানসভা আসনে, এই আসন কংগ্রেসের দখলে ছিল।

১৫টি বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনের ফলাফল মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পার কাছে অগ্নি-পরীক্ষারই সমতুল্য ছিল, সেই পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন ইয়েদুরাপ্পা। মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা জানিয়েছেন, 'ভোটের ফলাফলে আমি অত্যন্ত খুশিঙ এবার কোনও সমস্যা ছাড়াই একটি স্থিতিশীল সরকার গড়তে পারব আমরা।' কিন্তু, উপ-নির্বাচনের ফলাফলে মোটেও খুশি হতে পারেনি কংগ্রেস। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্যাব ঃ মানুষকে ভুল বোঝানো হচ্ছে বললেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। রাজ্যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে ভুল বোঝানো হচ্ছে। তাই, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এবং এন আর সি নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন রাজ্যে যে প্রচার চালাচ্ছে তাতে বিভ্রান্ত না হতে রাজ্যের জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

আজ মহাকরণে শিক্ষামন্ত্রীর অফিসকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় এই আবেদন জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর হলে জাতি, জনজাতি সহ বৃহৎ অংশের মানুষের সুবিধা হবে। তিনি বলেন, ১৯৫১ সালে ভারতবর্ষে যখন প্রথম জনগণনা হয় তখন নাগরিকত্ব বিল ছিলো না। পরবর্তী সময় ১৯৫৫ সালে সংসদে একটা বিল আনা হয় যার নাম ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপ বিল, ১৯৫৫। পরে এটি ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট, ১৯৫৫ নামে আইন হয়। এরপর কেন্দ্রে বহু সরকার আসলেও এই আইনের কোনও সংশোধন হয়নি। ২০১৬ সালের ১৯ জলাই নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫ সংশোধনের জন্য পার্লামেন্টে প্রস্তাব আনা হয়।

সংশোধনী বিলে বলা হয়েছে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকে সেদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্সী সম্প্রদায়ের যারা ভারতে এসেছেন তাদের প্রত্যেককেই ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। সেই লক্ষ্যেই আজ সংসদে এই বিল আনা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে কিছু কিছু রাজনৈতিক দল ও সংগঠন রাজ্যের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্ধ ঃ আজও বাতিল ট্রেন ও পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধীতায় বন্ধের জেরে আগামীকাল দশম ও দ্বাদশের টেস্ট পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে তার দিনক্ষণ জানানো হবে। এদিক, রেল পরিষেবাও বাতিল করেছে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, ২ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা শুরু করার কথা থাকলেও অনিবার্য কারণবশত ২ ডিসেম্বর পরীক্ষাটি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু ৪ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত নির্দিষ্ট পরীক্ষাগুলি সম্পন্ন হয়েছে। আজ দ্বাদশ শ্রেণীর টেস্ট পরীক্ষা ৩০৪টি স্কুলে নেওয়া হয়েছে। ৪১টি স্কুলে পরীক্ষা নেওয়া যায়নি। যে ৪১টি স্কুলে পরীক্ষা হয়নি তা পরবর্তী দিনক্ষণ স্থির করে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান। এছাড়াও আগামী ১০ ডিসেম্বর দশম শ্রেণীর অংক এবং দ্বাদশ শ্রেণীর সাইকোলজি পরীক্ষাটিও অনিবার্য কারণবশত নেওয়া হবে না। পরবর্তীতে এই পরীক্ষাটির দিনক্ষণ স্থির করে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে জানিয়েছে, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধীতায় যৌথ ফোরামের ডাকা অনির্দিষ্টকালের ত্রিপুরা বন্ধের জেরে আগামীকাল রাজ্যে সমস্ত পেসেঞ্জার ট্রেন পরিষেবা বাতিল করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টেট উত্তীর্ণ মাত্র ১১৯৪জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। এককালীন ছাড় দিয়ে টেট উত্তীর্ণ হয়েছেন মাত্র ১১৯৪ জন।পরীক্ষা দিয়েছিলেন ১,১৬,১২৩ জন। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ দিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি জানান, এখন টেট উত্তীর্ণ ১৯২৬ জন রয়েছেন, তাঁদের পরবর্তী ধাপে অফার ছাড়া হবে।

আজ টিআরবিটি টেট ওয়ান এবং টেট টু ফলাফল ঘোষণা দিয়েছে। এ-বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, বিএড ও ডিএলএড এককাকালীন ছাড় দিয়ে গত ২০ অক্টোবর টেট টু এবং ২৬ অক্টোবর টেট ওয়ান পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। টেট ওয়ান ৭৬৪২৭টি আবেদন জামা পড়েছিল। তাতে ৬৫৭২০ জন পরীক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু উত্তীর্ণ হয়েছেন মাত্র ৪২৮ জন। তিনি বলেন, টেট ওয়ান উত্তীর্ণদের প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষকতার চাকুরী পাবেন।

এদিন তিনি আরো বলেন, টেট টু ৫৮৩৪১ আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৫০৪০৩ জন পরীক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু, ৭৬৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি জানান, টেট টু উত্তীর্ণদের ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষকতার চাকুরী পাবেন।

শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, সম্প্রতি এসটিজিটি ৪৫০ জন এবং এসটিপিজিটি ১০ জনের অফার ছাড়া হয়েছে। তাছাড়া, টেট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরকীয়া ঃ স্বামীকে হত্যার দায়ে ধৃত স্ত্রী ও প্রেমিক পুলিশ রিমাণ্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। পরকীয়ার জেরে স্বামীকে খুন করার অভিযোগে এক মহিলা ও এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ সোমবার আদালতে সোপর্দ করেছিল। আদালতে তাদের পাঁচদিনের রিমাণ্ডের আবেদন জানিয়েছিল পুলিশ। আদালত পুলিশের আবেদন মঞ্জুর করেছে।

প্রসঙ্গত, পরকীয়ার এডিনগর থানাধীন ভট্টপুকুর এলাকার বাসিন্দা সুজিত দাস খুন হয়েছেন। এমনটাই অভিযোগ করেছেন মৃতের মা জ্যোৎস্না দাস। তিনি বলেন, শনিবার গভীর রাতে তাঁর ছেলে খুন হয়েছেন। ছেলেকে খুনের জন্য পুত্রবধূ পাপড়ি আচার্য এবং স্থানীয় জনৈক সুমন রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে তিনি থানায় এফআইআরি করেছিলেন। এফআইআর-এর ভিত্তিতে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০২ ও ১২০বি ধারায় মামলা নিয়ে পুলিশ অভিযুক্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে' রাজ্যে সপ্তাহব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে জনবিরোধী নীতির অভিযোগ এনে টানা আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে সিপিএম। দলের রাজ্য কমিটির বৈঠকে এই রূপরেখা স্থির করেছেন দলীয় নেতারা। মূলত, ত্রিপুরায় 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে' সপ্তাহব্যাপী এই আন্দোলনের ঘোষণা করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন সিপিএম-এর ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ।

এ-বিষয়ে তিনি বলেন, আগামী ১৮ থেকে ২৪ ডিসেম্বর রাজ্যে সপ্তাহব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিচালনায় গোটা দেশ এবং মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের পরিচালনায় রাজ্য হাঁপিয়ে উঠেছে। এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠবে সিপিএম।

সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে গৌতম দাস জানিয়েছেন, রবিবার

রাজ্য কমিটির একদিনের বৈঠক বসেছিল। বৈঠকে রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর মানুষ কাজ হারাচ্ছেন। নতুন কাজ সৃষ্টি হচ্ছে না। বরং কেন্দ্রের অনুসরণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণের দিকে এগোচ্ছে রাজ্য। শিক্ষাকেও বাদ দিচ্ছে না বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার। তাই, ত্রিপুরার মানুষের এখন নাভিশ্বাস উঠে গেছে। তাঁর দাবি, সরকার-বিরোধী মানসিকতা ইতিমধ্যেই তৈরি হতে শুরু করেছে।

গৌতম দাস অভিযোগ করেন, ২০ মাসে ত্রিপুরায় এমজিএনরেগা এবং টুয়েপ প্রকল্পে শ্রমদিবস বরাদ্দে রাজ্য সরকার চরম ব্যর্থতার নজির স্থাপন করেছে। ফলে, মানুষের আয় দিন দিন কমছে। তাঁর দাবি, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণেও রাজ্য সরকার কোনও লাগাম টানতে পারছে না। উপরন্তু অর্থনৈতিক সংকটের কারণে রাজ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়েছে।

এদিন তিনি ত্রিপুরার আইন-শৃঙ্খলা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ৬২ ◻ ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং ◻ ২৪ অগ্রহায়ণ ◻ মঙ্গলবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

অপরাধ মোকাবেলায় ত্রিপুরা

গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনা কি রাজ্যে ক্রমবর্ধমান। এমন কোনও দিন নাই যেদিন নারী সংক্রান্ত ঘটনায় খুন ইত্যাদি ঘটিতেছে না। পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাইবে ত্রিপুরায় এই হিংসার ঘটনায় বহু নারী পুরুষ হতাহত হইতেছেন। ইহা চরম সামাজিক ব্যাধি হিসাবেই চিহ্নিত করা যাইতে পারে। আজ উন্নাও হায়দ্রাবাদ সহ বহির্রাজ্যের বহু নারী নির্যাতনের খুনের ঘটনায় গোটা দেশ যখন ক্ষোভের আগুনে জ্বলিতেছে তখন এই ত্রিপুরা রাজ্যেও হিংসার ঘটনা বাড়িয়া চলিতেছে। গৃহবধূকে নৃশংস ভাবে হত্যা, পরকীয়া প্রেমে বাধা দেওয়ায় খুন ইত্যাদি ঘটনা রাজ্যের সাধারণ আইনশৃঙ্খলার উপরে জোর প্রভাব পড়িতেছে। গ্রাম গঞ্জে বহু নারী সংক্রান্ত ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলাই যেন প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ছোট্ট এই পার্বতী রাজ্যেও নারীদের উপর বীভৎস ঘটনা বাড়িয়া যাওয়ার পিছনে বড় কারণ পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ও প্রতিবাদী শক্তির অভাব। ঘটনার পর পুলিশ নিয়মরক্ষার অভিযান করে। এক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রভাবশালীর অঙ্গুলী হেলনেও চলে। ত্রিপুরায় পরকীয়া প্রেমের কারণে বিস্তর খুনের ঘটনা ঘটিয়াছে, বা ঘটিয়া চলিয়াছে। রাজ্যের যুব সমাজের একটা অংশ তো নেশার কবলে ডুবিয়া আছে। রাজ্য প্রশাসন এই নেশার কবল হইতে যুব শক্তিকে রক্ষা করিবার লক্ষ্যে তেমন কোনও জোরদার কর্মসূচী নিয়াছে এমন সংবাদ নাই। এরাজ্যের একশ্রেণীর যুব শক্তি বিপদগামীতার শিকার। তাহারাই এখন নানা অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

হায়দ্রাবাদ ও উন্নায়ের ঘটনা গোটা দেশকেই শোকাহত করিয়াছে। লজ্জায় অবনত হইয়াছে। ত্রিপুরায় নারী সংক্রান্ত অপরাধ দিনে দিনে বাড়িলেও ধর্ষণ শেষে পোড়াইয়া মারিবার মতো বীভৎস ঘটনার নজির পাওয়া যাইতেছে। ত্রিপুরা অনেক বেশী শান্তিপূর্ণ রাজ্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। প্রশ্ন উঠিয়াছে, এই সামাজিক ব্যাধি নিরসনে সরকারের ভূমিকা কী হইতে পারে। এক্ষেত্রে প্রশাসন যদি কঠোর হয়, অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া কঠিন সাজার মুখে ফেলিয়া দেওয়া হয় তবেই অপরাধীরা অপরাধ সংগঠিত করিতে ভাবিয়া দেখিবে। প্রশ্ন উঠিয়াছে, গত কিছুদিন আগে গণধর্ষণের পর রাস্তার পাশে ফেলিয়া চম্পট দেওয়া অপরাধীরা তো সংবাদপত্র ও জনগণের চাপে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। যদি ধর্ষিতার পক্ষে জনমত প্রবল না হইত পুলিশকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করা না হইত তাহা হইলে কি অপরাধীকে শনাক্ত বা জালে তোলা সম্ভব হইত? আসলে দেশ জুড়িয়া পুলিশ আছে পুলিশেই। সরকার পাল্টায় কিন্তু পুলিশ পাল্টায় না। এইসব ধর্ষণকান্ডে যুক্ত বা ধৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠিন সাজা কি নেওয়া হইয়াছে সে সম্পর্কে মানুষ জানিতে পারেন না। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কি কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে তাহা সাধারণ্যে প্রচার করিবার ফলে অন্য অপরাধীরা তাহা বেমালুম ভুলিয়া যায়। একশ্রেণীর যুবক আকণ্ঠ মদ্যপান করিয়া অপরাধ জগতে ডুব দেয়। আর এজন্যই ত্রিপুরায় মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়া এমনকি বার খুলিবার অনুমোদন নতুন রাম সরকার দিয়াছে।

অপরাধের উৎসগুলি চিহ্নিত করিয়া সেগুলিই তো আগে ভাগে খতম করা উচিত। কিন্তু না, কোনও সরকারই সেই পথে হাঁটিতে চায় না। বিহার সরকার রাজ্য ড্রাই এরিয়া ঘোষণা করায় অপরাধ অনেক কমিয়া আসিয়াছে। বিহার মদ্যপানের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করিতে পারিলে ত্রিপুরা পারিবে না কেন? লক্ষ্য করিবার বিষয়, যতগুলি অপরাধ সংঘটিত হইতেছে পিছনে ইন্ধন বা প্ররোচনা যুগাইয়া চলে মদ্যপানজনিত নেশা। অপরাধীকে কঠিন সাজার বিষয়টি সাধারণ্যে প্রচারের সার্থকতা আছে। অপরাধী যখন দেখিবে অপরাধের শাস্তি খুব কঠিন তখন সে অপরাধ করিতে দুইবার ভাবিবে। ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরায় নারী সংক্রান্ত অপরাধ রোধে শুধু সরকার পুলিশ দিয়া হইবে না। প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা। অপরাধ যাহারা করে তাহাদের বিরুদ্ধে সকলকে কঠোর মনোভাব নিতে হইবে। প্রশাসন ও পুলিশের উপর অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চাপ অব্যাহত রাখিতে হইবে। কিন্তু দূর্ভাগ্যের হইলেও ইহাই সত্যি যে, সামাজিক ক্ষেত্রে সজাগ সচেতন হইয়া প্রতিবাদী হইতে না পারিলে অপরাধীরা আস্কারা পাইয়া যাইবে। সুতরাং এই অপরাধ বিষয়ে সকলকে অনেক বেশী সজাগ সতর্ক হইতে হইবে।

কলকাতায় আসছেন ধোনি, বানিজ্যিক সংস্থার বিজ্ঞাপনের শুটিং নিয়ে চূড়ান্ত গোপনীয়তা

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী এক-দুদিনের মধ্যেই শহরে আসছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। তবে ক্রিকেট সংক্রান্ত কোনও কারণে নয়, ব্যক্তিগত কাজে শহরে আসছেন বলে জানা গিয়েছে। শুটিংয়ের কাজের জন্যই এ শহরে আসছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। এর আগেও বছর দুয়েক আগে কলকাতায় এসে বিশ্বজয়ী ভারত অধিনায়ক কপিল দেবের সঙ্গে শুটিং করে গিয়েছিলেন ধোনি। সেই শুটিং হয়েছিল ইডেনে। তবে এবার ইডেনে কোনও শুটিং হচ্ছে না। সম্প্রতি ধোনির ক্রিকেট ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি বলেছিলেন, "ধোনি নিয়ে স্বচ্ছতা নেই, কে বলল? কিন্তু সব কিছু সর্বসমক্ষে বলা যায় না। কিন্তু এটা বলতে পারি, ধোনির সঙ্গে আমাদের কথা হয়ে গিয়েছে। ওর ব্যা পার নিয়ে আমরা ক্লিয়ার। নির্বাচকরাও জানে। ধোনি নিজেও জানেন।" সেই সৌরভের শহরেই আসছেন ধোনি। তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন কি না, সে বিষয়েও অবশ্য কোনও খবর নেই। তবে তাঁকে একবার চোখের দেখা দেখতেও মুখিয়ে রয়েছেন ভক্তরা। কোনও শুটিংয়ে তাঁকে কলকাতার রাস্তা-ঘাটে দেখা যায় কি না, সেই অপেক্ষাতেই রয়েছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। ধোনির কলকাতা এই সফর নিয়ে অসম্ভব গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছে। তিনি কখন শহরে আসছেন, কোথায় থাকবেন কিংবা কোথায় শুটিং করবেন, সেই বিষয়ে কিছুই জানানো হচ্ছে না। ভারতের প্রথম দিন-রাতে পিঙ্ক বল টেস্টে ধারাভাষ্য করতে ধোনি শহরে আসবেন। এমন গুঞ্জন উঠে এসেছিল শিরোনামে। কিন্তু ইডেনে শচীন তেণ্ডুলকর থেকে রাহুল দ্রাবিড়-অনিল কুম্বলের মতো কিংবদন্তিরা উপস্থিত হলেও ধোনিকে কিন্তু দেখা যায়নি। শেষবার ইংল্যান্ডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ব্যাট হাতে মাঠে নেমেছিলেন। তারপর আর দেখা যায়নি তাঁকে।

হোয়াইট আইল্যান্ডে জেগে উঠল সুপ্ত আগ্নেয়গিরি, অগ্ন্যুৎপাতে নিহত ১ জন

ওয়েলিংটন, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : নিউজিল্যান্ডের হোয়াইট আইল্যান্ডে জেগে উঠল সুপ্ত আগ্নেয়গিরিঊ দেশটির জনপ্রিয় এই পর্যটন কেন্দ্রে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া 'বেশ কয়েকজন নিখোঁজ' রয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনায় উদ্বিগ্ন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা আর্ডেন ঊ

সোমবার স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ১০ মিনিটের দিকে নিউজিল্যান্ডের হোয়াইট আইল্যান্ডের এই সুপ্ত আগ্নেয়গিরিটি হঠাৎ জেগে উঠলে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়। এ সময় শতাধিক পর্যটক ওই এলাকায় অবস্থান করছিলেন। নিউজিল্যান্ডের জাতীয় দুর্যোগ প্রশমন সংস্থা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, হোয়াইট আইল্যান্ডে আগ্নেয়গিরির মাঝারি ধরনের অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে, তা আশপাশের এলাকার জন্য বিপদজনক। অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া 'বেশ কয়েকজন নিখোঁজ' রয়েছেন বলে জানিয়েছেন সেখানকার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার জন টিমস। তবে নিহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় জানাতে পারেননি তিনি।

এদিকে দেশটির জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হোয়াইট আইল্যান্ডে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনায় সেখানে বহু পর্যটক আটকে পড়েছেন ঊ এদের মধ্যে অনেকে বিদেশি পর্যটক বলে জানা গেছে। বর্তমানে উদ্ধার অভিযান চলছে। এরইমধ্যে বেশ কয়েকজনকে উদ্ধারও করা হয়েছে।

অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনায় উদ্বিগ্ন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা আর্ডেন ঊ তিনি জানিয়েছেন, প্রায় শতাধিক লোক অগ্ন্যুৎপাতের সময় ওই এলাকায় অবস্থান করছিলেন। অনেকে বের হয়ে এলেও, কিছু লোক নিখোঁজ রয়েছেন।

দ্বিতীয় পৃথিবীর সন্ধানে

অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি নতুন একটা পৃথিবীর সন্ধ্যান পাওয়া গেছে। না, আমাদের সৌরমণ্ডলের ভেতর নয়, তার বাইরে। আমাদের সূর্যের গ্রহমণ্ডলীর বাইরে আরও একটা পৃথিবী? স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে, পৃথিবী বলতে কী বোঝায়? সাধারণ মানুষের কাছে পৃথিবী এমন একটা গ্রহ, যেখানে অক্সিজেন আছে, জল আছে, প্রাণ আছে, উদ্ভিদ, গাছ ও প্রাণী আছে। সূর্যের আর কোনও গ্রহে এসব নেই। কেন কেই? সৌরজগতে পৃথিবীর সঠিক কক্ষপথে অবস্থান, গতি পথ, নিজের অক্ষে আবর্ত ও তার সময় আর সর্বোপরি সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব। সূর্য থেকে কিছু পাথুরে অগ্নিবলয় ছিটকে বেরিয়ে এসে যখন তার চারদিকে ঘুরতে শুরু করে তখন তাদের মধ্যে একমাত্র সূর্য থেকে দূরত্বের হিসেবে তৃতীয় স্থানে থাকা এই পাথুরে অগ্নিপিণ্ড এত নিখুঁতভাবে অপরিউক্ত শর্ত মেনে রয়ে গিয় সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করল যে একমাত্র এখানেই প্রাণ তৈরির মতো পরিবেশ সম্ভব হল। কিন্তু জ্যোতিবিজ্ঞানীরা পৃথিবীকে একটা মডেল গ্রহ ধরে নিয়ে মহাকাশে অনুসন্দান চালাচ্ছে। আমাদের সৌরজগতের বাইরে এরকম একটা গ্রহ থাকবে, যা একটা নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করবে, সেখানে থাকবে জলীয় বাস্প বা জল থাকার মতো উপযুক্ত তাপমাত্রা, বায়ুমণ্ডল, আবহাওয়া ও পরিবেশ। বহুকাল ধরে এই রকম আর একটা অন্তত পৃথিবীর অনুসন্দান চলছে।

এই ব্রহ্মাণ্ডে একশো কোটি গ্যাপাক্সির মধ্যে আমাদের ছায়াপথ একটা। বেতার তরঙ্গ আবিষ্কার হবার পর মহাকাশে প্রেরিত উপগ্রহ দ্বারা সংগৃহীত তথ্য পরীক্ষা করে জানা গেছে এই ছায়াপথে রয়েছে সূর্যের মতো অনেক নক্ষত্র এবং এই নক্ষত্রদের অনেকের সাথে জুড়ে আছে আরও কত শত সহস্র গ্রহ। বহু বছর ধরে এইসব নক্ষত্র ও গ্রহদের পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।

পৃথিবীর মাটিতে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন দূরবীন ব্যবহার করে মহাকাশ পর্যবেক্ষণের সাথে মহাকাশেও দূদ্দবীন পাঠিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা আর তারই একটা ১৯৯০ সালে মহাকাশে প্রেতি দূরবীণ হল হাবল স্পেস টেলিস্কোপ। নানাবিদ কর্মশক্তিসম্পন্ন এই টেলিস্কোপ আকারে বিশাল এবং মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে অতি মূল্যবান। এই হাবল টেলিস্কোপ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বিজ্ঞানীরা এটাও জেনেছেন যে, এই বহির্জগতের গ্রহও একটা নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে, কিন্তু সেই নক্ষত্র আমাদের সূর্যের থেকে ছোট। কিন্তু তা হলে কী হবে, আমাদের পৃথিবী আর সূর্যের মধ্যে যে দূরত্ব ও আবর্তনের সম্পর্কের জন্যে পৃথিবীতে জল ও জলীয় বাষ্প থাকতে সক্ষম সেই একই সম্পর্ক রয়েছে তাদের মধ্যেও। সেই 'বামন' নক্ষত্রকে এমন একটা দূরত্ব তেকে আবর্তন করে চলেছে গ্রহটা, যে নক্ষত্রের উষ্ণতা গ্রহের জলকে তরলাকারে ধরে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। বিজ্ঞানীরা বহির্জগতের এই গ্রহটার নাম দিয়েছেন। কে ২-১৮ বি। বহু বছরের গবেষমার ফল প্রকাশ হয়েছে এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। আমাদের এই সৌরমণ্ডলের থেকে ১১১ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই গ্রহটা। বছর চারেক আগে নাসার কেপলার বায়ুযান যখন এর প্রথম সন্দান পায়, তখন কিন্তু পৃথিবীর মতো মনে হয়নি বিজ্ঞানীদের, কারণ গ্রহটা পৃথিবীর ভরের অট গুণ বেশি, যার মানে নেপচুনের মতো বরফ জমা বৃহৎ গ্রহ অথবা বায়ুমণ্ডলের হাইড্রোজেন ভর্তি পাথুরের পিণ্ডি।

পৃথিবী যে দূরত্বে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে তার চেয়ে সাত গুণ কম দূরত্ব বজায় রেখেছে এই নতুন গ্রহের কক্ষপথ তার নক্ষত্রের চারদিকে (কে ২-১৮ বি গ্রহের নিবন্ত লাল নক্ষত্রটার নাম দেওয়া হয়েছে M dwarf, বামন গোত্রে নক্ষত্র। বৃত্তাকার কক্ষপথ এবং অন্যান্য গুণাগুণ বিচারকরে একে জীবন বন্ধু গ্রহ বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা অর্থাৎ প্রাণের পরশ থাকলেও থাকতে পারে। গ্রহের তাপমাত্রা ১০০ থেকে ১১৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট এবং বায়ুমণ্ডলে পৃথিবীর মতো যদি প্রতিফলন গুণ থাকে তবে তাপমাত্রার সাম্যতা বজায় রাখা পৃথিবীর মতোই হবে বলে বিজ্ঞানীদের অনুমান।

আবিষ্কারের পর এই পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের জ্যোতির্বিজ্ঞানী অ্যাঞ্জেলস সিয়ারাস উৎফুল্লের সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, এখনও পর্যন্ত আমাদের সৌরমণ্ডলের বাইরে এই একমাত্র একটা গ্রহ, যেখানে রয়েছে জল ধরে রাখার সঠিক তাপাত্রা এবং আবহাওয়া,যা মানুষের পক্ষে বাসযোগ্য। আসলে মানুষ বহুদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে মহাকাশে আর একটা বাসযোগ্য, গ্রহ, যেটা হবে দ্বিতীয় পৃথিবী।

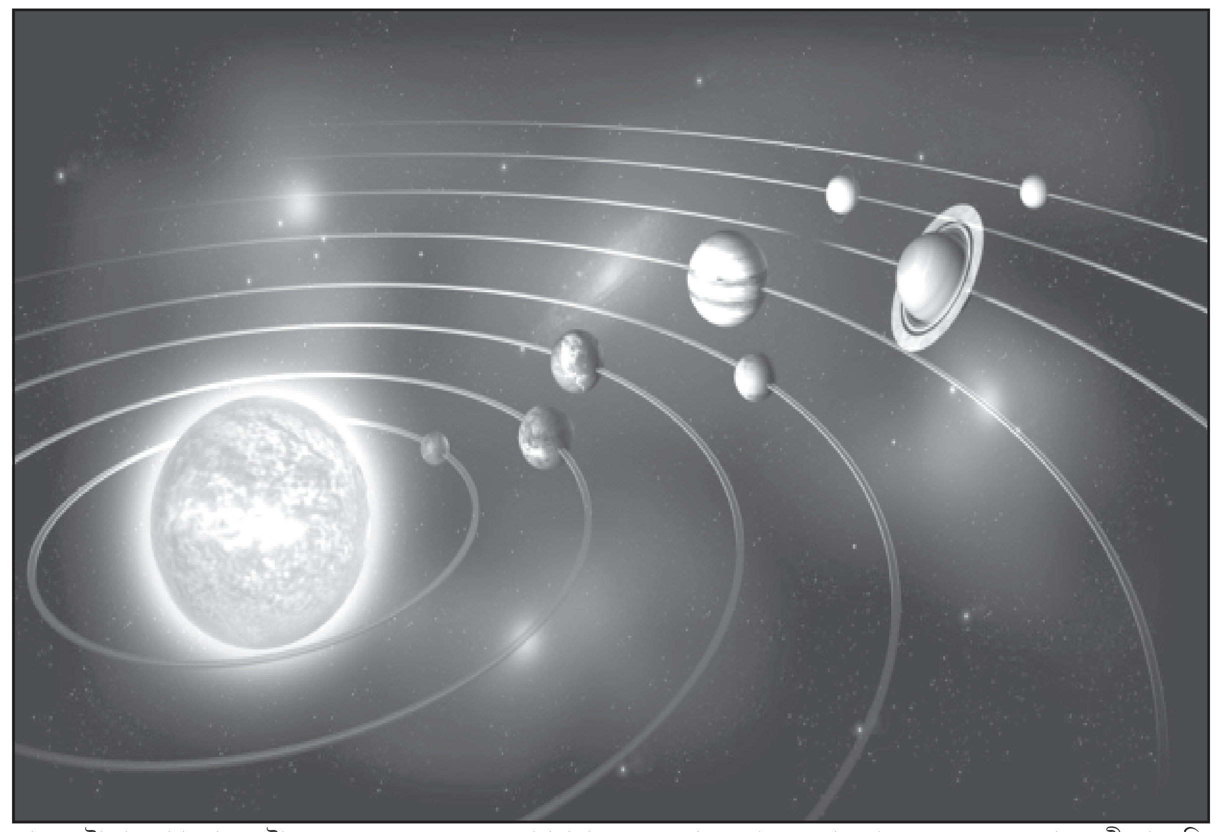

বড় সহায়ক যদি ধরে নেওয়া যায় যে এই বিশ্বব্রহ্মান্ড ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। লেমেতরের তত্ত্ব অনুযায়ী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সূচনায় যে বিশাল বিস্ফোরণ হয়েছিল তাকে বলা হয় বিগ ব্যাং এডুইন হাবল এবং সহকারী হুমাসন পাঁচ বছর একটানা ক্যালিফোর্নিয়ার উইলসন পাহাড়ের মাথায় বসানো শক্তিশালী এক দূরবীনের সাহায্যে পরীক্ষা করে ১৯২৯ সালে বলেন, মহাকাশ স্থির নয়, বাস্তবিক মহাবিশ্ব সতত সম্প্রসারণশীল। গ্যালাক্সিগুলো সব একে অপরে থেকে দূরে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড অতি দ্রুত বেগে প্রসারিত হচ্চে। এই ফুলে ফেঁপে প্রসারণ বিরামহীন চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না মহাকর্ষীয় শক্তি তাকে থামায়। তখন সেই শক্তি তাকে শুধু থামিয়েই দেবে না, ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশই সঙ্কুচিত হতে থাকবে। কোটি কোটি বছর এভোবে সঙ্কুচিত হতে হতে ভেতরের যাবতীয় পদার্থ এত ঘনীভূত হবে যে অত্যন্ত গরম হয়ে উঠে পদার্থগুলিকে গলিয়ে তাদের প্রাথমিক মৌলিক কণায় পরিণত করবে। এই অবস্থার পরিবর্তনে এক প্রচণ্ড শক্তি তৈরি হবে, যা আবার একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আবার একটা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হবে।

১৯৬৪ সালে আরনো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসনের অনেকটা আকস্মিক ভাবেই কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড বিকিরণ আবিষ্কারের পর মহাবিস্ফোরণ থেকে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি এবং তারপর থেরে ক্রমপ্রসারণ ও ক্রমাগত তাপমাত্রা হ্রাসের এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। নবীন ব্রহ্মাণ্ডে তৈরি নতুন পদার্থরা কীভাবে ঘুরপাক খেতে খেতে নক্ষত্রপুঞ্জ বা গ্যালাক্সিতে পরিণত হল তার তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা করেন প্রায় সমসাময়িক সময়েই অর্থাৎ ১৯৬৫ সালেই আমেরিকার প্রিন্সটান বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্পদাথবিজ্ঞানী এবং আলবার্ট আইনস্টাইন প্রফেসর অব সায়েন্স জেমস পিবলস্স। পরিচিত জগতে তাঁর নাম জিম। বস্তুত পিবল্সের তত্ত্বমূলক আবিষ্কারেই পেনজিয়াস আর উইলসনেরমতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করে। গত পঞ্চাশ বছরে জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর কাজ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ রহস্যের অনৈক জটিল জট খুলে মানুষের কল্পনাকে বিজ্ঞানের ভাষা দিয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডের বয়স এবং তার সম্প্রসারণের গতি গ্যালাক্সি বা নক্ষত্রপুঞ্জের উৎস এসব নিয়ে তিনি তাত্ত্বিক ও গাণিতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

আত থেকে ১৩৮০ কোটি বছর আগে পদার্থের একটা অত্যন্ত উত্তপ্ত ও ঘনীভূত অবস্থা থেকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টির মুহূর্তে থেকেই আপন গমিডর মধ্যেই অতি দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে। প্রাথমিক বিস্ফোরণের এক সেকেণ্ডের এক হাজার কোটি বাগেরমতো সময়ে দুর্বল চৌম্বক শক্তিগুলো যৌথভাবে একটা শক্তি তৈরি করে এবং আর সম্প্রসারণ হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে তাপমাত্রা কমতে থাকে এবং ধাপে ধাপে মৌলিক কণাগুলো থেকে কোষকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস তৈরি হচ্ছে। এরপর ক্রমাগত আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় মহাকাশ আরও ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে পাঁচ লক্ষ বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ পরমাণু বৈদ্যুতিন বা ইলেকট্রন ও নিউক্ষয়াসগুলো জোটবদ্ধ হয়ে অ্যাটম বা অনু তৈরি করছে। হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম এই দুটো অণু প্রথমে তৈরি হয়। ক্রমাগত প্রসারণশীল ও উষ্ণতা হ্রাসের দরুন আরও অনেক অণু হল। অণুদের থেকে জন্মালো পদার্থ মহাকার্ষীয় আকর্ষণে পদার্থরা একত্র হয়ে নক্ষত্রও নক্ষত্ররা জোটবদ্ধ হয়ে নক্ষত্রপুঞ্জ বা গ্যালাক্সি। এই সময়ের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ড এত স্বচ্ছ হয়ে যায় যে মহাকাশে আলোকরশ্মি চলায় আর কোনও বাধা রইল না। আজও পর্যন্ত সেই প্রাথমিক আলোকরশ্মি বিচ্ছুরণ আমাদের চারপাশে রয়েছে। এদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আরও অনেক রহস্য। নানা তত্ত্ব ও গণনার সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের আঁতুর অবস্থা থেকে বেড়ে ওঠার গোপন রহস্য উন্মোচন করেছেন এই জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী পীবলস। তাঁর গবেষণার ফলই বলেদেয় রহয্যের ব্রহ্মাণ্ডের আঁতুর অবস্থা থেকে বেড়ে ওঠার গোপন রহস্য উন্মোচন করেছেন এই জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানী পীবল্স। তাঁর গবেষণার ফলই বলে দেয় রহস্যের মাত্র পাঁচ শতাংশ আমরা জেনেছি যার মধ্যে রযেছে পদার্থ এবং নক্ষত্র, গ্রহ, গাছ ও আমাদের সৃষ্টি। ব্রহ্মাণ্ডের বাকি ৯৫ শতাংশ হলএখ ধরনের কণা যাকে বলা হয় কৃষ্ণ পদার্থ ও কৃষ্ণ শক্তি। এই কৃষ্ণ শক্তিই মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের শক্তির উৎস। এর চরিত্র আজও অধরা রয়ে গেছে। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের কাছে এই রসহ্য একটা চ্যালেঞ্জ। এই কানাডিয়ান আমেরিকান জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানী বিপল্স ৮৪ বছর বয়সে তাঁর পঞ্চাশ বছর ধরে কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ এ বছরে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। অথচ অনেকেই মনে করেন তাঁর আরও অনেক আগেই এই সম্মান ও পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল কিছু না হোক অন্তত ১৯৭৮ সালে যে বছর আরনো। পেনজিয়াস আর বরার্ট উইলসন নোবেল পান। বিস্ফোরণের ফলে প্রথমে তৈরি হয় শক্তি আর সেই থেকে পদার্থ ছড়িয়ে পড়ছে ক্ষুদ্র তরঙ্গ আকারে। পেনজিয়াস আর উইলসনের ১৯৬৪ সালের এই আবিষ্কার বিস্ফোরণ ও মহাজাগতিক বিকিরণ তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করে। এরই জন্য তাঁরা নোবেল পান। পিবল্স বুঝিয়েছিলেন এর পেছনে থাকা পদার্থতত্ত্ব। কিন্তু সে সময় শুধুমাত্র পরীক্ষামূলক কাজের জন্য নোবেল স্বীকৃতি মিলত, তত্ত্বের জন্যে নয়। তাই পিবল্স-এর তখন নোবেল পুরষ্কার জোটেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আইনস্টাইন নোবেল পেয়েছিলেন আলোক তড়িৎক্রিয়ার জন্যে, আপেক্ষিকতা তত্ত্বের জন্য নয়। পরীক্ষামূলক ক্ষেত্রেও অনেক বছর পর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এমন বিজ্ঞানীর সংখ্যাও কম নয়।

'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর' আর সৌরমণ্ডলের বাইরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গ্রহ খোঁজেন। জানতে চান আমাদের সূর্যের মতো অন্য নক্ষত্রদেরও গ্রহমণ্ডলী আছে, কিন না। আমাদেরই ছায়াপথ বা মিল্কি ওয়েতে সূর্যের মতো অন্য একটা নক্ষত্রের ঘরে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে আছে একটা গ্রহ যার নাম ১৫ Pegasi b। দক্ষিণ ফ্রন্সের Haute Provence পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে গবেষণা করে ১৯৯৫ সালে অক্টোরর মাসে মিশেল মেয়ের (michel Mayor) এবং তাঁর একসময়ের ছাত্র দিদিয়ে কেলোজ (Didier Queloz) আমাদের সূর্যের সবচেয়ে বড় গ্যাস পূর্ণ গ্রহ বৃহস্পতিবার মতো গ্যাসীয় এই গ্রহ আবিষ্কার করেন। মেয়র এখন জেনভা অবজারভেটরির সঙ্গে যউক্ত এবং কেলোজ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অন্য গ্রহের মতো এই গ্রহটাও একটা নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে যাচ্ছে। একেই বলা হয় এক্সোপ্ল্যানেট বা আমাদেরসৌরমমডলের বাইরে নক্ষত্রে চারদিকে আবর্তিত গ্রহ। এক্সোপ্ল্যানটেরধারণা এর আগে ছিল না। এই বহির্জগতের গ্রহ আবিষ্কার জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিপ্লব এনে দিল। এরপর আমাদের এই ছায়াপথে কমপক্ষে চার হাজারের ও বেশি গ্রহ আবিষ্কার হয়েছে। অজানা সেই 'পৃথিবীর' সন্ধানে চলেছে খোঁজ, প্রায় সম-আকার, আকৃতি আর কক্ষপথ। গ্রসংক্রান্ত সৃষ্টি রহস্য মতবাদ নিযে আমাদের পূর্ব ধারণাকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তারা বিজ্ঞানীমহলকে বাধ্য করেন গ্রহগুলোর জন্ম রহস্যের মতাবাদ নিয়ে আমাদের পূর্ব ধারণাকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাঁরা বিজ্ঞানীমহলেক বাধ্য করেন গ্রহগুলো সংশোধন করতে। এরপর থেকেই অসংখ্য প্রোজেক্ট নেওয়া হয় এক্সোপ্ল্যানেটদের খোঁজার, যেখানে হয়তো ঘটনাচক্রে পেলেও পাওয়া যেতে পারে সেই 'অমূল্য রতন' অর্থাৎ প্রাণের সন্ধান। গ্রহ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা চিরকালের মত বদলে দেবার জন্যে এই দুজন সুইস জ্যোতির্বিজ্ঞানীকেও এই বছর নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

দূরবীণ বানিয়ে মহাকাশ গবেষণার শুরু সেই ষোড়শ শতকে। ইতালিতে বসে দুরবীন বানিয়ে মহাকাশ গবেষণা করেছেন গ্যালিলিও গ্যালেলাই। প্রথমদিকে আমাদের সৌরমমডলের গ্রহদের গ্রহদের নিয়েই গবেষণা চলত। দরবীনের মান যত উন্নতি হতে লাগল দৃষ্টি গেল আরও দূরে, নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে। আবিষ্কার হতে লাগল একটার পর একটা লক্ষত্র। অতি শক্তিশালী দূরবীন মহাকাশে পাঠিয়েও খোঁজ চলছে নতুন নতুন নক্ষত্রের। বহু লক্ষ আলোকবর্ষ দুরের নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছে মানুষ। কিন্তু মানুষ আরও জানতে চায়। জানতে চায় আমাদের সূর্যের মতো অন্য নক্ষত্রেদেরও গ্রহমণ্ডলী আছে কি না। সৌরমণ্ডলের বাইরে প্রথম কোনও গ্রহের খবর জানা যায় ১৯১৭ সালে, যদিও তেমন বিস্তারিত কিছু নয়। এদিকে নক্ষত্রগুলো তো অনেক দূরে, তাদের দেখতেই শক্তিশালী দূরবীন লাগে তার ওপর তাদের গ্রহ। এমনিতেই গ্রহেরা নক্ষত্রের আলোয় আপ্লুত থাকে, দেকা প্রায় অসম্ভব। নক্ষত্র তবু এক জায়গায় স্থির থাকে কিন্তু গ্রহ হলে যদি পৃথিবীর মতো তার সূর্যের আবর্তন করে তবে তো তার অবস্থানের পরিবর্তন হবে। সেসব দেখা দূরবীনের পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে উপায়? প্রশ্ন যখন মাথায় এসেছে তখন উপায় বের করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব নয়। গ্রহ খোঁজার জন্যে ট্রানসিট ফটোমেট্রি এবং ডপলার স্পেকট্রোস্কোপি যন্ত্র আবিষ্কার হল। অত্যন্ত নিখুঁত আর শক্তিশালী স্পেক্টোগ্রাফ হলেও গ্রহ আবিষ্কারে কিছু অসুবিধা থেকেই গেছে। এই যন্ত্রে প্রথম গ্রহ ধরা পড়ে ১৯৮৮ সালে। আসলে গ্রহের টানে নক্ষত্রের একটু নড়াচড়া হলেই তার বর্ণালীচ্ছটা ধরা পড়ে এই যন্ত্রে আর তা মাপতে পারলেই গ্রহের সন্ধান পাওয়া যায়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভিড লেথাম এরকম একটা যন্ত্র তৈরি করেন ১৯৮৯ সালে এবং কিছুটা আত্মবিশ্বাসের অভাবে একটা গ্রহ আবিষ্কার করেও বলতে পারলেন না অথচ ২০০২ সালে সেই গ্রহের অস্তিত্ব স্বীকৃতি পায়। আমেরিকার ডেল ফ্রেল বেং পোল্যান্ডের আলেকজান্ডার ওলচজান এই দুই বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানী ১৯৯২ সালের জানুয়ারিতে ঘোষণা করলেন দুটো গ্রহ আবিষ্কারের কথা এবং অব্যবহিত পরেই তার স্বীকৃত মেলে। শুধু তাই নয় যে নক্ষত্রের অধীনে এই গ্রহ দুটো আছে তারই তৃতীয় গ্রহ আবিষ্কার হয় এর দু'বছর পর। অনুমান করা হয় এই পালসার গ্রহগুলো যে সুপারনোভা থেকে পালসার নক্ষত্র সৃষ্টি তারই পদার্থ দিয়ে তৈরি। এতেদিনে এটা জানা গেল অন্য তারাদের পাশে গ্রহের সংখ্যা বেশি হলেও নিউট্রন নক্ষত্রের সঙ্গে বড়জোর একটা গ্রহ থাকতে পারে। আর সেই গ্রহ 'দ্বিতীয় পৃথিবী' হতে পারবে না। কেপলার সঙ্গে টেলিস্কোপ ২০০৯ সালে উৎক্ষেপণ করে নাসা এবং জ্বালানী ফুরিয়ে গেলে ২০১৮ সালের কাজ বন্ধ করে দেয়। এই সময়ের মধ্যে সৌরমণ্ডলের বাইরে কয়েক লক্ষ নক্ষত্র এবং কয়েক হাজার গ্রহ আবিষ্কার করে ফেলেছে। গ্রহ যখন তার কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে নক্ষত্র ও টেলিস্কোপের মাঝে এসে পনে তখন নক্ষত্রের আলো সামান্য স্তিমিত দখায়। এই আলো কমে যাবার পরিমাণ, নক্ষত্রের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রাণ্ডে যাবার সময় ও নক্ষত্রের অন্যান্য চরিত্র থেকে গ্রহের আকার সমেত চরিত্র, নক্ষত্র গ্রহের দূরত্ব ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়। এই গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য প্রাণ নির্ধারক পদার্থের সন্ধান মেলে এমন কোনও গ্রহের যার পৃথিবীর মতো আকার এবং যে সূর্যের মতো তারার 'গৃহস্থ'। গৃহস্থ কথাটা ব্যবহার করলাম কারণ সব গৃহেই জল থাকে, আর জলথাকলেই প্রাণ থাকবে। নক্ষত্র থেকে গ্রহেরদূত্ব এমনই হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে গ্রহটি জল ধরে রাকার মতো তপ্ত থাকবে। প্রাণের সন্ধান পেতে উপযুক্ত পরিবেশ তো লাগবেই।

মেয়র এবং কেলোজ আবিষ্কার ৫১ Pegasi b গ্রহ যে সূর্যের মতো নক্ষত্রকে গিরে আবর্তিত হয়ে চলেছে তার নাম ৫১ Pegasi b। পঞ্চাশ আলোকবর্ষ দূরে পেগাসাস তারকাপুঞ্জের মধ্যে এর অবস্থান। জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুই বিজ্ঞানী নেচার পত্রিকা ৬ অক্টোবর ১৯৯৫ সংখ্যায় সূর্যের মতো এক নক্ষত্রের চারপাশে পরই সারা পৃথিবীতে সাড়া পড়ে যায়। এক অত্যন্ত নিখুঁত ও সংবেদনশীল স্পেক্ট্রোস্কোপ দ্বারা ওই নক্ষত্রের বণালীচ্ছটার টলমল গতির তারতম্য লক্ষ্য করা যায় এবং এই তারতম্য ওই নক্ষত্রের এই গ্রহের মাধ্যাকর্ষণজাত ফল। আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই নানা জায়গা থেকে এর সত্যতা স্বীকার করে গ্রহের ওপর আরও গবেষণা চালানো হয়। জানা যায় গ্রহ তার নক্ষত্রকে আবর্তন করতে মাত্র চারদিন সময় নেয়। আমাদের সূর্য আর বুধের মধ্যে দূরত্বের থেকেও কম ওই নক্ষত্র আর গ্রহের দূরত্ব। আবর্তনের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৩৬ কিলোমিটার এবং প্রায় বৃহস্পতির সয় আয়তনের কিন্তু অর্ধেক ভর যদিও পৃথিবীর চেয়ে ১৫০ গুণ বেশি। বৃহস্পতির থেকে হালকা হলেও আকারে কিন্তু বড়। গ্রহটার একটা দিকই সবময় নক্ষত্রে দিকে থাকে। বিভিন্ন পরীক্ষার পর অনুমান করা হচ্ছে গ্রহের তাপমাত্রা এক হাজার ডিগ্রি কেলভিনের মতো। মনে করা হয় নক্ষত্রের কেন্দ্রে ভারী পদার্থের উপাদান নিয়ে এই গ্রহ তৈরি হলেও পরে গ্যাসীয় হয়ে যায়। এই গ্যাস এত ভারী যে সৌরঝড়েও এর ওপর কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। ওপরের গ্যাসের আস্তরণের নীচে তাপমাত্রা খুবই বেশি, যার জন্য লাল আভা দেখা যায়। এই এক্সোপ্ল্যানেট থেকে প্রতিফলিত আলো কিছু বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেছেন।

আবার ফিরে আসি সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত দ্বিতীয় পৃথিবীর কথায়। আবর্তনের সময় নবতম এই গ্রহের বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক যৌগ কিছুটা আলো শুষে নেয়। নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘের অবলোহিত আলো জল শুষে নেয়, সেই থেকে বলা যায় জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি। এই গ্রহে জলীয় বাষ্পের প্রায় নিশ্চিত উপস্থিতি ইতিমধ্যেই লক্ষ্য কার গেছে। গ্রহের বায়ুমণ্ডলের চরিত্র সেখানের আকাশে জলীয় বাষ্পের মেঘ এবং জলবিন্দু তৈরি করতে সাহায্য করে এবং হয়তো বৃষ্টিও হয় বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সোমবার টেট পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি। ছবি- নিজস্ব।

বিজেপি সরকার রাজ্যে লুটপাট ও সন্ত্রাস খতম করেছে, নির্বাচনী জনসভায় ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস

রাঁচি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিজেপি সরকার রাজ্যে লুটপাট ও সন্ত্রাস খতম করেছে ঊ রাজ্যে নিষ্কলঙ্ক সরকার দিয়েছে ঊ সোমবার হাজারিবাগের বরহীর রসোইধমনা ময়দানের নির্বাচনী জনসভায় রাজ্যে উন্নয়নের ক্ষতিয়ান তুলে ধরে বিজেপি প্রার্থী মনোজ যাদবকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে একথা বলেন ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস।

ঝাড়খন্ডে চলছে বিধানসভা নির্বাচন ঊ সরকারে থাকা এই রাজ্যে নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখতে মরিয়া বিজেপি ঊ যার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহের পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচারে সমগ্র রাজ্যে ছুটে বেড়াচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস ঊ সোমবার হাজারিবাগের বরহীর রসোইধমনা ময়দানে বিজেপি প্রার্থী মনোজ যাদবের সমর্থনে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস ঊ মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস বলেন, বিজেপি সরকারের আমলে ঝাড়খণ্ডে প্রচুর উন্নয়নের কাজ হয়েছে। ৩০ লক্ষ বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। লুটপাট ও সন্ত্রাস খতম করা হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে ১৪.৫ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। রাজ্য সরকার দুর্নীতি পুরোপুরি দূর করে দিয়েছে। বিজেপি রাজ্যে জল, বন ও জমি নিয়ে চিন্তিত। আমরা দারিদ্র্যের অবসান করার সংকল্প নিয়েছি। প্রতিটি মানুষ এতে অবদান রেখেছে।

এদিন তিনি রাজ্যের উন্নয়নে কেন্দ্রের অবদান তুলে ধরে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার ঝাড়খণ্ডের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের সমস্ত কোষাগার খুলে দিয়েছে। এই পাঁচ বছরে আমরা যেভাবে জনসাধারণের সেবা করেছি সেভাবে আমাদের আরও সেবা করার সুযোগ দিন ঊ এখানে মাত্র এক টাকায় মহিলাদের নামে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সম্পদের রেজিস্ট্রি করা হয়। মোদী সরকার বিগত পাঁচ বছরে ঝাড়খণ্ডের উন্নয়নের জন্য তিন লক্ষ কোটি টাকা দিয়েছে। দরিদ্রদের জন্য বহু প্রকল্প চালু করা হয়েছে। রাজ্যের গরিব মহিলারা সখী মণ্ডল থেকে সাহায্য পাচ্ছেন। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে আমরা মা ও বোনদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় দরিদ্ররা পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিতা পাচ্ছেন। যাদের বাড়ি নেই তাদের ঘর দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। বিজেপি ঝাড়খণ্ডে একটি কলঙ্কহীন সরকার দিয়েছে। উন্নয়নের গড়ি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি। পাঁচ বছরের ডাবল ইঞ্জিন সরকার রাজ্যজুড়ে সড়ক সম্প্রতিসারণের কাজ করেছে।এদিনের সভায় বিজেপির প্রার্থী মনোজ যাদব বলেন, ঝাড়খণ্ডের বিজেপি সরকার প্রতিটি গ্রামকে বদলে দিয়েছে। বিজেপি সরকার সাবকা সাথ সাবকা বিকাশের স্লোগানকে বাস্তবায়িত করেছে। দিল্লি থেকে রাঁচি পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী মিলে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন করেছেন।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সাংসদ অন্নপূর্ণা দেবী, জয়ন্ত সিনহা, জেপি প্যাটেল সহ বিজেপির একাধিক নেতা।

নওয়াজ শরীফকে লন্ডন থেকে আমেরিকায় স্থানান্তরের পরামর্শ চিকিৎসকদের

লন্ডন, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : পাকিস্তানের তিনবারের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফকে লন্ডন থেকে আমেরিকায় স্থানান্তরের পরামর্শ দিয়েছেন সেখানকার চিকিৎসকরা।

নওয়াজ শরীফের চিকিৎসকদের এই পরামর্শের কথা উল্লেখ করে সোমবার তাঁর মেয়ে তথা পাকিস্তান মুসলিম লীগ-নওয়াজের (পিএমএল-এন) মুখপাত্র মরিয়ম আওরঙ্গজেব এ কথা জানান।

মরিয়ম জানিয়েছে নওয়াজ শরীফের মেডিকেল রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে তার মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনকারী ধমনীর ৮৮ শতাংশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, 'চিকিৎসকরা তাকে আমেরিকায় বিশেষজ্ঞ দেখানোর পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, 'তবে চিকিৎসকদল এও জানিয়েছেন, লন্ডন থেকে নওয়াজ শরীফকে আমেরিকায় পাঠাতে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে তাদের।

এছাড়া নওয়াজ শরীফের সর্বশেষ পিইটি স্ক্যানের আলোকে বায়োপসিও করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

মরিয়ম আওরঙ্গজেব জানিয়েছেন, 'উচ্চমাত্রার স্টেরয়েড দেয়া হলেও তার (নওয়াজ শরীফ) রক্তে প্লাটিলেটের পরিমান বাড়েনি। যার কারণে তার রক্তে 'সুগারের' পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। আর এরকম অবস্থায় তার সর্বোত্তম চিকিৎসার জন্য আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের কাছে স্থানান্তরের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

উল্লেখ্য, নওয়াজ শরীফ লন্ডনের হার্ভে ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গত ২০ নভেম্বর পিএমএল-এন নেতা ও তার ভাই শেহবাজ ভাই এবং ব্যক্তিগত চিকিৎসকসহ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে লন্ডনে নেওয়া হয় নওয়াজ শরীফকে। তার চারদিন আগে লাহোর হাইকোর্ট বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞার তালিকা থেকে নওয়াজের নাম বাদ দিতে সরকারকে নির্দেশ দেয়।

সিউড়িতে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষে আহত ছয়

সিউড়ি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : নবান্ন উৎসবেকে কেন্দ্র করে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল সিউড়ি-২ ব্লকের রস্তানপুর গ্রাম। রবিবার রাতে ওই গ্রামের মাহারাপাড়ায় ওই দুই রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে, ভাঙচুর করা হয় বেশকিছু বিজেপিকর্মীর বাড়ি। ঘটনায় আহত হয়েছন চারজন বিজেপি কর্মী, তাঁদের মধ্যে দু''জন সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।ঘটনায় দু''পক্ষের মোট ছ''জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রামে পুলিশের টহলদারি চলছে।

বিজেপির অভিযোগ, রবিবার গ্রামে নবান্ন উৎসব ছিল। ওইদিন রাতে নবান্ন পরেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা মদ্যপ অবস্থায় বাঁশ, লাঠি, সাবল নিয়ে গ্রামের রাস্তায় তাণ্ডব শুরু করে। অভিযোগ, এলাকায় বিজেপি করা যাবে না এই দাবি তুলে বিজেপিকর্মীদের বাড়িতে চড়াও হয় এবং বাড়ি ভাঙচুর করে, করা হয় ইঁট বৃষ্টিও। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, ওদিন রাতেই তৃণমূল লোকজন বাড়ির দরজায় বাঁশ ও লাঠি নিয়ে ভাঙচুর করতে থাকে এবং অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ দিতে থাকে। এমনকি বেশকিছু বিজেপি কর্মীকে বেধরকভাবে মারধরও করা হয়। প্রতিবাদ করলে উল্টে চড়াও হয় তৃণমূলের লোকজন। ঘটনায় চারজন বিজেপিকর্মী আহত হয়েছেন। বিজেপিকর্মী কিশোর বায়েনের বাড়ি, ভাঙচুর করা হয়। আহতদের মধ্যে দু''জন সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই নিয়ে স্থানীয় বিজেপি কর্মী মালতি বায়েন, অমল বায়েন বলেন,' ওদিন রাতে নবান্ন শেষে হটাৎ-ই ওরা মদ্যপ অবস্থায় আমাদের উপর চড়াও হয়। বাড়ির দরজায় লাঠি দিয়ে বারি মারতে শুরু করে। ওদের একটাই দাবি যে এলাকায় বিজেপি করা যাবে না, ওরা যাওয়ার আগেও গ্রামের বাইরে বোমাবাজি করে।'

তবে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীর পাল্টা দাবি যে বিজেপি কর্মীরাই তাঁদের বাড়িতে চড়াও হয়ে, ইট-পাটকেল ছুঁড়েছে। তারা কিছুই করেনি। এই নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী সুন্দরী বায়েন বলেন,' আমাদের সঙ্গে ওদের দীর্ঘদিন ধরেই কথা নেই। কাল নবান্ন শেষে মদ্যপ অবস্থায় ওরা আমাদের উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করছিল। আমি বলতে গেলে ওরা আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আমার স্বামী বারণ করতে গেলে ওরা প্রথমে ইঁট ছুড়তে থাকে, পরে আমার স্বামীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে পায়ে আঘাত করে। এরপরেই গ্রামবাসীরা ছুটে আসে।'

এই নিয়ে সিউড়ি ২ ব্লকের তৃণমূলের সভাপতির নুরুল ইসলাম বলেন, ' ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। কয়েকজন মদ্যপ অবস্থায় অশান্তি করেছে।'

এই নিয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, ' রস্তানপুরে আমাদের বেশকিছু কর্মীকে মারধর করেছে বাড়ি ভাঙচুর করেছে। আমাদের কর্মীরা থানায় অভিযোগ করেছে ঠিকই কিন্তু আমাদের কর্মীদের উপর তৃণমূল ও পুলিশ যৌথভাবে চাপ সৃষ্টি করেছে যে মিটিয়ে নেওয়ার জন্য।'

হোয়াইট আইল্যান্ডে অগ্ন্যুৎপাতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫, নিখোঁজ ২৭ জন

ওয়েলিংটন, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : নিউজিল্যান্ডের হোয়াইট আইল্যান্ডে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল পাঁচ ঊ স্থানীয় সময় সোমবার দুপুরের এই ঘটনায় আহত হয়েছেন ২০ জন এবং আরও ২৭ জন নিখোঁজ রয়েছেন। নিউজিল্যান্ডের হোয়াইট আইল্যান্ডে জেগে উঠল সুপ্ত আগ্নেয়গিরিঊ সোমবার স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ১০ মিনিটের দিকে নিউজিল্যান্ডের হোয়াইট আইল্যান্ডের এই সুপ্ত আগ্নেয়গিরিটি হঠাৎ জেগে উঠলে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়। এ সময় শতাধিক পর্যটক ওই এলাকায় অবস্থান করছিলেন। নিউজিল্যান্ডের জাতীয় দুর্যোগ প্রশমন সংস্থা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, হোয়াইট আইল্যান্ডে আগ্নেয়গিরির মাঝারি ধরনের অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে, তা আশপাশের এলাকার জন্য বিপদজনক। দেশটির জনপ্রিয় এই পর্যটন কেন্দ্রে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল পাঁচ। এছাড়া স্থানীয় এই ঘটনায় আহত হয়েছেন ২০ জন এবং আরও ২৭ জন নিখোঁজ রয়েছেন। ফলে এই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির পুলিশ প্রশাসন ঊ অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনায় উদ্বিগ্ন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা আর্ডেনঊ

এদিকে দেশটির জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হোয়াইট আইল্যান্ডে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনায় সেখানে বহু পর্যটক আটকে পড়ে রয়েছেন বলে জানান সেখানকার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার জন টিমস। কিন্তু তাদের সংখ্যা কত বা তারা কী অবস্থায় রয়েছেন এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু জানেন

ছয়ের পাতায়

ক্যাব-এর বিরোধিতায় নেসো আহূত উত্তরপূর্ব বনধ-এ পরীক্ষার্থী ও অভিভাবক মহল বিভ্রান্ত

কাটিগড়া (অসম), ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বর্তমানে চলছে এইচএসএলসি প্রি-ফাইনাল পরীক্ষা। চলছে বিভিন্ন স্কুলের চূড়ান্ত পরীক্ষার মরশুম। এমন সময় উত্তর-পূর্বাঞ্চল ছাত্র সংগঠন (নেসো) আহূত অসম তথা উত্তরপূর্ব বনধ কতটুকু যুক্তিসঙ্গত তা নিয়ে সাধারণ জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে শ্রেণি পরীক্ষা চলছে। মঙ্গলবার আহূত বনধ-এর ফলে পড়ুয়ারা কীভাবে পরীক্ষা দিতে যাবে তা নিয়ে চিন্তায় অভিভাবকরা। উল্লেখ্য, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-এর বিরোধিতা করতে গিয়ে মঙ্গলবার ১২ ঘণ্টার উত্তরপূর্বা বনধ ডেকেছে নর্থ-ইস্ট স্টুডেন্টসঅর্গানাইজেশন বা নেসো। আর ক্যাব-এর বিরোধিতায় নর্থ-ইস্ট স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনের ডাকা এই ১২ ঘণ্টার বনধ নিয়ে পরীক্ষার্থী-সহ অভিভাবক মহলে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-এর বিরোধিতা করে নর্থ-ইস্ট স্টুডেন্টসঅর্গানাইজেশন ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে না তো? একটি ছাত্র সংগঠন হয়ে কীভাবে পরীক্ষার মরশুমে ১২ ঘণ্টার বনধ আহ্বান করেছে তা নিয়ে সাধারন জনমনে প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে।

কাটিড়া বিধানসভা এলাকায়ও এর প্রভাব পড়েছে। ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে কীভাবে পরীক্ষায় দিতে তাঁদের স্কুলে পৌঁছবে তা নিয়ে জোর চর্চা চলছে অঞ্চলজুড়ে। এক সূত্রের খবর, এর মধ্যে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের প্রধানরা পরীক্ষা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আর এজন্য যে কোনওভাবে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে। বিভিন্ন মহলের অভিমত, পরীক্ষা দিতে যাতে ছাত্রছাত্রীদের কোনও অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে প্রশাসনকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। ইতিমধ্যে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবারের সব পরীক্ষা বলে বাতিল ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এইচএসএলসি প্রি-ফাইনাল পরীক্ষা কিংবা অন্য শ্রেণি পরীক্ষা এই খবর লেখা পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে বলে জানা যায়নি।

৪.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইতালির ফ্লোরেন্স শহর

ফ্লোরেন্স, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইতালির উত্তরের ফ্লোরেন্স শহর ঊ সোমবার ভোরে ৪.৮ মাত্রার এই ভূমিকম্পটি আঘাত হানা ভূমিকম্পের উতত্তিস্থল ছিল ফ্লোরেন্স থেকে ৩১ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে তুসকনি অঞ্চলের মুগেলা উপত্যকায় ঊ এমনটাই জানিয়েছে মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভে ।সোমবার স্থানীয় সময় ভোর রাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ ইতালির ফ্লোরেন্স শহরের উত্তরাঞ্চলের তুসকানিতে ভূমিকম্পটি আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলে ৪.৮ মাত্রার এই ভূমিকম্পের আঘাতে তুসকানির বেশ কিছু ভবন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ভূকম্পনের সময় আতঙ্কিত লোকজন ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসেন।দেশটির কিছু দৈনিক ভূমিকম্পের আঘাতে বারবারিনো দেল মুগেলা শহরের স্যান সিলভেস্ত্রো গির্জার দেয়ালে ফাটলের ছবি প্রকাশ করেছে। এই শহরের কাছে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়েছে বলে দেশটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।দেশটির রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বলছে, পূর্ব-সতর্কতা হিসেবে ফ্লোরেন্স এবং বোলোগনা শহরের মধ্যে দ্রুতগতির ট্রেন পরিসেবা সাময়িক বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভূমিকম্প কেন্দ্রের কাছের শহরের স্কুল, কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা শহরের ভবনের পরিকাঠামোর নিরাপত্তা খতিয়ে দেখছেন

ফি-বৃদ্ধির প্রতিবাদে জেএনইউয়ের পড়ুয়াদের মিছিলে পুলিশের লাঠি

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : সোমবার দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের উপরে লাঠিচার্জ করল পুলিশ। এদিন প্রতিবাদী পড়ুয়ারা তাদের হস্টেল ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিল করে রাষ্ট্রপতি ভবনের দিতে যেতে গেলে তাদের উপরে চড়াও হয় পুলিশ। জানা গিয়েছে, ভিকাজি কামা প্লেস মেট্রো স্টেশন অতিক্রম করতে গেলে পড়ুয়াদের ওই দলের উপরে লাঠিচার্জ করে। ওই স্টেশনের পরেই ব্যারিকেড নির্মাণ করেছিল পুলিশ। পড়ুয়ারা তা অতিক্রম করতে যাওয়ার পরেই শুরু হয় লাঠিচার্জ। পড়ুয়ারা ওই মিছিলের ডাক দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে রাষ্ট্রপতির বাসভবন পর্যন্ত। এর আগে হস্টেল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও তাদের দাবিকে মেনে নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এর আগে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা তাদের দাবি রাষ্ট্রপতি রানমাথ কোবিন্দের কাছে ইমেল করে জানায়।

ছয়ের পাতায়

শিকল দিয়ে বাঁধা ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগিনী

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত এক রোগিনীকে শিকল দিয়ে বেঁধে হাসপাতালে নিয়ে এসেছেন তাঁর পরিবারের লোকঊ সোমবার এমন দৃশ্যেরই সাক্ষী থাকল নীল রতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালঊ কিন্তু ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগিনীকে শিকল দিয়ে বাঁধা থাকবে কেন? সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল রোগিনীর বাবার সাথে কথা বলার পরঊ

ওই ব্যক্তি জানালেন, রোগিনীর নাম আনসুরা বিবিঊ তিনি পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের বাসিন্দাঊ বিয়ের পরে বছর খানেক আগে এই অসুখ ধরা পরে আনসুরা বিবিরঊ তারপর তাঁকে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়ঊ একটি পাঁচ বছরের সন্তানও আছে তাঁরঊ এই অবস্থায় মাসখানেক আগে এনআরএসের হেমাটোলজি বিভাগে চিকিৎসা শুরু হয় আনসুরার। ১৬টি কেমোথেরাপি নেওয়ার পর বাড়ি যেতে বলেন চিকিতকরাঊ কিন্তু আসল সমস্যার সূত্রপাত হয় এরপরেইঊ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর থেকেই মানসিক সমস্যা শুরু হয় আনসুরার। আচমকা বিনা কারণে রেগে যেতে থাকেন তিনি। অসংলগ্ন আচরণ করতে থাকেন। কখনও কখনও হিংসাত্মকও হয়ে ওঠেন। কারণ বুঝে উঠতে না পেরে ফের এনআরএসে নিয়ে আসেন তাঁকে তাঁর বাবা, মাঊ এদিন হাসপাতালে এসেও সামলানো যাচ্ছিল না আনসুরা বিবিকেঊ অগ্যতা শিকল দিয়ে বেধে রাখাই একমাত্র ভরসাঊ

এদিন ফের হেমাটলজি বিভাগে দেখাতে গেলে সেখান থেকে তাঁদের মনোরোগ বিভাগে দেখাতে বলা হয়ঊ সেখানে গিয়ে কয়েকশো মানুষের ভিড়ে লাইনে দাঁড়িয়ে ফের নতুন টিকিট কাটেন রোগিনীর পরিবারঊ এরমধ্যেই মেয়ে যাতে কোথাও চলে না যায় সেই কারণেই শিকল দিয়ে তাঁকে বেধে রেখেছেন বলে জানালেন আনসুরা বিবির বাবাঊ কিন্তু টিকিট কেটে মনোরোগ বিভাগের আউটডোরে যতক্ষণে পৌঁছেছেন তাঁরা ততক্ষণে সেই আউটডোরে তালা পড়ে গেছে।

আনসুরার পরিবারের অভিযোগ, সেই মহিষাদল থেকে এরকম অবস্থায় মেয়েকে নিয়ে এসে যে এই দুর্ভোগ হবে, তা ভাবতে পারেননি তাঁরা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে এক আধিকারিক জানান, মনোরোগ বিভাগে সব রোগীকেই আউটডোরেই দেখিয়ে তারপর ভর্তি নেওয়া হয়ঊ কাউকেই এমার্জেন্সি ভিত্তিতে ভর্তি করা যায় না। ফলে ওঁকে আগামীকাল আউটডোরে দেখালে যেমন চিকিৎসা প্রয়োজন হবে, সে বিষয়ে সর্বতো ভাবে চেষ্টা করা হবে হাসপাতালর তরফে।

বিশ্বভারতীতে তথাগত রায়

শান্তিনিকেতন, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : ' নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল - অত্যন্ত উচিত পদক্ষেপ, অনেক দিন আগে নেওয়া উচিত ছিল।কোন রাজ্য সরকারের এই বিষয়ে বলার বা করবার কিছু নেই, সেটা সংবিধানই বলে দিয়েছে' লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশ সংক্রান্ত বিষয়ে একথাই বলেন মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায়।

সোমবার বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে' নানান ঐতিহাসিকের দৃষ্টি ভারতের স্বাধীনতার পূর্ব ও পরবর্তী ইতিহাস বীক্ষণ ' শীর্ষক লেকচার সিরিজ এর প্রধান বক্তা ছিলেন মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিশ্বভারতী উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, উপস্থিত ছিলেন কর্মসচিব আশা মুখোপাধ্যায়।

বক্তৃতা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায়। এক প্রশ্নের উত্তরে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে সমর্থন করে মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায় বলেন, 'অত্যন্ত উচিত পদক্ষেপ। অনেক দিন আগেই নেওয়া উচিত ছিল। গণতান্ত্রিক দেশ, বিক্ষোভ দেখানোর, মত প্রকাশের অধিকার আছে সবার। তবে দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে সংবিধানের সপ্তম তহশিলে ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে অনুযায়ী এটা সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়।যা করার কেন্দ্র সরকার করবে। অতএব যা করছে কেন্দ্র করছে। প্রতিবাদ যদি হয় কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে হবে। কোন রাজ্য সরকারের এই বিষয়ে বলবার করবার কিছু নেই, সেটা সংবিধানই মানা করে দিয়েছে।'প্রসঙ্গত এদিন লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই বিল পেশ নিয়ে উত্তাল হয় লোকসভা। লোকসভা এবং দেশের নানা প্রান্তে বিক্ষোভও দেখান বিরোধীরা। এই নিয়ে তুমুল হই হট্য গোলের মাঝেও এই বিল পাশ হয়ে যায়। হায়দরাবাদ এনকাউন্টার প্রসঙ্গে তথাগত রায় বলেন, 'কোন স্বাভাবিক অপরাধ মোকাবিলার এটা উপায় হতে পারে না। কিছু ব্যাতিক্রমী ছাড়া। বিলম্বিত বিচার ব্যবস্থায়ই

ছয়ের পাতায়

লাভপুর তিন ভাই খুনে অভিযোগকারীকে নিরাপত্তা দিল পুলিশ

লাভপুর, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : লাভপুরে তিন ভাই খুনে, অভিযোগকারীর বাড়িতে সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী দিল জেলা পুলিশ। তবুও ওয়ারেন্ট হওয়া অভিযুক্তরা চোখ রাঙাচ্ছে বাড়ির কাছে এসে। আতঙ্কে ঘরবন্দী সমগ্র পরিবার।

লাভপুরে তিন ভাইকে পিটিয়ে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় নয়া মোড়। কলকাতা উচ্চ আদালতের নির্দেশে নতুন করে তদন্তে নেমে চূড়ান্ত গোপনীযতায় সাপ্লিমেনটারি চার্জশিট জমা দেয় বীরভূম পুলিশ। সেই চার্জশিটে উল্লেখযোগ্য ভাবেই দুটি নাম উঠে এল। তারা হলেন, একদা তৃণমূল নেতা তথা বর্তমান বিজেপি নেতা বিধায়ক মণিরুল ইসলাম ও মুকুল রায়।ইতিমধ্যেই তাদের নামে ওয়ারেন্ট ও শমন জারি হয়। মোট আট জনের নামে ওয়ারেন্ট হয় তারা এখনও নাগালের বাইরে।

লাভপুর বুনিযাডাঙা এলাকার ময়ূরাক্ষী নদীর বালিরঘাটের দখলদারি নিয়ে জেরিনা বিবির দশ ছেলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব লেগেছিল তৎকালীন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা মনিরুল ইসলামের। জেরিনা বিবির ছেলেরা সকলেই তখন সিপিএম সমর্থক। অশান্তি মেটাতে ২০১০সালের ৩ জুন বিকালে লাভপুরের নবগ্রাম বুনিযাডাঙায় নিজের বাড়ির উঠানে সালিশি সভা ডেকেছিলেন মণিরুল ইসলাম। অভিযোগ সালিশি সভা চলাকালীন উত্তপ্ত বচসা থেকে হাতাহাতি। সেই সময় জেরিনা বিবির তিন ছেলে কটুন শেখ, ধানু শেখ ও তরুক শেখকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ ওঠে মনিরুল ও তার দলবলের বিরুদ্ধে। পরদিন অর্থাৎ ৪ জুন মণিরুল ইসলাম সহ ৫২ জনের নামে লাভপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে করে অপর এক ভাই সানোযার শেখ।

লাভপুরের কলেজ মোড়ে বাড়িতে থাকেন মামলার অভিযোগকারী সানোযার শেখ।শনিবার এই মামলার সাপ্লিমেনটারি চার্জশিট জমা পরতেই উত্তেজনা শুরু হয়। তাই রবিবার রাতেই সানোযার শেখের বাড়ি দুজন সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করে জেলা পুলিশ। কিন্ত এর মাঝেই খুনের মামলায় চার্জশিট নাম থাকা ওয়ারেন্ট হওয়া যাদব শেখ, শেরাই শেখ, শেখ টম, আনজাদ শেখরা বাড়ি এসে চোখ রাঙাচছে বলে অভিযোগ সানোযার শেখের। তিনি বলেন, খুনীদের নামে ওয়ারেন্ট হতেই ওরা বাড়ি বয়ে হুমকি দিচ্ছে। পুলিশের সংখ্যা না বাড়লে আমরা প্রাণে মারা পরব। আমরা আতঙ্কে আছি।'

লাভপুরে বাড়িতে সানোয়ার শেখ তার স্ত্রী আঙুরি বিবি এবং নয় ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকেন। আঙুরি বিবি বলেন,' মনিরুল ইসলাম সহ গায়ে আসামী দের নামে চার্জশিট হওয়ার ওরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে আমাদের মারতে। আমরা খুব আতঙ্কে আছি ঘর থেকে বেরতে পারছি না। আর পুলিশ না দিলে আমাদের মেরে ফেলবে। মনি মিঞা সব পারে।'

এদিকে ভেদিয়ার অপর আর এক ছেলের বাড়িতে আছে ৯০ বছরের বৃদ্ধা জেরিনা বিবি। তিন ছেলে খুনে আবার মনিরুল ইসলাম সহ বাকিদের নাম ঢুকেছে শুনে আতঙ্ক আর ও বেড়েছে তার। জেরিনা বিবি বিছানায় শুয়ে বলেন, 'তিন ছেলের খুনি মনি মিঞা ফাঁসি দেখে যেতে চাই। কিন্তু বাকি ছেলে কটা কি করে বাঁচবে সেই আতঙ্কে ঘুমতে পারছি না। কারণ ওরা যে কোন সময় হামলা করতে পারে।'

নেতাজি ইয়ুথ ফাউন্ডেশনের যাত্রা শুরু কাটিগড়ায়

কাটিগড়া (অসম), ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোকে পিছনে ফেলে ভারতবর্ষ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। তাই আমাদের কর্তব্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে একত্রিত হয়ে সমাজ তথা দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে। এই উদ্দেশ্যকে মাথায় নিয়ে সোমবার কাছাড় জেলার কাটিগড়ায় আত্মপ্রকাশ করল "নেতাজি ইয়ুথ ফাউন্ডেশন" নামের এক সংস্থা।

এদিন সকাল ১১টায় চৌরঙ্গিতে অবস্থিত কেশব সংঘ-এ এ ব্যাপারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমলেন্দু ভাট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে আয়োজিত সভায় বিভিন্ন বক্তা তাঁদের মতামত তুলে ধরেন। প্রত্যেকের বক্তব্যে নতুন সংগঠন গঠনের কথা তুলে ধরা হয়। পরে কমলেন্দু ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে বলেন, যে কোনও রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের যুবশক্তি। তাঁদের ওপর রাষ্ট্রের উন্নয়ন নির্ভরশীল। যুবশক্তি নিজের সমস্ত কিছু ত্যাগ করে রাষ্ট্রকে উচ্চতার চরম শিখরে নিয়ে যেতে পারে। রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় জাগরণ গড়তে

ছয়ের পাতায়

NOTICE

A Memorandum was issued to Sri Uttam Lodh, Group-D, IASE, Kunjaban, Agartala,

to hold an inquiry under Rule 14 of the Central Civil Service (Classifications Control and Appeal) Rules, 1965 Vide No. F. 9(2-48)-DHE/C&G/2019/2008(02) dated 09/10/2019. . Sri Uttam Lodh, Group-D, IASE, Kunjaban, Agartala, was directed to submit a written statement of his defence and also to state whether he desires to be heard in person within 10 days of the receipt of this Memorandum. Due to unavailability of Sri Lodh in his residence, the Memorandum could not be served to him and even through local PS the Memorandum could not be served upon him and no response has been is received from him by this office till date. Now therefore, Sri Uttam Lodh is further directed to collect the memorandum issued to him from the office of the Director, Higher Education (C & G Section) of Shikha Bhavan, Office lane, Agartala and to submit a written statement of his defence if any within 7 days from the date of publication of the notice in the newspaper. If he does not submit his written statement of defence on or before the date specified the authority may hold the inquiry against him ex-parte.

(Saju Vaheed A, IAS)
Director of Higher
Education Tripura.

ICA/D/1384/19-20

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমস্ত জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে পরিবহন দপ্তর কর্তৃক অনুমোদিক ডিলার এবং মডেল ব্যতিত কোনো নাগরিক যদি ই-রিক্সা ক্রয় করেন বা কোনো ব্যক্তি ডিলার না হয়ে যদি কোন ই-রিক্সা বিক্রি করেন, সেই ক্ষেত্রে পরিবহন দপ্তর কোনো দ্বায়িত্ব নেবে না।

আগামী ১লা জানুয়ারী, ২০২০ ইং হইতে নিবন্ধীকরণ (রেজিস্ট্রেশন) ব্যতিত কোনো ধরনে ই-রিক্সা / ই কার্টি রাস্তায় চলাচল করতে পরবে না।

যে সকল ই-রিক্সা / ই-কার্ট এর চালক / মালিকগণ এখনও ত্রিপুরা সরকারের পরিবহন দপ্তরের অধীনে নিবন্ধীকরণ (রেজিস্ট্রেশন) করেন নি তাদেরকে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ইং মধ্যে নিবন্ধীকরণ করে নেওয়ার জন্য নির্দেস দেওয়া হচ্ছেঃ।

পরিবহন দপ্তর কর্তৃক অনুমোদিক ডিলারদের নাম, ঠিকানা এবং অনুমোদিত মডেলের তালিকা ইত্যাদি পরিবহন দপ্তর এবং জেলা পরিবহন দপ্তরের অফিসে পাওয়া যাইবে।

পরিবহন দপ্তরের ই-মেইল www.tripuratransport@gmail.com

অবর সচিব
পরিবহন দপ্তর

ICA/D/1380/19-20

হরেকরকম ◯ হরেকরকম ◯ হরেকরকম

ধুলোর উঁচু উঁচু স্তম্ভই কি উড়িয়ে দিয়েছে মঙ্গলের সবটুকু জল !

ভয়ঙ্কর ঝড় উঠেছিল মঙ্গলে। ধুলোর উদ্দাম ঝড়। সেই তুলকালাম ঝড়ে উত্তাল হয়ে উঠেছিল 'লাল গ্রহ'। উথালপাতাল করে দেওয়া ধুলোর ঝড় গোটা মঙ্গল গ্রহটাকেই ঢেকে ফেলেছিল। প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল নাসার পাঠানো রোভার 'অপরচুনিটি'র। তার সবক'টি যন্ত্রকে বিগড়ে দিয়ে চির দিনের মতোই 'অপরচুনিটি'-কে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। গত বছর। বিজ্ঞানীদের ধারণা, কয়েকশো কোটি বছর আগে ধুলোর এমন ভয়ঙ্কর ঝড়ের জন্যই লাল গ্রহের সবটুকু জল উবে গিয়েছিল মহাকাশে।গত এক দশক বা তারও কিছু বেশি সময়ে ধুলোর এতটা উদ্দাম ঝড়ে আর তোলপাড় হয়নি লাল গ্রহ। এমন ভয়ঙ্কর ধুলোর ঝড় মঙ্গলে হয়েছিল ১১ বছর আগে। ২০০৭-এ। সাম্প্রতিক একটি গবেষণা এই কথা জানিয়েছে।তবে কেন এক দশকে এক বার করে এই ভয়ঙ্কর ধুলোর ঝড় ওঠে লাল গ্রহে, তা নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখনও ধোঁয়াশায়। কারণ, এমন ভয়ঙ্কর ধুলোর ঝড়ের হদিশ মঙ্গলে বিশেষ মেলেনি বলে তাদের নিয়ে তেমন ভাবে গবেষণার সুযোগই পাননি বিজ্ঞানীরা।সেই সময় মঙ্গলের পিঠ থেকে উঠে আসা ধুলো তৈরি করেছিল ঘন জমাট বাঁধা বিশাল বিশাল মেঘ। মেঘগুলি মঙ্গলের পিঠের ধুলো নিয়ে উঠে গিয়েছিল এমনকী, ৮০ কিলোমিটারেরও বেশি। অত্যন্ত উঁচু স্তম্ভের মতো। মেঘগুলির মধ্যে ছিল প্রচুর জলীয় বাস্পের কণা। মেঘগুলি যত উপরে উঠেছে, সূর্যের আলো আর মহাজাগতিক রশ্মি-সহ নানা ধরনের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ মেঘের ভিতরে থাকা জলীয় বাস্পের কণাগুলিকে তত বেশি করে ভেঙে দিয়েছে। উবে গিয়েছে জলের বিন্দুগুলি।নাসার গবেষকদের দাবি, কয়েকশো কোটি বছর আগে হয়তো এই ভাবেই মঙ্গলের বুক থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল তার জলের ভাণ্ডার। মঙ্গলে ধুলোর ঝড় হয় আকছারই। তবে অত বড় ধরনের ধুলোর ঝড় হয় কালেভদ্রে। এক দশক বা তার কিছু বেশি সময়ে বড়জোর এক বার। সেই ভয়ঙ্কর ঝড়টাই হয়েছিল গত বছর। ওই সময় নাসার বেশ কয়েকটি মহাকাশযান ছিল মঙ্গলের আশপাশে। তারা সেই ঝড়ের ছবি পাঠিয়েছিল। সেগুলির ভিত্তিতেই প্রকাশিত হয়েছে হালের দু'টি গবেষণাপত্র।গবেষণা জানিয়েছে, সেই ঘন জমাট বাঁধা ধুলোর মেঘের উঁচু উঁচু স্তম্ভগুলি তৈরি হয়েছিল মঙ্গলের পিঠের সেই জায়গায় যেখানে খুব ধুলো উড়ছে। আমাদের রোড আইল্যান্ড যতটা জায়গা জুড়ে রয়েছে, লাল গ্রহের পিঠে সেইটুকু জায়গা থেকেই উঠে আসা ধুলোয় তৈরি হয়েছিল মেঘের সেই উঁচু উঁচু স্তম্ভগুলি। গত বছর গোটা মঙ্গল জুড়ে যখন চলছে ভয়ঙ্কর ধুলোর ঝড় তখন সেই মেঘের স্তম্ভগুলি লাল গ্রহের পিঠ থেকে উঠে গিয়েছিল কম করে ৫০ মাইল বা ৮০ কিলোমিটার। নেভাডা রয়েছে যতটা জায়গা জুড়ে সেই সময় মঙ্গলের ধুলোর মেঘগুলিও ছিল ঠিক ততটা জায়গায়। পরে যখন সেই ধুলোর মেঘের স্তম্ভগুলি ভাঙতে শুরু করে, তখন তা মঙ্গলের পিঠ থেকে কিছুটা উপরে (৩৫ মাইল বা ৫৬ কিলোমিটার) ধুলোর একটা পুরু স্তর তৈরি করেছিল। গোটা আমেরিকা যতটা জায়গা জুড়ে মঙ্গলের উপর ধুলোর পুরু স্তর ছড়িয়ে পড়েছিল সেই ততটা এলাকা জুড়েই।মূল গবেষক ভার্জিনিয়ার হ্যাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস হিভেন্স বলেছেন, "মঙ্গলে প্রতি বছরই ধুলোর মেঘের স্তম্ভ তৈরি হয়। লাল গ্রহের বিভিন্ন প্রান্তে তা তৈরি হয়। কিন্তু এক থেকে দেড় দিনের মধ্যেই সেই স্তম্ভগুলি ভেঙে পড়ে। কিন্তু গত বছর ঘটেছিল অভূতপূর্ব ঘটনা। ধুলোর মেঘের স্তম্ভগুলি কিছুতেই ভাঙতে চাইছিল না। উঁচু উঁচু স্তম্ভগুলি টিঁকে ছিল তিন থেকে সাড়ে তিন সপ্তাহ। আর সেগুলি শুধুই কোনও একটি এলাকায় নয়, গোটা মঙ্গল গ্রহটাকেই ঢেকে দিয়েছিল।"বিজ্ঞানীদের ধারণা, এমন ভয়ঙ্কর ধুলোর ঝড়ের জন্যই কয়েকশো কোটি বছর আগে মঙ্গলের জলের ভাঁড়ার উবে গিয়েছিল মহাকাশে।

সমস্যা কোথায় ?

সারাক্ষণ ফোনে কথা বললে ক্যানসার হয়? ফোনে সিনেমা দেখলে চোখ নষ্ট হয়ে যায়? এমন অনেক প্রশ্ন উঠছে বটে! তবে তা প্রশ্নই থেকে যাচ্ছে। এখনও তা প্রমাণিত হয়নি। তবে মোবাইল ফোনের মাইক্রোওয়েভ দিয়ে মস্তিষ্কে আঘাত হানা যায়। এই ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যায় 'ফ্রে এফেক্ট' দিয়ে। ধরুন, অনেকক্ষণ ধরে একটা ভনভন বা বিনবিনে যান্ত্রিক আওয়াজ যদি শোনেন, দেখবেন মাথা ধরে যাবে। ফোনের মাধ্যমে যে আওয়াজটা আপনার কানে এসে পৌঁছচ্ছে, একটু দূর থেকে ফোন ধরলে দেখবেন, শব্দটি তেমনই শোনাবে। গত শতাব্দীর শেষ দিকে আমেরিকান বিজ্ঞানী অ্যালান ফ্রে লক্ষ করেন, দূর থেকে মাইক্রোওয়েভের সাহায্যে মানুষের মস্তিষ্কে আঘাত হানা যায়। মোবাইলে আমরা যা শুনি, তা শব্দ। সেটি মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছয়। পরীক্ষায় ফ্রে দেখলেন, ফোকাস করার ফলে মাইক্রোওয়েভ সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোব অংশে। মস্তিষ্ক তখন তা শনাক্ত করছে শব্দ হিসেবে। সুতরাং এর থেকে মস্তিষ্কের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ক্ষতি হতে পারে শ্রবণেন্দ্রিয়েরও।মেডিসিনের চিকিৎসক সুবীর মণ্ডল বলছেন, "মোবাইল থেকে যে রেডিয়েশন হয়, তা কিছুটা হলেও শরীরের ক্ষতি করছে। অনেকক্ষণ ফোনে কথা বলার পরে দেখবেন, ফোন ও কান দুই-ই গরম হয়ে ওঠে। সাধারণত শরীর থেকে কিছুটা দূরে মোবাইল রাখলেই ভাল। রাস্তায় যাতায়াতের সময়ে হাতে না নিয়ে একটা ব্যাগে মোবাইল নিন। চার্জ দেওয়ার সময়েও মোবাইলে কথা বলা ঠিক নয়। কারণ সে সময়ে মোবাইলের চার পাশে একটা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়। তাই চার্জ অফ করে কথা বলুন। এখন অনেকের কাজই মোবাইল-কেন্দ্রিক। সে ক্ষেত্রে ফোনের পরিবর্তে ব্লু-টুথে কথা বলা যায়। গত শতাব্দীর শেষ দিকে আমেরিকান বিজ্ঞানী অ্যালান ফ্রে লক্ষ করেন, দূর থেকে মাইক্রোওয়েভের সাহায্যে মানুষের মস্তিষ্কে আঘাত হানা যায়। মোবাইলে আমরা যা শুনি, তা শব্দ। সেটি মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছয়। পরীক্ষায় ফ্রে দেখলেন, ফোকাস করার ফলে মাইক্রোওয়েভ সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোব অংশে। অনেক বাইক আরোহী যাতায়াতের সময়ে হেলমেটের মধ্যে মোবাইল ঢুকিয়ে কথা বলতে বলতে যান। তাঁরা কিন্তু অনায়াসেই ব্লু-টুথ ব্যবহার করতে পারেন, নিদেনপক্ষে হেডফোন।"নার্ভের সমস্যা: অনেকে বাঁ হাতে, অনেকে আবার ডান হাত দিয়েই মোবাইল ঘাঁটতে অভ্যস্ত। সারাক্ষণ মোবাইল স্ক্রল করতে গিয়ে হাতের কয়েকটি বিশেষ আঙুলের উপরে চাপ পড়ে। আবার ফোন ধরার জন্য কনুই ভাঁজ করে রাখায় 'সেল ফোন এলবো'র শিকারও হতে পারেন। এতে হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা অসাড় হয়ে যায়। ফোরআর্মেও ব্যথা হতে পারে। রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাও বাড়তে থাকে।

চোখের সমস্যা: ঠায় মোবাইলে বুঁদ হয়ে থাকায় চোখের সমস্যাও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। সোশ্যাল নেটওয়র্কিং সাইটে আড্ডা মারা থেকে শুরু করে, মোবাইলে টানা সিনেমা দেখা... রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটানা স্ক্রিন দেখার ফলে ড্রাই আইজের সমস্যা বাড়ছে। চোখে পাওয়ার বাড়ার সমস্যাও বিরল নয়। চোখের ডাক্তার সুমিত চৌধুরীর কথায়, "অনেক মা-বাবাই সন্তানদের নিয়ে আসেন চোখের সমস্যা হওয়ায়। ছোট ছোট বাচ্চারা একটানা ফোন দেখে। ফলে চোখে চাপ পড়ে। সে ক্ষেত্রে আমরা কিছু লুব্রিকেটিং ড্রপ দিয়ে থাকি। বিশেষত যাদের মাইনাস পাওয়ার, তাদের সেই পাওয়ার দ্রুত বেড়ে যেতে পারে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, স্ক্রিন টাইম কমালে এই পাওয়ার বাড়ার হার অনেক কমেছে। রাতে অন্ধকার ঘরে ফোন দেখার ফলেও কিন্তু চোখে চাপ পড়ে।"

অনিদ্রা: ঘুমোতে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্ত পর্যন্ত চোখের সামনে ফোন ধরে থাকলে ঘুমের বারোটা বাজবে। এতে মস্তিষ্ক সজাগ হয়ে যায়। ফলে নিদ্রাহীনতার মতো সমস্যা দেখা দেয়।

এ তো গেল অসুখ-বিসুখের কথা। চরিত্রগঠনেও মোবাইলের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ছোট থেকেই বাচ্চার হাতে দীর্ঘ সময়ের জন্য ফোন তুলে দিলে একে তো সে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে, তার উপরে তার চরিত্র গঠনেও বাধা সৃষ্টি হবে। সকলের সঙ্গে মিশতে শিখবে না। মা-বাবার কথা না শুনে বায়না করতে পারে। ছোট থেকেই মোবাইল দেখতে থাকলে বয়ঃসন্ধিতে সে অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণের বাইরেও চলে যেতে পারে। মোবাইলের জগতে অনেক কিছুরই ফাঁদ পাতা। আপনি যেই মুহূর্তে ফোনের ডেটা অন করে সন্তানের হাতে তুলে দিচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে কিন্তু বাচ্চার উপরে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন। আপনি একটা কার্টুন খুলে সন্তানের হাতে ধরিয়ে দিলেও সে স্ক্রল করে অন্য দিকে চলে যেতে পারে। সুতরাং সন্তানের কম বয়স থেকেই মা-বাবাকে সচেতন হতে হবে।

শৈশবের অবহেলাই কি ঠেলে দিচ্ছে অন্ধকারে

অপরাধের সঙ্গে নাবালকদের যোগাযোগ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ আর্থ-সামাজিক টানাপড়েন। শৈশব থেকে বঞ্চনার শিকার হওয়াও এর অন্য কারণ। গত দু'বছরে কলকাতার বুকে সংগঠিত একাধিক ঘৃণ্য অপরাধের সঙ্গে কিশোরদের যোগ দেখে এমনটাই মনে করছেন মনোরোগ চিকিৎসকেরা। শুধু তাঁরাই নন। এক সময়ের জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সরকারি আইনজীবী সৌরীন ঘোষালেরও বক্তব্য, 'শৈশব থেকে বাড়ির অবহেলা এবং পর্যবেক্ষণের অভাবের জন্যই অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে কিশোরেরা!"পঞ্চসায়র গণধর্ষণে অভিযুক্ত নাবালকের বাড়ি গিয়েও এই বক্তব্যের সত্যতা মিলল। শনিবার গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, খালপাড়ে টিনের ছাউনির চিলতে ঘর। সেখানেই বাবা-মা এবং বছর ছয়েকের ভাইয়ের সঙ্গে থাকত অভিযুক্ত কিশোর। ওই কিশোরের মা পরিচারিকার কাজ করেন। বেলা বাড়লে ভ্যানে করে মাল গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজে বেরিয়ে পড়েন কিশোরের বাবা। গ্রেফতারের পর থেকে ছেলের সঙ্গে দেখা হয়নি তাঁদের। তাই ওই দিন তাঁরা গিয়েছিলেন আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করতে।স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, অভাবের সংসার হওয়ায় স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ধৃত কিশোরের। বাবা-মাকে সাহায্য করতে সে-ও মাঝেমধ্যে ভ্যানে ইট, বালি পৌঁছে দেওয়ার কাজ করত। কাজ না থাকলে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াত সে। ছোট ভাই সম্প্রতি এলাকারই একটি অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়েছে। অর্থাৎ দুই ভাই-ই অভিভাবকহীন ভাবে বেড়ে উঠছে। রবিবার কিশোরের বাবা বলেন, "২০০৯ সালে আয়লার ঝড়ে সুন্দরবনে বাড়ি-ঘর তলিয়ে গিয়েছিল। সব হারিয়ে চলে আসি। কোনও রকমে সংসার চলে। ছেলেদের পড়াশোনা নিয়ে কী করে মাথা ঘামাব?" আবার জোড়াসাঁকোর রত্ন ব্যবসায়ী খুনে জড়িত বন্দর এলাকার বাসিন্দা কিশোরের পরিবারে ছিল অন্য টানাপড়েন। বাবা কর্মসূত্রে দুবাইয়ে থাকতেন। ছেলেকে নিয়ে মা থাকলেও সন্তানের দেখাশোনায় সময় দিতে পারতেন না। পড়াশোনা ছেড়ে গ্যারাজে কাজে ঢুকেছিল কিশোর। তখনই জড়িয়ে পড়ে অপরাধের সঙ্গে। যার পরিণতিতে জোড়াসাঁকোর রত্ন ব্যবসায়ী খুনে জড়িত থাকার অপরাধে আপাতত তার ঠাঁই 'বিশেষ হোমে'। অন্য দিকে, খারাপ সঙ্গে মিশে ছেলে অপরাধে জড়িয়েছিল বলে মনে করেন কসবার শীলা চৌধুরী খুনের অভিযুক্ত কিশোরের মা। এক সময়ে তিনি শীলাদেবীর বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন। টেগোর পার্কের বাসিন্দা ওই কিশোর কী করে যে শীলাদেবীকে খুনে সাহায্য করেছিল, তা মানতেই পারেন না তার মা!অন্য দিকে, নিউ আলিপুরে বৃদ্ধ মলয় মুখোপাধ্যায় খুনের ঘটনায় ধরা পড়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপির এক কিশোর। সে-ও কলকাতায় এসেছিল কাজের সূত্রে। প্লাস্টিক কুড়োনোর কাজ করতে করতেই অপরাধে জড়িয়ে পড়ে সে। যদিও নিউ আলিপুরের অভিযুক্ত কিশোরের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা রয়েছে বলে হোম সূত্রের খবর। একই সূত্র জানাচ্ছে, গত দু'বছরের মধ্যে ওই কিশোর এক বার হোম থেকে পালিয়েও ছিল। মনোরোগ চিকিৎসক প্রথমা চৌধুরীর মতে, "বেশ কয়েকটি কারণে বয়ঃসন্ধিকালে অপরাধের প্রতি ঝোঁক বাড়ছে। যার মধ্যে রয়েছে ১) ছোট থেকে হিংসা দেখে বড় হলে তাদের মধ্যে সেই মানসিকতার প্রকাশ দেখা যায়। ২) জিনগত ভাবে অপরাধের যোগ থাকা এবং সর্বোপরি শৈশব থেকে তীব্র লড়াই করায় নিজেদের 'বড়' হিসেবে ভাবতে শুরু করা। ভাল-মন্দ না বুঝে বড়দের নকল করতে গিয়ে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তারা।"

ভাইরাল শ্বেতা তিওয়ারির ভিডিও

দেশি বহুর অবতার থেকে একেবারে নতুন রূপে হাজির হলেন শ্বেতা তিওয়ারি। যেখানে অক্ষয় ওবেরয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে স্ক্রিন শেয়ার থেকে শুরু করে লিপলক, শ্বেতা তিওয়ারি যেন ঝলসে উঠলেন পর্দায়।শনিবার মুক্তি পায় হাম তুম অউর দেম-এর ট্রেলার। যেখানে শ্বেতা তিওয়ারির সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে দেখা যাচ্ছে অক্ষয় ওবেরয়কে। যেখানে দুই প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের বিয়ে ভাঙার পর তাঁদের ভালবাসার নতুন মানুষের সঙ্গে সন্তানদের জীবনের টানাপোড়েন কে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।হাম তুম অউর দেম-এর মাধ্যমে ডিজিটাল দুনিয়ায় প্রথম পা রাখলেন টেলিভিশনের এই জনপ্রিয় মুখ। ট্রেলারে যেভাবে অক্ষয় ওবেরয়ের সঙ্গে শ্বেতা তিওয়ারির সম্পর্কের রসায়ন তুলে ধরা হয়েছে, তা দর্শকদের বেশ ভাল লাগবে বলেই মনে করছেন অনেকে।সম্প্রতি দ্বিতীয় স্বামী অভিনব কোহলির বাড়ি থেকে ছেলে এবং মেয়েকে নিয়ে পৃথকভাবে থাকতে শুরু করেছেন শ্বেতা তিওয়ারি। মায়ের গরহাজিরায় অভিনব তাঁর মেয়ে পলককে নানাভাবে হেনস্থা করছেন, অশ্লীল কথা বলতেন বলে অভিযোগ করেন শ্বেতা। শুধু তাই নয়, অভিনব তাঁর গায়ে হাত তোলেন বলেও দ্বিতীয় স্বামীর বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ করে পুলিসের দ্বারস্থ হন এই অভিনেত্রী। যে খবর প্রকাশ্যে আসার পর শুরু হয় জোর শোরগোল।শ্বেতা এবং অভিনবের সাংসারিক অশান্তি এবং বাদানুবাদে আরও কয়েক মাত্রা বেশি যোগ করে অভিনেত্রীর প্রাক্তন স্বামী রাজা চৌধুরির বয়ান। তিনি দাবি করেন, শ্বেতার গরহাজিরায় অভিনব তাঁর মেয়ের সঙ্গে অসালীন আচরণ করতেন। তিনি মেয়ের কাছ থেকে একাধিকবার সেকথা জানতে পেরেও কিছু করতে পারেননি। তবে অভিনব যদি আর কখনও তাঁর মেয়ের সঙ্গে এই ধরনের আচরণ করেন, তাহলে তিনি তাঁকে ছেড়ে দেবেন না বলেও হুমকি দেন রাজা চৌধুরি।

পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে জ্বলন্ত মহাকাশ কেন্দ্র

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন অকেজো হয়ে পড়া চীনা মহাকাশ স্টেশনের ধ্বংসাবশেষ সোমবারের মধ্যেই ভূপৃষ্ঠে এসে আছড়ে পড়বে। তবে কোথায় পড়বে তা এখনও কেউ ধারণা করতে পারছেন না।

টিয়াংগং ১ নামে এই মহাকাশ গবেষণা স্টেশনটি চীনের উচ্চাভিলাষী মহাকাশ কর্মসূচির অন্যতম প্রধান অংশ ছিল। চীনের লক্ষ্য হচ্ছে ২০২২ সাল নাগাদ তারা মানুষের বসবাসের উপযোগী একটি মহাকাশ কেন্দ্র মহাশূন্যে পাঠাতে চায়। টিয়াংগং ১ ছিল তারই পূর্ব প্রস্তুতি।

২০১১ সালে মহাকাশ কেন্দ্রটি কক্ষপথে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। প্রায় সাত বছর পর এটি এখন ধ্বংস হয়ে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে। চীনা ও ইউরোপীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সোমবা নাগাদ মহাকাশ কেন্দ্রটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে। বায়ুমন্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটিতে আগুন ধরে যাবে। তারপরও কিছু ধ্বংসাবশেষ মাটিতে এসে পড়বে।

চীনের মহাকাশ প্রকৌশল দফতর তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্ভয় দিয়েছে, কোনো সায়েন্সফিকশন সিনেমার মতো ঘটনা ঘটবে না। বরঞ্চ দেখারমতো কোনো ঘটনা ঘটতে পারে, আকাশে উল্কাবৃষ্টির মতো দৃশ্য চোখে পড়তে পারে।

কোথায় এসে পড়বে এই মহাকাশ স্টেশন?

২০১৬ সালে চীন জানায়, টিয়াংগংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তারা সেটিকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ফলে কোথায় গিয়ে সেটি পড়বে, তা বলা যাচ্ছে না। ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানাচ্ছে, এটি নিউজিল্যান্ড থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে কোনো এক জায়গায় গিয়ে পড়বে।

কীভাবে এটি বিধ্বস্ত হবে?

এস্ট্রেলিয়ার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের ড. এলিয়াস আবোটানিয়োস বলেছেন, বায়ুমণ্ডলে ঢোকার পর এটির পতনের গতি ক্রমে বাড়তে থাকবে। একপর্যায়ে এর গতি ঘন্টায় ২৬ হাজার কিলোমিটারে পৌঁছাতে পারে। তিনি বলেন, ভূপৃষ্ঠের ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছানোর পর এটি গরম হতে থাকবে। ফলেএটি পুড়তে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত মাটিতে পড়ার আগে এর কত অংশ টিকে থাকে বলা কঠিন। কারণ এর গঠন নিয়ে চীন কখনও কিছু খুলে বলেনি। ভয়ের কি কোনো কারণ রয়েছে?

বিজ্ঞানীরা বলছেন না। যদিও এই মহাকাশ স্টেশনটির ওজন ৮.৫ টন , কিনতু বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তবে যন্ত্রগুলো যেমন, তেলের ট্যাংক বা রকেট ইঞ্জিন হয়তো পুরোপুরি ভস্মীভূত নাও হতে পারে। যদি না হয়, তা হলেও এগুলো কোনো মানুষের ওপর এসে পড়বে সেই সম্ভাবনা খুবই কম।

আবোটানিয়োস বলছেন -এসব ক্ষেত্রে ধ্বংসাবশেষের সিংহভাগই গিয়ে পড়ে সাগরে।

টিয়াংগং১ কেমন মহাকাশ স্টেশন?

যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার তুলনায় মহাকাশে চীনেরযাত্রা অল্প দিন আগের ঘটনা। ২০০১ সালে প্রথম চীন মহাকাশ যন্ত্র পাঠায়। তার পর ২০০৩ সালে প্রথমবার চীনা কোনো নভোচারী মহাকাশে যায়। এরপর ২০১১ সালে এসে চীন প্রথম মহাকাশ স্টেশন পাঠায়, যার নাম টিয়াংগং১ বা স্বর্গের প্রাসাদ। এই কেন্দ্রে মানুষ যেতে পারত, তবে অল্প ক'দিনের জন্য। ২০১২ সালে একজন নারী নভোচারী টিয়াংগংয়ে গিয়েছিলেন। দুবছর পর অর্থাৎ ২০১৬ সালের মার্চের পর এটি আর কাজ করছিল না।

জন্মের আগেই মায়ের কষ্ট বুঝতে পারে শিশু !

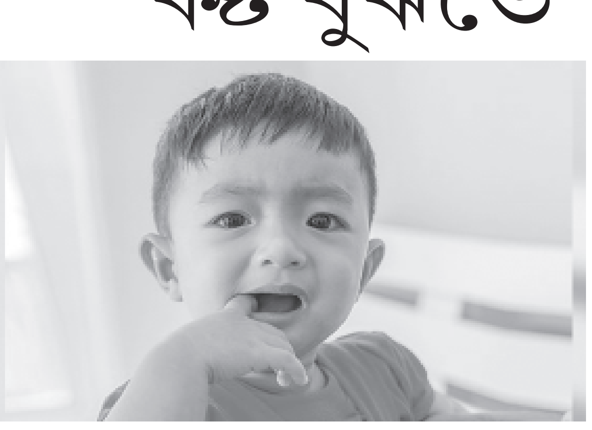

শিশু জন্মের পরে অনেক কিছু করে থাকে। জন্মের পর শিশু যা করে তা সবই আমাদের কাছে নতুন মনে হয়। জেনে রাখা ভালো, শিশু মায়ের গর্ভে থাকাকালীন অনেক কিছু করে যা আমাদের কাছে নতুন মনে হলেও নতুন নয়। চিকিৎসকরা বলছেন, মস্তিষ্কের গঠন উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, কিছু কিছু ইচ্ছাধীন কাজও আপনার শিশু করে ফেলে জন্মের আগেই। আসুন জেনে নেই শিশু জন্মের আগেই যেসব কাজ করে।রাগ, দুঃখ, কষ্টকেমন আছে মা? রাগ, দুঃখ ও কষ্ট বুঝতে পারে শিশু। মায়ের গর্ভে ৮ মাস পরই গর্ভস্থ শিশুর মুখে ফুটে উঠতে থাকে নানা আবেগের ভঙ্গি। মূলত, মায়ের ভালো থাকা খারাপ থাকার ওপর তা অনেকটাই নির্ভরকরে। মা খুশি হলে শিশুও খুশি! ৩৩ সপ্তাহ কাটলে তা হাসি মুখেণ ছবিও ধরা পড়ে আলট্রাসাউন্ডে।

মাতৃত্বকালীন ছুটি

মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যাওয়ার আগে অফিসে কাজের চাপ বেড়েছে কিংবা বাড়িতে কোনো কারণে মানসিক চাপে আছেন? আপনার শিশু কিন্তু ঠিক টের পেয়ে যায়। গর্ভবতী মাকে চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন চাপমুক্ত থাকতে। কান্নার মৃদু তরঙ্গ গর্ভে থাকাকালীন কোনো কারণে রেগে গেলে বা কষ্ট পেলে কেঁদে ওঠে সে। তবে তখনও শব্দ করতে পারে না বলে , সেকান্নার প্রকাশ হয় নিঃশব্দে। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, তিন মাস পর থেকেই আলট্রাসাউন্ডের মাইক্রোফোনে অনেক সময়ই তন্দ্রার কান্নার মৃদু তরঙ্গ ধরা পড়ে।

মস্কিষ্কের কাজ গর্ভস্থ অবস্থায় সুর করে বা জোরে কোনো ছড়া গল্প বললে কিংবা গান গাইলে তা শুনতে তো পায়ই শিশু, শুধু তাই নয়, তার মস্তিষ্কের কাজওচলে পুরোদমে। হ্যাঁ, গর্ভে থাকাকালীনই সে মনে রাখতে শিখে যায় বারবার শোনা কোনো গান বা ছড়ার লাইন।

আঙুল চোষা

আট মাস গর্ভভারনের পর আলট্রাসাউন্ডে প্রায়ই ধরা পড়ে শিশু মুখের মধ্যে আঙুল পুরে নিশ্চিন্তে রয়েছে। আঙুল চোষার এই পাঠ সে শিখে ফেলে গর্ভে থাকাকালীনই। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, হাতের আঙুল নিয়ে যে কী করবে তা সে মাঝে মাঝেই বুঝে উঠতে পারে না, তাই সটান চালান করে দেয় মুখে!

শিশুকে কত বছর মায়ের দুধ খাওয়াবেন?

জন্মের পরে প্রথম ছয় মাস শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো খুবই জরুরি। প্রথম ৬ মাস মায়ের বুকের দুধ ছাড়া শিশুকে অন্যকিছু খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। এ সময়ে মায়ের দুধ শিশুর সব চাহিদা পূরণ করে।শিশুর ঠিক বিকাশ এবং মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য সন্তানের শক্ত খাবারের অভ্যাস তৈরি করা এবং দুই বছর বয়সের পরে বুকের দুধ পানের পরিবর্তে সাধারণ খাবারে অভ্যস্ত করেতোলাও জরুরি। সেটা কিন্তু অধিকাংশ মা ই জানেন না। চিকিৎসকদের একাংশ জানাচ্ছেন, বুকের দুধ পানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মায়েদের বলা হয়। কিন্তু সেটার নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।

শিশুর বিকাশে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মায়ের দুধের গুরুত্ব রয়েছে। তার পরে বিভিন্ন খাবারের থেকেই পুষ্টি সংগ্রহ করা শিখতে হবে। অনেকেই মনে করেন, মাতৃদুগ্ধ পর্যন্ত খেলেই পেট ভরে যাবে। কিন্তু বছর দুয়ে পরে ঠিকমতো সব রকমের খাবার না খেলে নানা শারীরিক সমস্যা তৈরি হয়। এমনকি দাঁতে সংক্রমণও হতে পারে।শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর বিষয়ে সেন্ট্রাল হাসপাতাল লিমিটেডের গাইনি কনসালটেন্ট বেদৌরা শারমিন যুগান্তরকে বলেন, শিশুর জন্মের পর প্রথম ৬ মাস অবশ্যই মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো প্রয়োজন। এছাড়া ৬ মাসের পর থেকে ধীরে ধীরে শিশুকে পুষ্টিসম্মত বাড়তি খাবার দিতে হবে। শিশুকে কত বছর পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিশুদের জন্য মায়ের বুকের দুধ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ উপহার। তবে শিশুকে দেড় থেকে ২ বছরের বেশি বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। এই গাইনি কনসালটেন্ট জানান, অনেকে শিশু ৫ বছর পর্যন্ত বুকের দুধপানে অভ্যস্ত থাকে। সেটা ঠিক নয়। শিশুর জন্মের পরে অনেক সময় মায়েদের হরমোনঘটিত সমস্যা হতে থাকে। আবার অনেকে গর্ভনিরোধক ওষুধও ব্যবহার করেন। যেগুলো তার হরমোনঘটিত পরিবর্তন ঘটায়। সেই ওষুধ ব্যবহারের সময় সন্তানকে স্তন্যপান করালে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া শিশুর দেহে দেখা দিতে পারে। তার কথায়, মা কোনও ধরনের ওষুধ খেলে কিংবা সংক্রমণে আক্রান্ত হলে স্তন্যপানের মাধ্যমে শিশুর দেহে তা যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। তাই দু'বছরের পরে বুকের দুধ পান করানো ঠিক নয়। বছর দুয়েকের পরেও শিশু ভাত, ডালের মতো শক্ত খাবারের পরিবর্তে স্তন্যদুগ্ধেই অভ্যস্ত হলে রক্তসল্পতার মতো সমস্যা তৈরি হতে পারে বলেই মনে করছেন শিশুরোগ চিকিৎসক অপূর্ব।

তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরের মাইক্রোচিপ উদ্ভাবন

তরঙ্গের মাধ্যমেই আমাদের পরিচিত আলোক শক্তি, শব্দ শক্তি ইত্যাদি সঞ্চালিত হয়। আর তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরিত করে। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক এমন একটি মাইক্রোচিপ তৈরি করেছেন যা আলোর তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করতে সক্ষম। মাইক্রোচিপটি আলো হিসেবে সঞ্চিত তথ্য ধীরে ধীরে এবং আরও কার্যকরীভাবে দ্রুত প্রসেস করতে সক্ষম। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলটি তাদের গবেষণা জার্নালটি 'নেচার কমিউনিকেশনে' প্রকাশ করেছেন। এই দলে আছেন মরিসত মারক্লিন ও ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার।দূর থেকে কোনো তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আলো তরঙ্গ বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এর একটি দুর্বল দিক হল শব্দ তরঙ্গের তুলনায় এর গতি কম। ফলে এটি কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ সিস্টেমের জন্য সংরক্ষিত তথ্য প্রসে করাকে কঠিন করে তোলে। এ কারণে শব্দ তরঙ্গ অথবা আলো থেকে পরিণত শব্দ তরঙ্গে তথ্য চলাচলের কাজ দ্রুত হয়।গবেষকদের মাইক্রোচিপটি আলো তরঙ্গ থেকে তথ্য পাঠাতে যে সময় প্রয়োজন হয় সে সময়ের চেয়ে কম সময়ে শব্দ তরঙ্গতে রূপান্তরিত করে। যা আলো তরঙ্গ থেকে বহু গুণ দ্রুত কাজ করে। গবেষকদের মতে, বর্তমান সময়ের ল্যাপটপগুলোর চেয়ে আলোর তরঙ্গ ভিত্তিক বা ফোটোনিক কম্পিউটারগুলো ২০ গুণ বেশি দ্রুত গতিতে চলতে পারবে। ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার বলেন, শব্দ তরঙ্গ রূপান্তরের মাইক্রোচিপটি আলোর তুলনায় ৫ গুণ দ্রুত কাজ করে। এ ছাড়া এটি আলো তরঙ্গের মতো অধিক তাপ উৎপাদন করে না।সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কম্পিউটার প্রযুক্তিও দ্রুত উন্নত হচ্ছে। তবে ডিভাইসগুলো তাপ নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয়। শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করলে তাপবিষয়ক সমস্যা থেকে অনেকটা সমাধান পাওয়া যাবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা

আসছে "গোলমাল ফাইভ", দর্শকদের পেটে খিল ধরাতে তৈরি রোহিত-অজয় জুটি

দ্য ওয়াল ব্যুরো: বলিউড পরিচালকদের মধ্যে বক্স অফিসে সাফল্যের দিক থেকে একেবারে সামনের সারিতে রয়েছেন রোহিত শেট্টি। নয় নয় করে বেশ অনেক ছবিই পরিচালনা করেছেন রোহিত। এমনকি দীর্ঘদিন পর তাঁর ছবিতেই ফের একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন বিটাউনের মোস্ট রোম্যান্টিক জুটি শাহরুখ খান এবং কাজল। তবে বলিউড রোহিতকে চিনেছে তাঁর "গোলমাল" সিরিজের জন্য। অমল পালেকর আর উতপল দত্তর গোলমাল যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন "গোলমাল" শব্দটার সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে দমফাটা হাসির মুহূর্ত। তাই সেই ছবির নামে নতুন সিনেমা হওয়ায় ২০০৬ সালে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন অনেকেই। তবে রোহিতের "গোলমাল" সিরিজের প্রথম ছবি "গোলমাল-ফান আনলিমিডেট" দেখার পর মুখে হাসি ফুটেছিল প্রায় সকলেরই। শুধু তাই নয়, সিনেমার সিক্যুয়েল যত এগিয়েছে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরেছে দর্শকদের। অজয় দেবগণ, শরমন যোশী, আরশাদ ওয়ারসি, শ্রেয়স তালপাড়ে ছাড়াও "গোলমাল" সিরিজে বারবার নজর কেড়েছেন তুষার কাপুর। এবার আসতে চলেছে "গোলমাল ফাইভ"। পরিচালক রোহিত শেট্টি জানিয়েছেন নতুন সিক্যুয়েলেও থাকছেন অজয় দেবগণ। তবে আপাতত প্রযোজনার কাজে ভীষণ ভাবে ব্যস্ত রোহিত। সেইসব সেরে নিয়ে তবেই "গোলমাল ফাইভ"-এর কাজে হাত দেবেন তিনি। পরিচালনার পাশাপাশি রিলায়েন্স এন্টারটেনমেন্টের সঙ্গে যৌথভাবে ছবির প্রযোজনাও করবে রোহিত শেট্টির প্রোডাকশন হাউস "রোহিত শেট্টি পিকচার্স"।

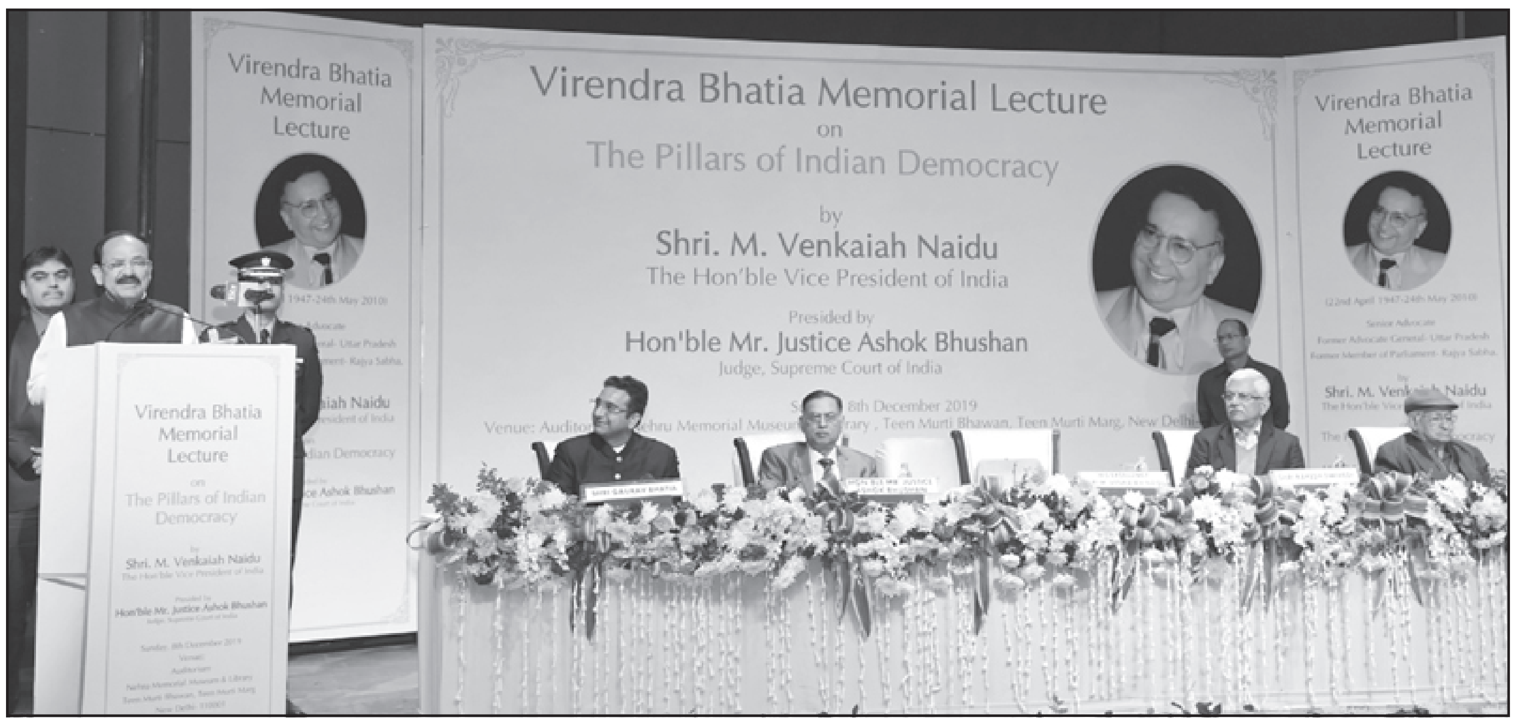

সোমবার নয়াদিল্লিতে উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কেয়া নাইডু এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। ছবি- পিআইবি।

রাজভবন-বিধানসভা আমিত্বের লড়াই, প্রশ্ন বিধায়কদের

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাজ্যপাল বিলে সই না করলেও যে বিধানসভা চালানো যায় সেটাই দেখাতে তৎপর অধ্যক্ষ। অন্তত নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক শাসক দলের কিছু বিধায়ক এ রকমই মনে করছেন। সোমবার যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে বামেদের তিন বিধায়ককে পাশে বসিয়ে কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক মনোজ চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, "শীতকালীন অধিবেশনকে শীতঘুমে পাঠিয়ে দিয়েছেন অধ্যক্ষ। " কোনও বিল ছাড়া যে অধিবেশন চালানো যায়, সেটাই প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর সরকারপক্ষ। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। মনোজবাবুর দাবি, "অধ্যক্ষ গরুর গোয়ালে পরিণত করেছেন বিধানসভা অধিবেশনকে। এতেয়জনগনের অসম্মান, গণতন্ত্রের অসম্মান।"বিধানসভায় কোনও বিল নেই। তার পরেও চালানো হচ্ছে অধিবেশন। প্রশ্ন তুলে উপর্যুপরি বয়কট করছেন বিরোধীরাও। কিন্তু তাতেও ভ্রুক্ষেপ নেই ট্রেজারি বেঞ্চের। বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে, এমত অবস্থায় তাহলে কি রাজ্যপালের সঙ্গে আমিত্বের লড়াইয়ে নেমেছেন অধ্যক্ষ? প্রশ্ন উঠছে, কোনও আলোচনা না থাকলেও কেন অহেতুক প্রলম্বিত হচ্ছে বিধানসভার অধিবেশন, কেনই বা শেষ হচ্ছে না অধিবেশন? বিধানসভার হাত-পা বাঁধা নয় সেটাই কি তাহলে রাজ্যপালকে দেখাতে চাইছে সরকার? সেই প্রশ্নই এখন ঘুরছে বিধানসভার অলিন্দে।

সূত্রের খবর, অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠমহলে বলেছেন, রাজ্যপাল যদি মনে করে থাকেন বিলে স্বাক্ষর না করে তিনি বিধানসভাকে ফ্যাসাদে ফেলবেন, সেটা তিনি ভুল ভাবছেন। বিধানসভার হাত বাধা নেই। তাহলে কি সেই আমিত্বের লড়াইয়ে নেমেছে বিধানসভা! সিপিএমের মানস মুখোপাধ্যায় আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি, করতে দেওয়া হচ্ছে না। সংসদীয় বা পরিষদীয় ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করা হচ্ছে।"

গত সপ্তাহে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন, বিল আটকে রেখেছেন রাজ্যপাল। সেই কারণে বিল পেশ করা সম্ভব হচ্ছে না বিধানসভায়। তারপর পাল্টা তোপ দেগেছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকার। বলেছিলেন, সরকারি গাফিলতিতেই আটকে রয়েছে বিল। সেই জায়গা থেকে বিল না থাকলে বিধানসভা অধিবেশন চালানোর কোনও মানে হয় না। কিন্তু তার পরেও গত সোমবার থেকেই বিধানসভা অধিবেশন বাড়ানো হয়েছে। বিলের জায়গায় আলোচনা হচ্ছে পুরনো স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্ট নিয়ে।

গত শুক্রবার, পরিবহন স্ট্যান্ডিং কমিটি, তারপর সোমবার পঞ্চায়েত দফতরের রিপোর্ট এবং শোনা যাচ্ছে আগামী বুধবার বিদ্যুৎ দফতরের স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হবে বিধানসভায়।বিরোধীদের প্রশ্ন, যে স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেই সব দফতরের বাজেট ইতিমধ্যেই পাস হয়ে গেছে। তার পরেও স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনার গুরুত্ব নেই। তাহলে কেন খামোখা বাড়ানো হচ্ছে বিধানসভার অধিবেশন? সেই নিয়ে শোরগোল তুলেছেন বিরোধীরাও।

টৌকিও অলিম্পিকের প্রস্তুতি সম্পর্কে অমিতকে জানালেন নরেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : আগামী বছর টৌকিওতে বসবে অলিম্পিকের আসর। বিশ্বের সব থেকে বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলা ভারতের প্রস্তুতি কোন পর্যায় রয়েছে, তা জানাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করলেন ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নরেন্দ্র ধ্রুব বাত্রা।

২০১৬ সালের ব্রাজিল অলিম্পিকের ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠে টৌকিও জন্য সর্বস্ব দিয়ে ঝাঁপাতে চাইছে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা। বর্তমানে ক্রীড়াবিদদের প্রস্তুতি কেমন, তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে জানান নরেন্দ্র ধ্রুব বাত্রা। এর পাশাপাশি ২০২৩ সালের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মুম্বইতে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির(আইওসি) বিশেষ অধিবেশন, যেটিতে এখনও সম্মতি জানায়নি আইওসি। সেই বিষয়েও দুইজনের মধ্যে আলোচনা হয়। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ওড়িশার ভুবনেশ্বর এবং রৌকেলায় অনুষ্ঠিত পুরুষদের হকি বিশ্বকাপের আয়োজনে নিয়েও বৈঠক হয়। দেশের হকি খেলার অবস্থা কেমন পর্যায় তাও বৈঠকে উঠে আসে। ২০২৬ সালে বিশ্ব যুব অলিম্পিকের আয়োজক দেশের জন্য ভারত ঝাঁপাবে কিনা তাও আলোচনা হয়। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলন, টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম, খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমসের বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে।

ক্যাব-এর রিরোধিতায় হাইলাকান্দিতে মিছিল

হাইলাকান্দি (অসম), ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব)-এর প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছে হাইলাকান্দি। সোমবার হাইলাকান্দিতে ক্যাব-এর বিরোধিতা করে মিছিল করেছে অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ।

এ-ব্যাপারে যুবছাত্র পরিষদের হাইলাকান্দি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কবির উদ্দিন লস্কর, সভাপতি খলিল আহমেদ বড়ভুইয়াঁ প্রমুখ বলেন, সংসদে ক্যাব পাশ হলে অসমের খিলঞ্জিয়াদের অস্তিত্ব সংকট দেখা দেবে। ক্যাবকে তাঁরা সংবিধান বিরোধী বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের 'স্পষ্ট বক্তব্য', 'যে কোনও মূল্যে সাম্প্রদায়িক বিল ক্যাব প্রতিহত করতে হবে। অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের সদস্যরা হাইলাকান্দির শহরের পাবলিক স্কুল রোডে মিছিল করেন। যদিও মিছিল কিছু দূর এগনোর পর হাইলাকান্দির ডিএসপি ফয়েজ আহমেদের নেতৃত্বে পুলিশ মিছিল আটকে দেয়।

এদিকে উত্তরপূর্ব ছাত্র সংস্থা (নেসো)-র ডাকা মঙ্গলবারের অসম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চল বনধ-কে অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ-সহ বিভিন্ন দল, সংস্থা-সংগঠন সমর্থন জানিয়েছে। মঙ্গলবারের বনধকে সর্বাত্মক করার আহ্বান জানিয়েছেন এ সব সংস্থা ও সংগঠনের প্রতিনিধিরা। অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ ছাড়াও কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি, সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু), ভারতের জাতীয় কংগ্রেস-সহ অন্যান্য সংস্থা সংগঠন।

অন্যদিকে হাইলাকান্দি জেলায় কর্মরত একাংশ আইনজীবী আগামী কালের বনধ-এর সমর্থনে পথে নামার ডাক দিয়েছেন। হাইলাকান্দির এই সব আইনজীবীরা সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে মঙ্গলবারের বনধকে সমর্থন করার কথা ঘোষণা করেন।

আইনজীবী ফখরুল আলম বড়ভুইয়াঁ, কাজি আবু নিয়াজ, নেকিব হুসেন চৌধুরী, ফয়াজ উদ্দিন লস্কর, বুরান উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ, মুফজ্জল হুসেন বড়ভুইয়াঁ, আহমেদ আলি প্রমুখ সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে মঙ্গলবারের বনধকে সমর্থন করেছেন। সেই সঙ্গে তাঁরা রাজ্যের মন্ত্রী তথা নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মার কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁরা অভিযোগ তুলে বলেন, মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক বক্তব্য পেশ করে অসমের সামাজিক পরিবেশ বিনষ্ট করছেন। এ-ধরনের সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিকে মন্ত্রিসভা থেকে ছাটাই করার দাবি জানান তাঁরা। তাঁদের কথায়, ক্যাব পাশ হলে অসমিয়া মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই এই বিল রোধে মঙ্গলবারের বনধকে সর্বাত্মক সফল করার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে রাস্তায় নামার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরি বেসরকারিকরণ নয় : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : দেশজুড়ে থাকা অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরিগুলিকে বেসরকারিকরণ করা হবে না বলে সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

সোমবার রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, কৌশলগত গুরুত্ব থাকার কারণে অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরিগুলিকে বেসরকারিকরণ করা হবে না। কিন্তু পেশাদারিত্ব ও গুণগতমান বৃদ্ধি করার জন্য কর্পোরেটাইজেশন করা হবে। এই সকল অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরিগুলিতে কর্মরত শ্রমিকদের স্বার্থ কোনও ভাবেই ক্ষুণ্ণ না করেই কর্পোরেটাইজেশন করা হবে। সবকটি অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরির শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে একাধিক বৈঠক হয়েছে। কর্পোরেটাইজেশনের পক্ষে রয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। উৎপাদনের ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়বে না। এই সকল ফ্যাক্টরি থেকে উৎপাদন অস্ত্রগুলির ক্রেতা হচ্ছে সামরিক বাহিনী। এমনকি বিদেশ থেকেও বরাত আসে। বর্তমানে হিন্দুস্থান অ্যারোনোটিক্স লিমিটেডের কাছে ৫৯৮৩২ কোটি টাকার বরাত রয়েছে। ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডের কাছে ৫৬৩০০ কোটি টাকা, মাজেগাঁও ডক শিপবিল্ডার্স লিমিটেডের কাছে ৫২১৩৩ কোটি টাকার বরাত রয়েছে। পাশাপাশি গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স এবং গোয়া শিপ ইয়ার্ডের কাছ যথাক্রমে ২৭৪০৭ কোটি এবং ১৪৯৫৬ কোটি টাকার বরাত রয়েছে।

কর্ণাটক উপ-নির্বাচন : ১২টি আসনে জয়ী বিজেপি, অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ইয়েদুরাপ্পা

বেঙ্গালুরু, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): বিজেপির লক্ষ্য ছিল সাতটি বিধানসভা আসনঊ কন্নড়-ভূমিতে লক্ষ্যপূরণ হয়ে গেল বিজেপিরঊ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে আর কোনও বাধাই রইল না মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পারঊ কর্ণাটক উপ-নির্বাচনের ১৫টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ১২টি আসনে জয়ী হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)ঊ মুখ থুবড়ে পড়েছে কংগ্রেস ও জেডি (এস)ঊ কংগ্রেস জয়ী হয়েছে দু'টি আসনেঊ বাকি একটি আসনে জয়ী হয়েছে নির্দল প্রার্থীঊ যে সমস্ত বিধানসভা আসনে বিজেপি জয়ী হয়েছে সেগুলি হল-অথানি (কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল), য়ল্লপুর (কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল), বিজয়নগর (কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল), যশবন্তপুরা (কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল), কাগবাড (কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল), গোকক (কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল), হিরেকেরুর (কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল), রানিবেন্নুর (কেপিজেপি ক্ষমতায় ছিল), চিকবল্লাপুরা (কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল), কে আর পুরা (কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল), মহালক্ষ্মী লেআউট (জেডিএস ক্ষমতায় ছিল) এবং কৃষ্ণরাজপেট (জেডিএস ক্ষমতায় ছিল)ঊ শিবাজিনগর বিধানসভা আসন ফের নিজেদের দখলে রাখল কংগ্রেস এবং হুন্সুর বিধানসভা আসন জেডিএস-এর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল কংগ্রেসঊ নির্দল প্রার্থী জয়ী হয়েছে হোসকোটে বিধানসভা আসনে, এই আসন কংগ্রেসের দখলে ছিলঊ

১৫টি বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনের ফলাফল মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পার কাছে অগ্নি-পরীক্ষারই সমতুল্য ছিল, সেই পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন ইয়েদুরাপ্পাঊ মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা জানিয়েছেন, 'ভোটের ফলাফলে আমি অত্যন্ত খুশিঊ এবার কোনও সমস্যা ছাড়াই একটি স্থিতিশীল সরকার গড়তে পারব আমরাঊ' কিন্তু, উপ-নির্বাচনের ফলাফলে মোটেও খুশি হতে পারেনি কংগ্রেসঊ কংগ্রেস নেতা ডি কে শিবকুমার বলেছেন, 'বিশ্বাসঘাতকদেরই ভরসা করেছে মানুষঊ আমরা পরাজয় স্বীকার করছিঊ কিন্তু, এই ফলাফলে হতাশ হওয়ার কিছু আছে বলে আমি মনে করি নাঊ' কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া জানিয়েছেন, 'কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে, গণতন্ত্রকে সম্মান করতেই হবেঊ কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে আমি ইস্তফা দিয়েছিঊ সোনিয়া গান্ধীজির কাছে আমি ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছিঊ' সিদ্দারামাইয়া আরও জানিয়েছেন, 'কর্ণাটক বিধাসভার পরিষদীয় দলনেতা হিসেবেও আমি ইস্তফা দিয়েছিঊ' উপ-নির্বাচনে পরাজয়ের দায় স্বীকার করে কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন দীনেশ গুণ্ডু রাওঊ

উপ-নির্বাচনের ফলাফলের উপরই নির্ভরশীল ছিল ইয়েদুরাপ্পা সরকারের ভবিষ্যতঊ কারণ বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হলে ১৫টি বিধানসভা আসনের মধ্যে অন্তত ৭টি আসনে জিততেই হতো বিজেপিকেঊ কিন্তু, ১২টি আসনেই জয়ী হল বিজেপিঊ উল্লেখ্য, গত ৫ ডিসেম্বর কর্ণাটকের ১৫টি বিধানসভা আসনে উপ-নির্বাচন হয়েছিলঊ ভোটগণনা শুরু হয় সোমবার সকাল আটটা থেকেঊ নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৫টি আসনের মধ্যে ১২টি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপিঊ কংগ্রেস জয়ী হয়েছে দু'টি আসনে এবং একটি আসনে জয়ী হয়েছে নির্দল প্রার্থীঊ উল্লেখ্য, গত জুলাই মাসে কংগ্রেস-জেডিএস জোট সরকারের ১৭ জন বিধায়ক একসঙ্গে ইস্তফা দিলে তাঁদের সদস্যপদ বাতিল করে দিয়েছিলেন ততালীন স্পিকারঊ পতন ঘটে এইচ ডি কুমারস্বামী সরকারেরঊ ক্ষমতায় আসে বি এস ইয়েদুরাপ্পা সরকারঊ ওই ১৭টি আসনের মধ্যে ১৫টি আসনে উপ-নির্বাচন হয় গত ৫ ডিসেম্বরঊ বাকি দু'টি আসনে ভোট হয়নি

আফগানিস্তানে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে নিহত আট জওয়ান, দায় স্বীকার তালিবানদের

কাবুল, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : আত্মঘাতী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে আটজন আফগান সেনা জওয়ান নিহত। সোমবার এই ঘটনার জেরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে হেলমান্ডে। এদিন সকালে দক্ষিণ আফগানিস্তানের হেলমান্ড রাজ্যের নাদ আলি জেলার তুর পুল এলাকায় আফগান সেনাবাহিনীর চেকপোস্টে বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি নিয়ে হামলা চালায় এক জঙ্গি। বিস্ফোরণের জেরে আটজন আফগান সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে ওই জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে। দুই সেনা জওয়ানের কোনও খোঁজ নেই। জঙ্গিরা যে চেকপোস্টটি উড়িয়ে দিল সেটির সুরক্ষার দায়িত্বে ছিল আফগান ন্যাশনাল আর্মির জওয়ানরা। অন্যদিকে রাজ্য প্রশাসনের মুখপাত্র ওমর জাক জানিয়েছেন, গোটা বিস্ফোরণ স্থল ঘিরে ফেলা হয়েছে। তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই হামলার দায় স্বীকার করেছে তালিবানরা।

উল্লেখ করা যেতে পারে হেলমান্ডে আফিঙ উদপাদন ব্যাপক পরিমাণে হয়। সেখানে তালিবানদের প্রভাব বেশি।

কর্ণাটক বিশ্বাসঘাতকদের শিক্ষা দিয়েছে, এবার ঝাড়খণ্ডের সময়: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

রাঁচি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : কর্ণাটকের মানুষ বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দিয়েছে। গোপনে ছল করে পিছনের দরজা দিয়ে সরকার গঠনকারীদের শিক্ষা দিয়েছেন বলে মনে করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস কখনই জোট রাজনীতি মেনে চলে না। তারা দুর্নীতির জন্য যে কোনও পর্যায়ে যেতে পারে। ঝাড়খণ্ডের জনগণের উচিত তাদের ভবিষ্যতের জন্য কর্ণাটকের ফলাফলগুলো মনে রাখা। যারা বিভ্রান্তিমূলক রাজনীতি করছেন তাদের জন্য একটি বার্তা, তারাও এখানে কংগ্রেস এবং তাদের মিত্রদের পরাজিত করবে। সোমবার হাজারিবাগের বরহীর রসোইধমনা ময়দানে বিজেপি প্রার্থী মনোজ যাদবের সমর্থনে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্বে ভারতের জয়ধ্বনি উঠেছে। আমেরিকা, কানাডা, লন্ডন, অস্ট্রেলিয়া সব জায়গাতেই ভারতকে জয়জয়াকার। এর কারণ কী? জনতার কাছ থেকে মোদী-মোদীর রব ওঠা সম্পর্কে বলেন, এটি ভুল। এটা আপনার কারণে সম্ভব হয়েছে। আপনারা দেশকে স্থায়ী এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারকে ক্ষমতা দিয়েছেন। এ কারণে বিশ্বে ভারতের সম্মান বেড়েছে। লোকসভা নির্বাচনে সমস্ত জল্পনার অবসান করে ঝাড়খণ্ড থেকে ১৪ টি আসনের মধ্যে ১২ টি আসন দিয়েছে।

এক দেশ এক আইন

এদিন মোদী তাঁর বক্তব্য ভারত মাতার জয় বলে শুরু করেন। মা ছিন্নমস্তাকে আমার প্রণাম। তিনি বলেন, এই মাটি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে জরুরি অবস্থা পর্যন্ত দেশনায়কদের দেখেছিল। ঝাড়খণ্ড দেশকে বাবু রাম নারায়ণ সিংয়ের মতো যোদ্ধা দিয়েছে। তিনি এক দেশে এক আইন প্রতিষ্ঠিত করতে নিজেকে উৎসর্গ করে কাজ করেছিলেন।

কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরে রামজন্মভূমি মামলা ঝুলিয়ে রেখেছিল

প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাঁচির উল্লাসের জন্য আপনাদের প্রয়োজন ঝাড়খণ্ডে একটি স্থায়ী সরকার গঠন করা। আপনদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে ঝাড়খণ্ডকে ধ্বংস হতে দেবেন না। এই কংগ্রেস, যারা রামজন্মভূমি বিরোধকে দীর্ঘকাল ধরে তাদের ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য ঝুলিয়ে রেখেছিল। তিনি আরও বলেন, আপনার ভালবাসার জন্য শ্রদ্ধা জানাই। স্বাধীনতার সময় থেকে পৃথক ঝাড়খন্ডের দাবি ছিল, কিন্তু কংগ্রেস নিজের রাজনৈতিক স্বার্থপরতার কারণে কয়েক দশক ধরে এটি ঝুলিয়ে রেখেছিল। দিল্লিতে অটল বিহারী বাজপেয়ীর সরকার গঠিত হওয়ার পর ঝাড়খণ্ডের জন্ম হয়েছিল।

পূর্ণাঙ্গ ভাবে ভারতীয় সংবিধান কার্যকর করা হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির পর থেকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে ভারতীয় সংবিধান কার্যকর করা হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে। হাজারিবাগের সুপুত্র বাবু রামনারায়ণ সিংকে কপটতার সাহায্যে একাধিকবার হেনস্থা করেছে কংগ্রেস। ৭০ বছর আগে তিনি বলেছিলেন যে কংগ্রেস পাকের জন্ম দেবে। বর্তমানে যার সাক্ষী আমরা। জনসভায় বিপুল জনসমাগমে আপ্লুত হয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই জন সমাগম ঝাড়খন্ডের মানসিকতা ব্যক্ত করছে। মানুষের মনে উন্নয়নের প্রতি

ছয়ের পাতায়

উপনির্বাচনে ভরাডুবি, প্রদেশ সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দীনেশের

বেঙ্গালুরু, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : কর্ণাটক বিধানসভা উপনির্বাচনে দলের ভরাডুবির দায় স্বীকার করে প্রদেশ সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কংগ্রেস নেতা দীনেশ গুন্ডু রাও।

কর্ণাটকে ১৫টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি একাই পেয়েছে ১২টি আসন। কংগ্রেস ২ এবং নির্দল একটি আসনে জয়লাভ করেছে। এমন হতাশাজনক ফলাফলের পর সোমবার সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। ইতিমধ্যে নিজের ইস্তফাপত্র দলের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপালের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছেন, তাও জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতার পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেই তার এই পদত্যাগ বলে জানিয়েছেন তিনি।-

বিউটি পার্লারে আড়ালে মধুচক্রের আখড়া, গ্রেফতার ৩০

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর (হি.স): স্পা ও বিউটি পার্লারে আড়ালে মধুচক্রের আখড়া। রবিবার রাতভর তল্লাশি চালিয়ে ৬৫ জনকে আটক করে কলকাতা পুলিশ। শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয় ৩০ জনকে। উদ্ধার হয়েছে ২৭ জন বিভিন্ন বয়সের মহিলা।

বিউটি পার্লার, স্পা-এর আড়ালে রমরম করে চলছে মধুচক্র। জোর করে এই কাজে নামানো হচ্ছে দরিদ্র পরিবারের তরুণীদের। রবিবার রাতভর কলকাতার চারটি জায়গায় অভিযান চালান কলকাতা পুলিশের অ্যান্টি হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিট। উদ্ধার করা হয়েছে তরুণীদের। এই সমস্ত মধুচক্রের আসরে নিয়মিত যাতায়াত ছিল কুখ্যাত সমাজবিরোধীদেরও। ধৃতদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি মোটরবাইক এবং মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে বেশ কয়েক হাজার টাকাও। ধৃতদের মধ্যে ভিন রাজ্যের যুবকরাও রয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে দেহব্যবসা কারবারের মালিক, দালাল ও কাস্টমার।ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, নববর্ষ ও বর্ষবরণের পার্টিতে উপসাগরীয় দেশ ও অন্যান্য জায়গায় পাঠানোর জন্য কলকাতা থেকে মহিলা জোগাড় করা হচ্ছিল। দেওয়া হয়েছিল চাকরি দেওয়ার প্রলোভন। প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের একটি বাড়ির চারতলায় অভিযান চালায় পুলিশের অ্যান্টি হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিট । যাদবপুর থানা এলাকার ওই ফ্ল্যাটে থেকে গ্রেফতার করা হয় মধুচক্রের মালিক ও ৭ যৌনকর্মীকে। উদ্ধার করা হয়েছে সাত তরুণীকে। এনিয়ে একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে যাদবপুর থানায়।পুলিশ জানিয়েছে গ্রেফতার হওয়া পুরুষ-মহিলাদের মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে যৌনকর্মী তেমনই রয়েছে আংশিক সময়ের জন্য যৌনপেশায় জড়িত মহিলারাও। এদিন ভবানীপুরে সুইট অ্যান্ড শাওয়ার ফ্যামিলি সেলুন নামে একটি পার্লারে অভিযান চালায় বাহিনী। সেখান থেকে ৯ খদ্দের ও ১০ যৌনকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। আট তরুণীকে উদ্ধার করা হয়েছে সেখান থেকে। গ্রেফতার করা হয়েছে পার্লারের ম্যানেজার ও দুই দালালকে।রাসবিহারী এভিনউয়ের একটি ফ্ল্যাটে অভিযান চালায় পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে ২ খদ্দের, মধুচক্রের মালিক, ম্যানেজার ও ৬ যৌন কর্মীকে। উদ্ধার করা হয়েছে ছয় তরুণীকে।অভিযান চালানো হয় মধ্য কলকাতার নিউ মার্কেট থানা এলাকাতেও। ১-এ মির্জা গালিব স্ট্রিট ঠিকানায় আছে 'গাইজ অ্যান্ড ডলস বিউটি পার্লার'। গোয়েন্দাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এই পার্লারের আড়ালে রমরমিয়ে চলছিল মধুচক্র। মির্জা গালিব স্ট্রিটের এই বিউটি পার্লারেও অভিযান চালায় বাহিনী। গ্রেফতার করা হয়েছে পার্লারের ম্যানেজার, ২ দালাল, ৩ খদ্দেরকে। উদ্ধার হয়েছে ছয় তরুণী। সবে মিলিয়ে ওই ৪ জায়গায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে মোট ৩০ জনকে। এদের মধ্যে ২৫ জন পুরুষ ও ৫ মহিলা।পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া তরুণীরা দরিদ্র পরিবারের। সামান্য বেতনের পরিবর্তে তাঁদের এই কাজ করতে হত। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ জানতে পেরেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্য কাজের টোপ দিয়ে তাঁদের আনা হয়েছে। তারপর বাধ্য করা হয়েছে দেহব্যবসায় নামতে। সামান্য বেতনের পাশাপাশি জুটত অভিজাত এলাকার মধুচক্রে আসা গ্রাহকদের কাছ থেকে পাওয়া বখশিস।

লুটপাট ও সন্ত্রাসের সমাপ্তি : রঘুবর দাস

মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস বলেন, বিজেপি সরকারের আমলে ঝাড়খণ্ডে প্রচুর উন্নয়নের কাজ হয়েছে। ৩০ লক্ষ বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। লুটপাট ও সন্ত্রাস খতম করা হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে ১৪.৫ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। রাজ্য সরকার দুর্নীতি পুরোপুরি দূর করে দিয়েছে। বিজেপি রাজ্যে জল, বন ও জমি নিয়ে চিন্তিত। আমরা দারিদ্র্যের অবসান করার সংকল্প নিয়েছি। প্রতিটি মানুষ এতে অবদান রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার ঝাড়খণ্ডের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের সমস্ত কোষাগার খুলে দিয়েছে। এই পাঁচ বছরে আমরা যেভাবে জনসাধারণের সেবা করেছি সেভাবে আমাদের আরও সেবা করার সুযোগ দিন ঊ এখানে মাত্র এক টাকায় মহিলাদের নামে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সম্পদের রেজিস্ট্রি করা হয়। মোদী সরকার বিগত পাঁচ বছরে ঝাড়খণ্ডের উন্নয়নের জন্য তিন লক্ষ কোটি টাকা দিয়েছে। দরিদ্রদের জন্য বহু প্রকল্প চালু করা হয়েছে। রাজ্যের গরিব মহিলারা সখী মণ্ডল থেকে সাহায্য পাচ্ছেন। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে আমরা মা ও বোনদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় দরিদ্ররা পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পাচ্ছেন। যাদের বাড়ি নেই তাদের ঘর দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। বিজেপি ঝাড়খণ্ডে একটি কলঙ্কহীন সরকার দিয়েছে। উন্নয়নের গড়ি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি। পাঁচ বছরের ডাবল ইঞ্জিন সরকার রাজ্যজুড়ে সড়ক সম্প্রতিসারণের কাজ করেছে।

এদিনের সভায় বিজেপির প্রার্থী মনোজ যাদব বলেন, ঝাড়খণ্ডের বিজেপি সরকার প্রতিটি গ্রামকে বদলে দিয়েছে। বিজেপি সরকার সাবকা সাথ সাবকা বিকাশের স্লোগানকে বাস্তবায়িত করেছে। দিল্লি থেকে রাঁচি পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী মিলে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন করেছেন।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ অন্নপূর্ণা দেবী, জয়ন্ত সিনহা, জেপি প্যাটেল সহ বিজেপির একাধিক নেতা।

পাঁচ বছরে ৬০ হাজার আদিবাসীকে পাট্টা দেওয়া হয়েছে

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, স্বাধীনতার এতগুলি বছর পরও ঝাড়খন্ডে মাত্র ১৯ হাজার আদিবাসীরা পাট্টা পেয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর পাঁচ বছরে ৬০ হাজার পরিবারকে পাট্টা দেওয়া হয়েছে। ইভিএমে পদ্ম ফুটিয়ে বিরোধীদের যোগ্য জবাব দেওয়ার আহ্বান করেন প্রধানমন্ত্রী। কংগ্রেস লুঠের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। সময় হয়েছে কংগ্রেস ও তাদের বিরোধী দলগুলিকে যোগ্য জবাব দেওয়া।

সাধারণ শ্রেণীর দরিদ্রদের জন্য দশ শতাংশ সংরক্ষণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, আমরা সাধারণ শ্রেণীর দরিদ্রদের জন্যও দশ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। দিল্লি বা রাঁচি যেখানেই থাকুক বিজেপি সরকার আপনাদের জন্য সবমসময় চিন্তা করে। যাতে আপনাদের সমস্যা একটু কম হয়, তার জন্য আমরা দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করি। তবে কংগ্রেস, জেএমএম, আরজেডি—র ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতা ও দুর্নীতিরর ইতিহাসে পরিপূর্ণ।ঝাড়খন্ডের ডাকে বিজেপিকে স্লোগান দিয়েছে নরেন্দ্র মোদী "ঝাড়খণ্ড পুকারা ভাজপা দোবারা" স্লোগান দিয়ে তার বক্তব্য শেষ করলেন। তিনি ভারত মাতার জয়ধ্বনি করে সভায় উপস্থিত লোকদের বলেন, এখানে ঝুমরি তিলাইয়াও আছে আবার বরকট্টা রয়েছে। বনও আছে, ঝর্ণাও আছে। আমরা পর্যটন মানচিত্রে ঝাড়খণ্ড—কে রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। শুধুমাত্র একবার আপনারা সবাই হাত উঠিয়ে প্রতিশ্রুতি দিন যে, পদ্ম ফুলে বোতাম টিপে আবারও ঝাড়খণ্ডে বিজেপি সরকার গঠন করবেন। ভোটগ্রহণের দিন, বিপুলসংখ্যক লোককে তাদের বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে বিজেপিকে ভোট দিতে বলুন।

রোজগারের হার কমার কোনও কারণ নেই, দাবি শ্রমমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : রোজগারের হার কমে যাওয়ার কোনও কারণ নেই বলে লোকসভা সাফ জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী সন্তোষ কুমার গ্যাঙ্গওয়ার।

সোমবার লোকসভায় রোজগারের হার কমে যাওয়া নিয়ে সরব হয় কংগ্রেস সহ অন্যান্য আঞ্চলিক বিরোধী দলগুলি। বিরোধীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শ্রমমন্ত্রী সন্তোষ কুমার গ্যাঙ্গওয়ার জানিয়েছেন, রোজগারের হার কমে যাওয়ার কোনও কারণ নেই। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনায় গ্রামাঞ্চলের যুবকেরা অনেক বেশি উপকৃত হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে এদিন সংসদের নিম্নকক্ষে বেকারত্বের হার বেড়ে যাওয়া নিয়ে সরব হয়েছেন কংগ্রেসের বর্ষীয়ান সাংসদ মণীষ তিওয়ারি উ তিনি জানিয়েছেন, বিগত ৪৫ বছরের মধ্যে বর্তমানে দেশে বেকারত্বের হার সর্বাধিক। বিষয়টি থেকে দায় ঝেড়ে ফেলতে পারে না কেন্দ্রীয় সরকার। ভিসিকের সাংসদ থিরুমাভালাম থোল জানিয়েছেন, শিক্ষা ঋণ নিয়ে যে সকল পড়ুয়ারা লেখাপড়া করে চাকরি পায়নি, সেই সকল পড়ুয়াদর ঋণ অবিলম্বে মকুব করে দেওয়া হবে। বেকারত্বই যে বর্তমানে দেশের সব থেকে বড় সমস্যা তাও মনে করিয়ে দেন তিনি। অর্থমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর জানিয়েছেন, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক থেকে শিক্ষা ঋণ নিয়ে অনেক পড়ুয়া উপকৃত হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, নোটবন্দির ফলে দেশের বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাতে বেড়েছে বেকারত্বের হার।

আন্তর্জাতিক আদালতে রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলার শুনানি মঙ্গলবার,

দ্য হেগ, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : দ্য হেগে পৌঁছালেন মায়নামারের স্টেট কাউন্সিলর অং সান সু চি। মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগে মায়নামারের বিরুদ্ধে করা পশ্চিম আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়ার করা মামলার শুনানি। রাষ্ট্রসংঘের সর্বোচ্চ আদালত 'ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস'-এ (আইসিজে)মামলার টানা শুনানি চলবে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উ যার জন্য বিশেষ আইনজীবী ও প্রতিনিধি দল নিয়ে দ্য হেগে পৌঁছে গেছেন সু চি।খবর বুধবার সু চি নিজেই মায়নামারের পক্ষে এ মামলায় আইনি মোকাবিলার নেতৃত্ব দেবেন বলে শোনা যাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে এই প্রথমবারের মত রোহিঙ্গা ইস্যুতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য মায়নামার কোনও শুনানিতে দাঁড়াতে চলেছে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিশ্ববাসীকে মায়নামারের অবস্থান জানানোর ক্ষেত্রে এটিকে একটি সুযোগ বলে অভিহিত করছে তারা।আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, কোনও মামলার চূড়ান্ত রায়ে পৌঁছাতে সাধারণত বছরের পর বছর সময় নেন ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তিনি বলেন, প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের নিজস্ব দাবি দাওয়া থাকতে পারে। কিন্তু রাজ্যের স্বার্থকে ক্ষুন্ন করে এবং অন্যের অধিকারকে খর্ব করে কোনও আন্দোলন চলতে পারে না। রাজ্যে ধংসাত্মকমূলক আন্দোলন করলে সরকার তা বরদাস্ত করবে না। কারণ রাজ্য সরকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনেই বিশ্বাসী।

টেট

● প্রথম পাতার পর

ওয়ান এবং টেট টু উত্তীর্ন ৪১১ জনের অফার শীগ্রই ছাড়বে শিক্ষা দপ্তর। তাতে ইউজিটি ১৪২ জন এবং জিটি ২৬৯ জন রয়েছেন, বলেন তিনি। এদিকে, বর্তমানে টেট উত্তীর্ন ১৯২৬ জন রয়েছেন। তাদের মধ্যে বিএড ও ডিএলএড এককাকালীন ছাড় পেয়ে যারা টেট উত্তীর্নদের মেয়াদ থাকবে ২১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত। বাকিদের ৭ বছরের মেয়াদ থাকবে।

বিনোদ গেহলট

আটের পাতার পর

হয়েছে এবং সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, ত্রিপুরায় সিজিএসটি বকেয়া আদায়ে ১১০ জন ব্যবসায়ীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে এখন পর্যন্ত ২৩ জন ব্যবসায়ী এই যোজনায় আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় প্রায় ৬০০ কোটি টাকা সিজিএসটি বকেয়া রয়েছে। তার মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য এবং পেট্রোপণ্য বাদ দিয়ে ৩০-৩৫ কোটি টাকা বকেয়ায় ওই যোজনা প্রযোজ্য হবে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নাগপুরে শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও খুন : ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে অভিযুক্ত

নাগপুর, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): হায়দরাবাদ, উন্নাও-এর মতো নক্কারজনক ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের প্রকাশ্যে এল ধর্ষণের পর খুনের ঘটনাউ এবার ঘটনাস্থল মহারাষ্ট্রের নাগপুরের কালমেশ্বর থানা এলাকাউ ৫ বছর বয়সি শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে ৩২ বছর বয়সি একজন যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশউ ধৃতকে সোমবার নাগপুরের একটি আদালতে তোলা হলে অভিযুক্তকে আগামী ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতিউ

পুলিশ সূত্রের খবর, নাগপুরের কালমেশ্বর থানা এলাকায় ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে ৫ বছর বয়সি একটি শিশুকন্যাকেউ এই ঘটনার তদন্তে নেমে ৩২ বছর বয়সি যুবককে গ্রেফতার করা হয়উ সোমবার ধৃতকে আদালতে তোলা হলে আগামী ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতিউ এদিকে, শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন কালমেশ্বর এলাকার মানুষজনউ দোষীর কড়া শাস্তির দাবি জানান ক্ষুব্ধ মানুষজনউ

স্বস্তি পেলেন রবার্ট বঢরা, মিলল বিদেশে যাওয়ার অনুমতি

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): দিল্লির বিশেষ আদালতে স্বস্তি পেলেন রবার্ট বঢরাউ অর্থ তছরুপ মামলায় অভিযুক্ত রবার্ট বঢরাকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছে দিল্লির বিশেষ আদালতউ ব্যবসা এবং চিকিতা সংক্রান্ত কারণে দু'সপ্তাহের জন্য রবার্ট বঢরাকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে দিল্লির বিশেষ আদালতউ বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে গত ৭ ডিসেম্বর আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রবার্টউ রবার্ট আদালতে আবেদন জানান, চিকিতা ও ব্যবসা সংক্রান্ত কারণে দু'সপ্তাহের জন্য বিদেশে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছেউ তাই বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক তাঁকেউ

সোমবার রবার্টের আবেদন মঞ্জুর করেছে আদালতউ অর্থাতবিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা রইল নাউ অর্থ তছরুপ মামলায় এই মুহূর্তে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে রয়েছেন রবার্ট বঢরাউ এদিন দিল্লির বিশেষ আদালতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র পক্ষ থেকে জানানো হয়, শেষ মুহূর্তে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন রবার্ট বঢরাউ তাই বিশদ যাচাইয়ের জন্য পর্যাপ্ত সময় নেহ

নজিরবিহীন ঘটনা রাঁচিতে, কোম্পানি কমান্ডারকে গুলি করে আত্মঘাতী জওয়ান

রাঁচি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): নজিরবিহীন ঘটনা ঘটল ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতেউ ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোম্পানি কমান্ডারকে গুলি করে আত্মঘাতী হলেন ছত্তিশগড়ের সশস্ত্র বাহিনীর একজন জওয়ানউ পারস্পরিক বিবাদের জেরে সোমবার সকালে কোম্পানি কমান্ডারকে গুলি করে মারার পর ওই জওয়ান নিজেও আত্মঘাতী হয়েছেউ ওই সময় পায়ে গুলির খোল লাগে নন্দকিশোর কুশওয়াহা নামে একজন জওয়ানেরউ সোমবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রাঁচির খেলগাঁও স্টেডিয়াম চত্বরেউ পুলিশ সূত্রের খবর, মৃত কোম্পানি কমান্ডারের নাম-ইন্সপেক্টর মেলা রাম খুরে এবং আত্মঘাতী জওয়ানের নাম-কনস্টেবল বিক্রম রাজওয়ারেউ ওই দু'জনের ছত্তিশগড় সশস্ত্র বাহিনীর ৪ নম্বর ব্যাটেলিয়নের বি কোম্পানিতে পোস্টিং ছিলউ অনীশ গুপ্তা, রাঁচির উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোট-পর্ব শেষে রাঁচির খেলগাঁও স্টেডিয়ামে এসেছিলেন জওয়ানরাউ সোমবার রাঁচি থেকে হাজারিবাগ জেলার চৌপারণ যাওয়ার কথা ছিল তাঁদেরউ সকাল ৬.৩০ মিনিট নাগাদ রাঁচির খেলগাঁও স্টেডিয়াম চত্বরে আচমকাই গুলির শব্দ শোনা যায়উ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দেখা যায় কোম্পানি কমান্ডার মেলা রাম খুরের রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে, নিজের সার্ভিস বন্দুক থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হন কনস্টেবল বিক্রম রাজওয়ারেওউ ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়উ এছাড়াও নন্দকিশোর কুশওয়াহা নামে একজন জওয়ানের পায়ে চোট লেগেছেউ প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, পারস্পরিক বিবাদের জেরেই মর্মান্তিক এই ঘটনা

আনাজ মান্ডি-র বহুতলে ফের ধোঁয়া-আগুন, পুনরায় আতঙ্ক মধ্য দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের আগুন-আতঙ্ক! রবিবার ভোরে মধ্য দিল্লির রানি ঝাঁসি রোডের আনাজ মান্ডি এলাকায় ব্যাগ, জুতো তৈরির কারখানায় আগুন লেগে মারা গিয়েছেন ৪৩ জন। রবিবারের অগ্নিকাণ্ডের আতঙ্ক কাটতে না কাটতেই আনাজ মান্ডির ওই একই বহুতলে ফের অগ্নিকাণ্ড! সোমবার সকালে আনাজ মান্ডিতে অবস্থিত ওই বহুতলে আচমকাই আগুন লাগে, গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে থাকে বহুতল থেকে।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের চারটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের ঘন্টাখানেকের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুন। এদিনের অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। প্রসঙ্গত, রবিবার ভোরে মধ্য দিল্লির রানি ঝাঁসি রোডের আনাজ মান্ডি এলাকায় ব্যাগ, জুতো তৈরির কারখানায় আগুন লেগেছিল। চারতলা কারখানার তিনতলায় আগুন লাগে, সম্ভবত শর্ট সার্কিট থেকে। অকালেই প্রাণ হারিয়েছেন ৪৩ জন শ্রমিক।

তথাগত রায়

তিনের পাতার পর

দায়ী এর জন্য। বিচার ব্যবস্থার বড় আকারে সংস্কার দরকার।বেশি জজ দরকার ক্রিমিনাল প্রসিডিডিওর কোর্টের সংস্কার দরকার। '

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের এক্তিয়ার এবং রাজ্য সরকারের চাপানউতোর বিষয়ে তথাগত বাবু বলেন, 'একজন রাজ্যপাল রাজ্যের যে কোন জায়গায় যেতে পারেন। অন্য রাজ্যে তো আর যাচ্ছেন না বা বিদেশে যাচ্ছেন না। রাজ্যপাল

তিনি আনুষ্ঠানিক হলেও রাজ্যের প্রধান তো বটেন। তিনি তার পছন্দের জায়গার যেতে পারবেন না? '

শুরু কাটিগড়ায়

তিনের পাতার পর

যুবক-যুবতীদের ভূমিকা অপরিসীম।

দেবজ্যোতি চৌধুরী নতুন সংগঠনের পক্ষে কথা তুলে ধরে যুবকদের একত্রিত হয়ে কাজ করার পরামর্শ দেন। সভার শেষ পর্যায়ে মিহির গোস্বামীকে সভাপতি ও জয় ভট্টাচার্যকে সম্পাদক মনোনীত করে সর্বসম্মতিক্রমে ২১ সদস্যবিশিষ্ট "নেতাজি ইয়ুথ ফাউন্ডেশন" নাম দিয়ে নতুন সংস্থার আত্মপ্রকাশ ঘটে। সংস্থার সংবিধান তৈরি না হলেও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মিহির গোস্বামী হিন্দুস্থান সমাচার-কে জানান, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিকাশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খেলা, এ-সব আদর্শ নিয়ে তাঁরা নতুন সংস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তাঁদের কর্মযজ্ঞে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন মিহিরবাবু।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সংশোধনী বিল পেশ হওয়ার পরই ক্ষোভ উগড়ে দেন লোকসভার কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কংগ্রেস সাংসদ বলেছেন, 'দেশের সংখ্যালঘু মানুষদের টার্গেট করা ছাড়া আর কিছুই নয় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল।' বিলটির বিরোধিতা করেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায়ও। সৌগত রায় বলেছেন, 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বিভাজন সৃষ্টিকারী এবং অসাংবিধানিক, ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে এই বিল। এই বিল ডা. আম্বেদকর-সহ আমাদের প্রতিষ্ঠাতা জনকদের কল্পনা ও চিন্তাধারার বিরুদ্ধে।' নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে 'ভারতীয় সংবিধানের পরিপন্থী' আখ্যা দিয়েছেন আরএসপি সাংসদ এম কে প্রেমাচন্দ্রন। স্পিকারের কাছে বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে আসাদউদ্দিন ওয়েইসি বলেছেন, 'এই ধরনের আইন থেকে দেশকে বাঁচান...তা না হলে হিটলার এবং ডেভিড বেন-গুরিওনের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম তুলনা করা হবে।'

অধীর-সহ বিরোধীদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'এই বিল দেশের সংখ্যালঘুদের বিষয়ে ০.০১ শতাংশও নয়। এই বিলের স্বপক্ষে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেব আমি, তখন আবার ওয়াকআউট করবেন না আপনারা' বর্তমান পরিস্থিতিতে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রয়োজনীয়তা কেন, এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, 'এই বিলের প্রয়োজনীয়তা কেন? স্বাধীনতার পর কংগ্রেস যদি ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন না করতো, তাহলে এই বিলের প্রয়োজন হত না। কংগ্রেস ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন করেছিল।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'এই তিনটি দেশের (আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) কোনও মুসলিম যদি আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন, তবে আমরা তা বিচার করব। কিন্তু, ওই ব্যক্তি সংশোধনীর (নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল) সুবিধা পাবেন না, কারণ তিনি ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হননি।' এরপরই ধ্বনি ভোটে লোকসভায় পাশ হয়ে যায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল।

শুধুমাত্র কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও আরএসপিই নয়, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিপক্ষে সমাজবাদী পার্টি, আম আদমি পার্টিও। সংসদের বাইরে সপা সাংসদ (উত্তর প্রদেশ, আজমগড়) অখিলেশ যাদব এদিন জানান, 'আমরা নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিপক্ষে। এই বিলকে যে কোনও মূল্যে বিরোধিতা করবে সপা।' অসমের ধুবরির সাংসদ (লোকসভা) বদরুদ্দিন আজমল জানিয়েছেন, 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সংবিধান এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বিরুদ্ধে। আমরা কখনই এই বিল পাশ হতে দেব না।' যদিও, লোকসভায় এদিন ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে যায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলউ এবার রাজ্যসভায় পাশ হওয়ার অপেক্ষা।

কিছুদিন আগেই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে ছাড়পত্র দেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এরপর সোমবার আলোচনার জন্য লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহউ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে বলা হয়েছে, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু, শিখ, জৈন, পার্সি, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষ, যাঁরা ধর্মীয় অত্যাচারের শিকার হয়ে এ দেশে শরণার্থী হিসেবে রয়েছেন, তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। বিলটিতে ভিত্তিবর্ষ হিসেবে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ সালকে ধরা হয়েছে। কিন্তু, প্রতিবেশী তিনটি মুসলিম দেশ থেকে ভারতে আসা মুসলিমরা এ দেশের নাগরিকত্ব পাবেন না।

সিপিএমের

● প্রথম পাতার পর

গৌতমবাবুর অভিযোগ, ত্রিপুরায় এখন থানাগুলি বিভিন্ন অপরাধের ঘটনায় এফআইআর নিতে অস্বীকার করে। শুধু তা-ই নয়, রাজনৈতিক প্রভাবে পুলিশ নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। তাঁর দাবি, জাতীয় ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য অনুসারে ত্রিপুরা অপরাধের তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছে। কারণ, রাজনৈতিক সন্ত্রাস ক্রমাগত ত্রিপুরাকে ক্ষতবিক্ষত করছে।

এদিকে, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-এর বিরোধিতা করেছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক। একই সাথে এনআরসি-র বিরোধিতায়ও তিনি সরব হয়েছেন। তবে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-এর বিরোধিতায় বনধকে তিনি সমর্থন করেন না বলে তিনি জানিয়েছেন। কারণ, এ-ধরনের বনধ রাজ্যকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

নিখোঁজ ২৭ জন

তিনের পাতার পর

না তিনি। এদের মধ্যে অনেকে বিদেশি পর্যটক বলে মনে করা হচ্ছে।সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স কর্তৃপক্ষ জানায়, অগ্ন্যুৎপাতের কারণে প্রায় ২০ জন আহত হয়েছেন বলে মনে করছেন তারা। বর্তমানে উদ্ধার অভিযান চলছে। এরইমধ্যে বেশ কয়েকজনকে উদ্ধারও করা হয়েছে। ইতিমধ্যে একটি ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ইউনিট পাঠানো হয়েছে। এছাড়া, দুর্ঘটনাস্থলে ডাক্তারসহ সাতটি হেলিকপ্টার পাঠিয়েছে সংস্থাটি।

অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনায় উদ্বিগ্ন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা আর্ডেন উ তিনি জানিয়েছেন, প্রায় শতাধিক লোক অগ্ন্যুৎপাতের সময় ওই এলাকায় অবস্থান করছিলেন। অনেকে বের হয়ে এলেও, কিছু লোক নিখোঁজ রয়েছেন।

মৃতদেহ উদ্ধার

আটের পাতার পর

করছিল সে দর্জা না খুলায় মালিক দরজা ভেঙে প্রবেশ করে দেখতে পায় তার ঝুলন্ত দেহ। মালিকের চিৎকারে জড়ো হয় এলাকাবাসীরা। খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানায়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। ঘটনা এলাকায় চাঞ্চল্য। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

পুলিশের লাঠি

তিনের পাতার পর

প্রস্তাবিত বর্ধিত ফি প্রত্যাহার করে নেওয়ার আবেদন করা হয় ওই ইমেলে। পাশাপাশি ভাইস চ্যান্সেলরের পদত্যাগ ও প্রতিবাদী পড়ুয়াদের উপরে দায়ের করা পুলিশ কেসগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবিও জানায় পড়ুয়ারা। এদিন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কড়া করে রেখেছিল পুলিশ। আশপাশের রাস্তার যান চলাচল বন্ধ রেখে পড়ুয়াদের হিংসা থেকে বিরত থাকতে আবেদন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

পাচের পাতার পর

যে বিশ্বাস রয়েছে এর থেকে তা প্রমাণিত। জনগণের বিশ্বাসের যোগ্য মর্যাদা দিয়েছে বিজেপি।

কোডরমা, হাজারিবাগ, বরকাকানা থেকে রাঁচি পর্যন্ত রেল লাইন সংযোগের কাজ চলছে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, কোডরমা, হাজারিবাগ, বরকাকানা থেকে রাঁচি পর্যন্ত রেল লাইন সংযোগের কাজ চলছে। ফ্রেন্ট করিডর গড়ে তোলার কাজ চলছে। এমন উন্নয়ন কংগ্রেস এবং তাদের জোটসঙ্গী কোনওদিনও করতে পারবে না। এখনও পর্যন্ত ১০ লক্ষ পরিবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা থেকে উপকৃত হয়েছে। যারা এখনও মাথার তোলায় ছাদ পায়নি, তাদের সেই স্বপ্ন ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে পূরণ হবে। দিল্লি এবং রাঁচিতে ডবল ইঞ্জিন সরকার থাকার ফলে উন্নয়ন এখন মানুষের ঘর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শৌচালয় থেকে প্রসূতি মহিলাদের খেয়াল রাখছি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, বিজেপি ক্ষমতায় আগে ঝাড়খন্ডে যে সব সরকার ছিল তারা দিল্লি থেকে আসা টাকা গরিব মানুষ পর্যন্ত পৌঁছতে দিত না। কিন্তু বিজেপি ক্ষমতা আসার পর রাজ্যজুড়ে উন্নয়নের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন চিন্তার সমাধানে গুরুত্ব দিচ্ছে বিজেপি সরকার। বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শৌচালয় থেকে প্রসূতিদেরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

আক্রান্ত ১৩

● প্রথম পাতার পর

আইপিএফটি-র কর্মী সমর্থকরা বনধের সমর্থনে পিকেটিংয়ে নেমে পড়েন। রাস্তা এবং রেল লাইনে তারা অবরোধ করেন। এডিসি এলাকায় জাতীয় সড়ক তাঁরা অবরোধ করেছিলেন। এডিসি এলাকায় দোকানপাট, বাজার, অফিস, স্কুল, কলেজ বন্ধ ছিল। যানবাহন চলাচলও অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেকটাই কম। আইপিএফটি সহ-সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় ত্রিপুরায় এডিসি এলাকায় ১২ ঘণ্টার বনধে দারুণ সাড়া মিলেছে। সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বনধে শামিল হয়েছেন। তিনি দাবি করেন, এই আন্দোলন ত্রিপুরা সরকারের সাথে বিরোধের বহিঃপ্রকাশ নয়। কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সংসদে পেশ করবে। ওই বিলের বিরোধিতায় বনধ পালন করা হচ্ছে।

খামটিংবাড়ি এলাকায় এদিন বনধ সমর্থকদের পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ওই এলাকায় বড় মাত্রায় আইপিএফটি সমর্থকরা জড়ো হয়েছিলেন। পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার মানিক লাল দাস জানিয়েছেন, বনধকে ঘিরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এখনও ঘটেনি। তিনি জানান, পিকেটারদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর দাবি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পর্যাপ্ত পুলিশ, টিএসআর এবং সিআরপিএফ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, সাড়া ত্রিপুরায় প্রয়োজন অনুসারে বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

তবে, বেলা যত গড়িয়েছে আইপিএফটি সমর্থকদের উশৃঙ্খল আচরণ প্রকাশ্যে এসেছে। আজ খোয়াই জেলায় রতনপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় এবং বীরচন্দ্রপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষা ছিল। রতনপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে আইপিএফটি সমর্থকরা এক শিক্ষককে প্রচণ্ড মারধর করেছে। অন্যদিকে, বীরচন্দ্রপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ভেতরে ঢুকে ১০ জন শিক্ষক এবং ১ জন গ্রুপ-ডিকে প্রচণ্ড মারধর করেছেন আইপিএফটি-র সমর্থকরা। আহত শিক্ষকরা হলেন, বীরচন্দ্রপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অতনু পাল, নিমাই রায়, দেবব্রত শুক্লদাস, প্রসেনজিৎ সাহা, নারায়ণ নন্দী, অমলেশ দাস, বরুণ দাস, স্বপন দেবনাথ, অলক দাস ও মিহির বিশ্বাস এবং রতনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নির্মল দেববর্মা।

বনধ সত্ত্বেও স্কুল খোলা রাখার জন্যই তাঁদের মার খেতে হয়েছে বলে জানিয়েছেন জনৈক শিক্ষক। খবর পেয়ে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে গেলে আইপিএফটি সমর্থকরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পুলিশ আহতদের খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেছে। খোয়াই থানার পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক চিকিৎসার পর ৮ জনকে ছেড়ে দিয়েছেন চিকিৎসকরা। কিন্তু রতনপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ১ এবং বীরচন্দ্রপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ২ জন শিক্ষকের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাদের ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে, গোমতি জেলার নতুনবাজার থানাধীন খেদারনাল এলাকায় বনধকে ঘিরে বিজেপি ও আইপিএফটি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। বিজেপির বিরুদ্ধে পিকেটিং করার সময় বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে আইপিএফটি। ওই সংঘর্ষ চলাকালীন উভয় পক্ষের মধ্যে ঢিল ছোঁড়াছুঁড়িতে এক বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন। সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। সে সময় পুলিশের সাথে আইপিএফটি সমর্থকদের ধস্তাধস্তি হয়েছে। তাতে এক পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। তবে তিনি গুরুতর আঘাত পাননি। কিন্তু, বিজেপি কর্মীর আঘাত গুরুতর হাওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ঘটনাস্থলে অমরপুরের এসডিপিও এবং বিডিও ছুটে যান। নতুনবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, বনধ সমর্থকদের তাণ্ডব কঠোর হাতে দমন করা হয়েছে। কড়া পুলিশি ব্যবস্থায় পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক রয়েছে।

কর্ণাটক

● প্রথম পাতার পর

কংগ্রেস নেতা ডি কে শিবকুমার বলেছেন, 'বিশ্বাসঘাতকদেরই ভরসা করেছে মানুষউ আমরা পরাজয় স্বীকার করছি। কিন্তু, এই ফলাফলে হতাশ হওয়ার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না।' কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া জানিয়েছেন, 'কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে, গণতন্ত্রকে সম্মান করতেই হবে। কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে আমি ইস্তফা দিয়েছি। সোনিয়া গান্ধীজির কাছে আমি ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছি।' সিদ্দারামাইয়া আরও জানিয়েছেন, 'কর্ণাটক বিধাসভার পরিষদীয় দলনেতা হিসেবেও আমি ইস্তফা দিয়েছি।' উপ-নির্বাচনে পরাজয়ের দায় স্বীকার করে কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন দীনেশ গুণ্ডু রাও।

উপ-নির্বাচনের ফলাফলের উপরই নির্ভরশীল ছিল ইয়েদুরাপ্পা সরকারের ভবিষ্যত। কারণ বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হলে ১৫টি বিধানসভা আসনের মধ্যে অন্তত ৭টি আসনে জিততেই হতো বিজেপিকে। কিন্তু, ১২টি আসনেই জয়ী হল বিজেপিউ উল্লেখ্য, গত ৫ ডিসেম্বর কর্ণাটকের ১৫টি বিধানসভা আসনে উপ-নির্বাচন হয়েছিল। ভোটগণনা শুরু হয় সোমবার সকাল আটটা থেকে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৫টি আসনের মধ্যে ১২টি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি। কংগ্রেস জয়ী হয়েছে দু'টি আসনে এবং একটি আসনে জয়ী হয়েছে নির্দল প্রার্থী। উল্লেখ্য, গত জুলাই মাসে কংগ্রেস-জেডিএস জোট সরকারের ১৭ জন বিধায়ক একসঙ্গে ইস্তফা দিলে তাঁদের সদস্যপদ বাতিল করে দিয়েছিলেন ততালীন স্পিকারউ। পতন ঘটে এইচ ডি কুমারস্বামী সরকারের। ক্ষমতায় আসে বি এস ইয়েদুরাপ্পা সরকার। ওই ১৭টি আসনের মধ্যে ১৫টি আসনে উপ-নির্বাচন হয় গত ৫ ডিসেম্বর। বাকি দু'টি আসনে ভোট হয়নি।

পরকীয়া

● প্রথম পাতার পর

দুজনকেই গ্রেফতার করেছে।

মৃতের মা জানিয়েছেন, পাপড়ি আচার্যের সাথে বছর কয়েক আগে তাঁর ছেলের বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের দুটি সন্তানও রয়েছে। তিনি বলেন, কিছুদিন তাঁদের দাম্পত্য জীবন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যেই ছিল। কিন্তু, এরই মধ্যে কালিটিলা এলাকার সুমন রায়চৌধুরীর পরকিয়া প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়েন তাঁর পুত্রবধূ। মৃতের মা আরও জানান, দুই সন্তান ফেলেই সুমনের সঙ্গে কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিলেন তাঁর পুত্রবধূ। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে আনা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার ঘর ছেড়ে সুমনের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে কৈলাসহরে বসবাস করতে থাকেন পাপড়ি। মৃতের মা বলেন, দ্বিতীয়বারও তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে তাঁর স্বামী। কিন্তু তার পরও স্বামীগৃহে থাকতে চাননি তাঁর গৃহবধূ। ভট্টপুকুর এলাকায় আলাদা ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছিলেন পাপড়ি, বলেন জ্যোৎস্নাদেবী।

মৃতের মায়ের আরও অভিযোগ, সুমন একাধিকবার তাঁর ছেলেকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত শনিবার গভীর রাতে তাকে ছুরিকাহত করে হত্যা করেছে সুমন। ওই হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এডিনগর থানার পুলিশ মূল অভিযুক্ত সুমনকে গ্রেফতার করেছে। সাথে মৃতের স্ত্রীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ তাদের আদালতে সোপর্দ করে পাঁচ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছিল পুলিশ। আদালত পুলিশের আবেদন মঞ্জুর করেছে বলে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী।

পরীক্ষা

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। তাছাড়া, আগারতলা-শিলচর ও শিলচর-আগরতলা পেসেঞ্জার ট্রেন আংশিক বাতিল করেছে। পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারীক সুভানন চন্দ্র জানিয়েছেন, আগরতলা-শিয়ালদহ কাঞ্চনঝঞ্জা এক্সপ্রেস আগরতলা থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া, আগরতলা-ব্যাঙ্গালুরু ক্যান্টনমেন্ট হামসফর এক্সপ্রেসও আগরতলা থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে। তাতে স্পষ্ট দূরপাল্লার এই দুটি ট্রেন আগামীকাল রাজ্য থেকে রওয়ানা দেবে না।

শরণার্থী

● প্রথম পাতার পর

পর্যন্ত তাদের রেশন সামগ্রী সরবরাহ এবং নগদ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে, তাদের সামস্যা সাময়িক সমাধান হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

রোহিতকে পেরিয়ে সবার আগে কোহলি বিশ্বরেকর্ড করলেন ভারত অধিনায়ক

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম ফর্মাটে এখন সর্বাধিক রানের মালিক বিরাট কোহলি। সতীর্থ ও তাঁর টিমের ডেপুটি রোহিত শর্মাকে টপকে ভারত অধিনায়ক চলে এলেন মগডালে। বিরাট-রোহিতের পরেই রয়েছেন নিউজিলান্ডের মার্টিন গাপটিল।তিরুঅনন্তপুরমে নামার আগে মাত্র চার রান প্রয়োজন ছিল কোহলির। তাহলেই তিনি রোহিতকে ছাপিয়ে আন্তর্জাতি টি-২০ ফর্মাটে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়ে যেতেন। এটাই ছিল শর্ত। ঘটনাচক্রে এই বিশ্বরেকর্ড নিজের মুঠোয় রাখার জন হিটমানও নেমেছিলেন গ্রিনফিল্ড ইন্টারনাশনাল স্টেডিয়ামে।- কেসরিক উইলিয়ামস বনাম বিরাট কোহলি, শেষ দু''বছর ধরে চলছে লড়াইরোহিত ১৮ বলে ১৫ রান করে জেসন হোল্ডারের বলে ক্লিন বোল্ড হয়ে যান। এরপর ক্রিজে আসেন কোহলি। রোহিতকে টপকে যেতে গেলে তাঁকে আরও ১৯টি রান করতে হতো। আর কোহলি ১৭ বলে ১৯ রান করেই আউট হন কেসরিক উইলিয়ামসের বলেই। বিশ্বরেকর্ড করেই মাঠ ছাড়েন বাইশ গজের কিং।-পন্থ কাচ ফসকাতেই গালারিতে ''ধোনি.ধোনি'' রব, দর্শকদের কড়া বার্তা কোহলিরকোহলির ঝুলিতে এখন ২৫৬৩ রান। ৭৪টি মাচ খেলে ৬৯টি ইনিংসে ৫১.২৬-এর গড়ে এই রান করেছেন তিনি। কোহলির স্ট্রাইক রেট ১৩৬.৪৭। অনদিকে রোহিত ১০৩টি মাচ খেলে ৯৫টি ইনিংসে ২৫৬২ রান করে রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে। তাঁর গড় ৩১.৬২ ও স্ট্রাইক রেট ১৩৬.৯৩। ফলে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি-২০ মাচেও রোহিত আর বিরাটের মধে চলবে বিশ্বরেকর্ডের খেলা।হায়দরাবাদে প্রথম টি-২০ মাচে রোহিত ১০ বলে ৮ রান করে খারি পিয়েরের বলে হেটমায়ারের হাতে কাচ আউট হয়ে যান। আর সেদিনই কোহলি কেরিয়ারের সেরা টি-২০ ইনিংস (৫০ বলে অপরাজিত ৯৪) খেলে উইন্ডিজের ২০৮ রান তাড়া করে ভারতকে ৬ উইকেটে জেতান।এদিন রোহিতের একটি রেকর্ডও ভাঙেন কোহলি। আন্তর্জাতিক টি-২০-তে রোহিতের রয়েছে ২২টি ফিফটি প্লাস রানের ইনিংস। কোহলি রাজীব গান্ধী ইন্টারনাশনাল স্টেডিয়ামে ২৩টি ফিফটি প্লা রানের ইনিংস খেলে ফেলেন।হায়দরাবাদের পর তিরুবনন্তপুরম- টিম ইন্ডিয়ার খারাপ ফিল্ডিং অব্যাহত। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিরুবনন্তপুরমে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে হেরে খারাপ ফিল্ডিংকেই দায়ি করছেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে হায়দরাবাদে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ভারত জিতলেও ফিল্ডিং ছিল খুব খারাপ মানের। একের পর ক্যাচ মিসের বহর দেখা গেল ফ্লাডলাইটে। দ্বিতীয় ম্যাচেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। খারাপ ফিল্ডিং নিয়ে মুখ খুললেন খোদ ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। তিনি বলেন, 'আমরা খুব খারাপ ফিল্ডিং করছি। দেখুন সেটা হলে, স্কোরবোর্ডে কোনও রানই যথেষ্ট নয়। পর পর দুটো ম্যাচে আমরা খুব খারাপ ফিল্ডিং করেছি।'বিরাট আরও বলেন, ' প্রথম চার ওভারে আমরা চাপ তৈরি করেছিলাম। তারপর এক ওভারে দুটো ক্যাচ পড়েছিল। এটা কিন্তু ভাবতেই পারছি না। ক্যাচ দুটো ধরতে পারলে হয়তো ম্যাচের মোড় ঘুরে যেত। ওরা চাপে পড়ে যেত। ফিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের আরও অনেক বেশি সাহসী হতে হবে।'

রোনাল্ডোর থেকে আরও একটা রেকর্ড ছিনিয়ে নিলেন মেসি

তিনি অবসর নিতে পারেন, এমন একটা জল্পনা তৈরি হয়েছে ফুটবল মহলে। এরই মধ্যে নতুন একটি কীর্তি স্থাপন করলেন বার্সেলোনা তথা আর্জেন্তিনার তারকা লিওনেল মেসি।কিছুদিন আগেই ষষ্ঠবার ব্যালন ডি''ওরের খেতাব জিতে পেরিয়ে গিয়েছিলেন রোনাল্ডোকে। নতুন এই কীর্তির মধ্যে দিয়েও তিনি আরও একবার সেই পর্তুগিজ তারকাকে টপকালেন।লা লিগায় সব থেকে বেশি বার হ্যাটট্রিকের রেকর্ড করলেন মেসি। রবিবার মায়োরকার মুখোমুখি হয়েছিল বার্সেলোনা। সেই ম্যাচে তিনটে গোল করেন মেসি।ম্যাচের ১৭, ৪১ এবং ৮৩ মিনিটে গোল করে হ্যাটট্রিক করেন মেসি। এই ম্যাচে বিপক্ষের জালে বার্সেলোনা পাঁচটা বল জড়ায়। এর মধ্যে মেসির তিনটের পাশাপাশি একটি গোল করেন আতোঁয়া গ্রিজম্যান এবং অন্যটি করেন লুইজ সুয়ারেজ।এই হ্যাটট্রিকের পর লা-লিগায় মেসির হ্যাটট্রিকের সংখ্যা এখন ৩৫। মায়োরকার বিরুদ্ধে ম্যাচে নামার আগে লা লিগায় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে যুগ্মভাবে সর্বোচ্চ (৩৪) হ্যাটট্রিকের মালিক ছিলেন তিনি। ফলে এই ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে রোনাল্ডোকে টপকে গেলেন মেসিআরও একটি রেকর্ড গড়লেন। লা লিগায় রিয়েল মালোর্সার বিরুদ্ধে পঁয়ত্রিশতম হ্যাটট্রিক করে নতুন নজির গড়লেন লিওলেন মেসি। মেসির রেকর্ড ভাঙার দিনে বার্সা ৫-২ গোলের ফলাফলে রিয়েল মাদ্রিদকে পিছনে ফেলে পয়েন্ট টেবলে শীর্ষস্থানে উঠে এল।মেসি যেমন হ্যাটট্রিক করেছেন তেমনই প্রথমার্ধে খেলার শেষে যেভাবে একটি বল বাড়িয়েছিলেন আর সেই বলটি নিয়ে ৪৩ মিনিটে ব্যাকভলি করে অসাধারণভাবে বল গোলের জালে জড়িয়ে দেন। খেলার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুয়ারেজ বলেন, আমি তো নিজেই বুঝতে পারছি না। এটা একটা সত্যি অবিশ্বাস্য মুহূর্ত ছিল তখনটা। বলটা এল আমিও শরীরটা ভাসিয়ে দিয়ে ব্যাকহিল করে শটটা চলে যায়। সত্যি বলতে কি এখনও পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে এখনো অবিশ্বাস্য লাগছে।খেলার শুরুতে প্রথম সাত মিনিটের মধ্যে অ্যান্টোনিও গ্রিয়েজম্যানের গোলে বার্সা এক গোলে এগিয়ে যায়। এর পর সতেরো মিনিটে আবারও গোল পেয়ে যায় বার্সা। এবারের গোলদাতা লিওলেন মেসি। প্রথম কুড়ি মিনিটের মধ্যে বার্সিলোনা দু''গোলে এগিয়ে যায়। কিন্তু পয়ত্রিশ মিনিটে অ্যান্ডে বুডিমি রিয়েল মালোর্সার হয়ে একটি গোল করে দলের গোলের ব্যবধান কমান। কিন্তু, আবারও ৪১ ও ৪৩ মিনিটে লিওলেন মেসি ম্যাচে নিজের দ্বিতীয় ও লুই ম্যাচে নিজের সুন্দর অসাধারণ একটি গোলই ব্যাকহিল করে সকলকে চমকে দেন। এরফলে প্রথমার্ধে বার্সিলোনা ৪-১ গোলে এগিয়ে যায়।প্রথমার্ধে চারটি গোল হলেও, দ্বিতীয়ার্ধে কোনও গোলই হচ্ছিল না। ৬০ মিনিট গড়িয়ে গেলেও, কোনো গোলের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না।কিন্তু আবারও হ্যান্ডে বুড়িমি রিয়েল মালোর্সার হয়ে দ্বিতীয় গোল করে দলের গোলের ব্যবধান কমান ৪-২। খেলায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই জমে গিয়েছিল, খেলায় কি তাহলে নতুন মোড় নিতে চলেছে এরকম যখন সকলে ভাবছেন সেখানে বার্সার ত্রাতা সেই লিওনেল ৮৩ মিনিটে লা লিগায় রেকর্ড ভেঙে পঁয়ত্রিশতম হ্যাটট্রিক করে রেকর্ড ভেঙে নয়া নজির গড়ে দলকে ৫-২ গোলে জিতিয়ে দেন।

ম্যাচ চলাকালীন মাঠে ঢুকে পড়ল সাপ! চূড়ান্ত অব্যবস্থা রনজি ট্রফিতে

ঘরোয়া ক্রিকেটের দৈন্যদশা, নাকি আয়োজকদের অপেশাদারিত্ব? রনজি মরশুমের প্রথম ম্যাচের একটি ঘটনা আবার সেই প্রশ্নটি তুলে দিয়ে গেল। ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রথম শ্রেণির ম্যাচ চলাকালীন নাকি খেলার মাঠে ঢুকে পড়ল জ্যান্ত সাপ! বেশ কিছুক্ষণ মাঠের মধ্যেই ঘোরাফেরা করলেন সর্পরাজ। ততক্ষণে ক্রিকেটাররা রীতিমতো তটস্থ। এক জায়গায় জড়ো হয়ে তাঁরা দেখছেন সাপটির গতিপ্রকৃতি। তারপর টনক নড়ে আয়োজকদের। মাঠকর্মীরা এসে সাপটিকে বের করে দেন।সোমবার বিজয়ওয়াড়ায় মরশুমের প্রথম রনজি ট্রফি ম্যাচে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখোমুখি হয়েছিল বিদর্ভ। সময়মতো টসও হয়। বিদর্ভের অধিনায়ক ফৈজ ফজল টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু, মাঠে নামতেই ক্রিকেটারদের ''চক্ষু চড়কগাছ'' হওয়ার জোগাড়। দেখা যায় খেলার মাঠে অবাধে বিচরণ করছেন সর্পরাজ। যেন এটাই তার চারণভূমি। যা দেখে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ক্রিকেটাররা।

যদিও, কিছুক্ষণ পরে মাঠকর্মীরা সাপটিকে বের করে দেন। এর মধ্যে অবশ্য বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হয়ে যায়। ফলে, নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছুক্ষণ পরে শুরু হয় খেলা।এমনিতে খেলার মাঠে পাখি উড়ে আসা বা কুকুর ঢুকে পড়ার দৃশ্যের সঙ্গে পরিচিত সকলেই। কিন্তু, এভাবে মাঠের মধ্যে সাপের মতো বিপজ্জনক সরিসৃপের ঢুকে পড়ার ফলে ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন উঠছে। তাছাড়া এই প্রথম নয়, এর আগেও রনজি ট্রফি চলাকালীন অনভিপ্রেত অতিথিদের আনাগোণা দেখা গিয়েছে। বছর দুই আগে একবার খেলার মাঠে ঢুকে পড়েছিল আস্ত একটা গাড়ি। সেসময় ঋষভ পন্থ, গৌতম গম্ভীরদের মতো তারকারা খেলছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই, প্রথম সারির ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা নিয়ে এই ধরনের গাফিলতি বারবার কীভাবে হচ্ছে? প্রশ্ন তুলছেন সমর্থকরা।

সেনাবাহিনীর বীরত্বের কাহিনি টিভিতে নিয়ে আসছেন ধোনি

নতুন ভূমিকায় মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্বের কাহিনি টিভিতে নিয়ে আসছেন তিনি। সেই সিরিয়াল প্রযোজনা করছেন ভারতের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। তবে এখনও শুটিং শুরু হয়নি।সেনাবাহিনীর সঙ্গে বরাবরই আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে ধোনির। তিনি টেরিটোরিয়াল আর্মির প্যারাশুট রেজিমেন্টের সাম্মানিক লেফটেন্যান্ট কর্নেল। বিশ্বকাপের পর ছুটি নিয়ে কাশ্মীর সীমান্তে দুই সপ্তাহ সেনার সঙ্গে কাটিয়ে ছিলেন তিনি। এ বার তাই ভারতীয় সেনার অসম সাহসিকতার কাহিনি ছোটপর্দায় আনতে উদ্যোগী এমএসডি।প্রায় পাঁচ মাস জাতীয় দলের বাইরে আছেন ধোনি। তাঁর ভবিষ্যত নিয়ে জল্পনা এখনও অব্যাহত। জাতীয় দলে তাঁকে দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে ক্রিকেটমহলে চলছে ফিসফাস। যা কানে গিয়েছে স্বয়ং ধোনিরও। তিনি অবশ্য সাফ বলেছেন যে জানুয়ারি পর্যন্ত এই ব্যাপারে তাঁকে যেন কিছু জিজ্ঞাসা না করা হয়।শোনা যাচ্ছে, মাঝের এই কয়েক মাস সময় ধোনি নাকি এই টিভি শো বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে কাজ করেছেন। সোনি টিভিতে কয়েক মাসের মধ্যে এই শো দেখা যাবে বলে খবর। কিন্তু কী থাকছে এই টিভি শোয়ে? জানা গিয়েছে, অশোক চক্র বা পরমবীর চক্র পাওয়া দুঃসাহসী সৈনিকদের জীবনই তুলে ধরা হবে এই শোয়ে। ধোনি জানেন, সেনাবাহিনীর জীবন কতটা কঠিন। ফলে, এই শো টিভির পর্দায় তুলে আনতে আন্তরিক তিনি। ধোনিকে ক্রিকেটমাঠে ফের দেখতে যেমন আগ্রহী ক্রিকেটপ্রেমীরা, তেমনই ধোনির এই শো নিয়েও আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে।মহেন্দ্র সিং ধোনি কি গায়ক হিসাবে কেরিয়ারের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করতে চলেছেন? সম্প্রতি এমনটাই ইঙ্গিত দিচ্ছেন তিনি। কখনও সাতের দশক তো কখনও নয়ের দশকের গান গেয়ে মাতিয়ে দিচ্ছেন মাহি।এর আগে বহু অবতারে দেখা গিয়েছে ধোনিকে। সোশাল মিডিয়ায় প্রতিবারই মন জয় করে নিয়েছেন তিনি। এবারও বতিক্রম হল না। গত সপ্তাহে ধোনির গলায় ''জুর্ম'' সিনেমার অতন্ত জনপ্রিয় গান ''যব কোই বাত বিগড় যায়ে'' ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল। এবার ধোনির ন্ট্রে ১৯৭৬ সালের ছবি ''কভি কভি''র অসাধারণ গান ''মায় পলদো পলকা শায়ার হু'' সোশালে ঝড় তুলে দিল।- পুরনো বলিউড গান ধোনির গলায়, ভিডিও মুহূর্তে ভাইরাল''যব কোই বাত বিগড় যায়ে'' গানটি ধোনি গেয়েছিলেন একটি প্রাইভেট পার্টিতে। এবার একটি ইভেন্টে এসে গান গাইলেন মাহি। ধোনির গলায় গান শুনে দর্শকরা মোহিত হয়েছেন। ধোনির অতন্ত পছন্দের গানের তালিকাতেই রয়েছে এই গান।ধোনির গলায় শুনুন ''মায় পলদো পলকা শায়ার হু''- জানুয়ারি পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন নিয়ে কোনও প্রশ্ন নয়, বলছেন ধোনিবিশ্বকাপের পর আর জাতীয় দলের জার্সিতে দেখা যায়নি ধোনিকে। যদিও কিছুদিন আগেই ধোনি অনুশীলনে ফিরেছেন। মাঠে দেখা গিয়েছে ঝাড়খণ্ডের অনুর্ধ-২৩ ক্রিকেটারদের সঙ্গে। এতেই স্পষ্ট এখনই অবসরের চিন্তা নেই ধোনির।

অবসরের জল্পনা উড়িয়েই ধোনি এক অনুষ্ঠানে কিছুদিন আগে বলে দিয়েছিলেন, জানুয়ারি পর্যন্ত কেউ যেন তাঁকে অবসর নিয়ে কোনও প্রশ্ন না করেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সীমিত ওভারের ক্রিকেটের পরে নিউজিল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন কোহলিরা। সূত্রের খবর কিউয়িদের বিরুদ্ধেই ধোনির আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফের প্রত্যাবর্তন ঘটাতে পারেন।

সুপারস্টার হওয়ার মশলা রয়েছে পন্থের মধ্যে, তবে ওকে সময় দিতে হবে''

পুরোদস্তুর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে ঋষভ পন্থের এখনও বেশ খানিকটা সময় লাগবে বলে মনে করেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার কেভিন পিটারসেন।২২ বছর বয়সী পন্থের সময়টা একেবারেই ভাল যাচ্ছে না। একের পর এক সিরিজে ব্যর্থ হচ্ছেন তিনি। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধেও সেই একই ছবি। উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে ক্যাচ ফস্কাচ্ছেন।দলের প্রয়োজনের সময়ে ব্যাট হাতে জ্বলে উঠতে পারছেন না। রিভিউ নেওয়ার ক্ষেত্রেও ক্যাপ্টেন কোহালিকে সঠিক পারমর্শ দিতে পারছেন না। চারদিক থেকে সমালোচনা ধেয়ে আসছে তরুণ উইকেটকিপারের দিকে। পন্থের পাশে দাঁড়িয়ে পিটারসেন বলছেন, ''''পন্থকে নিয়ে সমালোচনার শেষ নেই। এটাও মনে রাখা দরকার ওর বয়স মাত্র ২১। আইপিএল-এর সময়ে ওকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। একই ভুল বারবার করে চলেছে পন্থ। এক ভুল কেউ যদি বারবার করে, তাহলে সবাই সমালোচনাই করবে। কারণ ভুল থেকেই শিক্ষা নিতে হবে। পন্থ সেটা শিখছে না।'''''বিশ্বের যে কোনও মাঠে ছয় মারার ক্ষমতা ধরি''টি টোয়েন্টি সিরিজের বল গড়ানোর আগে পন্থের পাশে দাঁড়িয়ে কোহালিকে বলতে শোনা গিয়েছিল, পন্থ ভুল করলেই ধোনি-ধোনি রব তোলা বন্ধ করতে হবে। পিটারসেন বলছেন, ''''পন্থের বয়স যে ২১ এটা আমার জানা ছিল না। আমি ভেবেছিলাম ওর বয়স ২৪ বা ২৫। এই বয়সে এসে একজন পরিণত হয়ে ওঠে। ২৭-৩০ বছর বয়সে একজন ক্রিকেটার জীবনের সেরা ফর্মে খেলতে থাকে।''''ঠিকঠাক পথে এগোলে পন্থও ফুল ফোটাবেন বলেই মনে করছেন পিটারসেন। ভারতের তরুণ উইকেট কিপারকে নিয়ে আশার কথাই শোনাচ্ছেন পিটারসেন। ভারতের সুপারস্টার হয়ে ওঠার মশলা রয়েছে পন্থের মধ্যে। কিন্তু, তার জন্য তরুণ ক্রিকেটারকে আরও সময় দেওয়া দরকার বলেই মনে করেন পিটারসেন। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার বলছেন, ''''পন্থের এখন মাত্র ২১ বছর বয়স। আমি মনে করি ভারতের সুপারস্টার হয়ে ওঠার দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে পন্থের।''''ব্যর্থ হলেও পন্থ পাশে পাচ্ছেন কোহালি থেকে পিটারসেনের।

ডোপিং সংক্রান্ত তথ্য গোপন! অলিম্পিক থেকে চার বছরের জন্য নিষিদ্ধ রাশিয়া

চার বছরের জন্য অলিম্পিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল রাশিয়াকে। সোমবার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওয়ার্ল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি (ওয়াডা)। ওয়াডার এই সিদ্ধান্তের ফলে ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে অংশ নিতে পারবে না রাশিয়া। ডোপিং সংক্রান্ত তথ্য গোপন ও পরিবর্তনের অভিযোগে রাশিয়াকে চার বছরের জন্য অলিম্পিক ও যেকোনও বিশ্বমানের টুর্নামেন্ট থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার সুপারিশ পেশ করা হয়েছিল ওয়াডার কমপ্লিয়েন্স রিভিউ কমিটির কাছে। সোমবার ওয়াডার সেই সুপারিশ কার্যকর করা হল। ওয়াডার মুখপাত্র জেমস ফিটজারল্যান্ড জানিয়েছেন, 'ওয়াডার সবকটি সুপারিশই মেনে নেওয়া হয়েছে। ওয়াডার একজিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে সুপারিশগুলি পেশ করা হয়েছিল। আর তাতেই সম্মতি জানিয়েছেন কমিটির সদস্যরা।' পাশাপাশি ২০২২ সালে বেজিংয়ের শীতকালীন অলিম্পিক প্রতিযোগিতায়ও অংশ নিতে পারবে না ভ্লাদিমির পুতিনের দেশ। ২০১৫ সাল থেকে চলছে প্রক্রিয়া। ২০২০ সালের টোকিও অলিম্পিকের আগে রাশিয়ার একাধিক অ্যাথলিটের বিরুদ্ধে ডোপিং—র অভিযোগ ওঠে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে ইতিমধ্যে। এব্যাপারে আরও তথ্য জানতে রাশিয়ার অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সির কাছে রিপোর্ট তলব করে ওয়ার্ল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি বা ওয়াডার কমপ্লিয়েন্স রিভিউ কমিটি বা সিআরসি। সেই রিপোর্টেই ধরা পড়ে একাধিক অসঙ্গতি।

NOTICE INVITING TENDER

TENDER REF. No.F.21/CPC/SDA(CR)DHS/2019-20 Dt. 07/12/2019

Tender for of EOI for Scanning and Digitalization of Old Registration record from the year 2011 to 2015

A Tender is hereby invited by Director of Health Services, Government of Tripura, Agartala (on behalf of the Governor of Tripura) for the Expression of interest by e- tendering process system of E01 Scanning and Digitalization of Old Registration record from the year 2011 to 2015 ' under Health & Family Welfare Department in the State of Tripura from resourceful, experienced and bonafide agency .
The details of Tender Documents are available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online is 30 /12/2019 up to 4:00 pm. All future modification/corrigendum shall be made available in the e procurement portal, So bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.

ICA/C-1877/2019-20

Director of Health Services
Govt. Of Tripura, Agartala

প্লাস্টিক দূষণ সভ্যতার আতংক-তাই বর্জন করুন একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক।

Notice Inviting e-Tender *(3rd call)*

e-tenders are hereby invited for Manpower supply for outsourcing of 04 (four) nos.of Village Coordinators for executing the Bio-Village Project works of Directorate of Biotechnology, Govt. of Tripura ***(Ref. N1Q No. F. 6(46)/ DBT/18/P-1/1711; Dated:05/12/2019).*** For detail of the quotation please see the website https://tripuratenders.gov.in

(Animesh Das, IAS)
Director
Directorate of Biotechnology

ICA/C-1870/2019-20

সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ত্রিপুরা এবং আমাদের সংকলপ একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকমুক্ত ত্রিপুরা।

No .F. 7(3)-EE/RD/STB/DIV/TENDER/COR-MATERIALS/ 19-20/5767-98 Dated : 04/12/2019

CANCELLATION ORDER

The Tender Invited for Procurement of Various Water Supply and Sanitation items for SMC, BMC & all blocks under the jurisdiction of **RD** Santirbazar Division vide PNIT No. -PT-IX/ EE/RD/STB/2019-20 dt- 27/08/2019 in reference to the DNIT No. e-DT-33/WS & S/EE/RD/STB/2019-20 dt.27/08/2019 is , hereby cancelled due to the following reason:-
1)Only 2 (Two) bidder participation in the bid.
2)After scrutiny 1 (One) bidder found formal out of 2 (Two) bid.
3)Due to high bid rate of most items in compare to the last approved rate.
4)Poor response of the bidder
The Press Notice inviting Tender No-PT-IX/EE/RD/STB/2019-20 dt27/08/2019 in reference to the DNIT No. e-DT-27/HG&PM/ EE/RD/STB/2019-20 dt. 27/08/2019, e-DT-29/PLY&PVC/EE/ RD/STB/2019-20 dt.27/08/2019 & e-DT28/P/EE/RD/STB/ 2019-20 dt. 27/08/2019 which were floated for procurement of Various Hardware Items/Petty Materials/ Glass, Various Ply Wood/Hard Board/ Plastic Chair (VIP) etc & Paints respectively for SMC, BMC & all blocks under the jurisdiction of **RD** Santirbazar division has been hereby cancelled due to the following reason:-
1)Due to only single bidder participation.
2),Informal bid.
3)Poor response of the bidder.

ICA/C-1868/2019-20

Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar South Tripura.

সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ত্রিপুরা এবং আমাদের সংকলপ একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকমুক্ত ত্রিপুরা।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

হায়দরাবাদ এনকাউন্টার : বুধবার সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : বুধবার হায়দরাবাদ এনকাউন্টার নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা মামলার শুনানি শুরু হবে। সোমবার শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি এসএ বোবদে এই মামলায় দ্রুত শুনানির আবেদনে সম্মতি দিয়েছেন। সোমবার প্রধান বিচারপতি বলেন, গোটা বিষয়টি তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট দেখছে। তা সত্ত্বেও সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা মামলার শুনানি হবে। এর আগে, তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, আজ সোমবার রাত ৮টা পর্যন্ত এনকাউন্টারে নিহত চার অভিযুক্তর দেহ রেখে দিতে হবে। আজ হাইকোর্টেও সেই মামলার শুনানি শুরু হয়েছে। হায়দরাবাদে তরুণী পশু চিকিৎসককে গণধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় উত্তেল হয়ে উঠেছিল গোটা দেশ। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছিল চার অভিযুক্তকে। গত শুক্রবার ভোরে ঘটনা পুনর্নির্মাণের জন্য সামশাবাদের কাছে ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল চারজনকে। সেখানেই পুলিশের উপর হামলা করে অভিযুক্তরা। আত্মরক্ষার স্বার্থে চারজনেরই এনকাউন্টার করা হয় বলে জানিয়েছিল হায়দরাবাদ পুলিশ। কিন্তু এনকাউন্টার নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেন দুই আইনজীবী জিএস মণি এবং প্রদীপ কুমার যাদব। ঘটনার পরের দিনই পুলিশের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে সর্বোচ্চ আদালতে অভিযোগ দায়ের করেন তাঁরা। দুই মামলাকারীর দাবি, এনকাউন্টারে জড়িত পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে হবে। হায়দরাবাদের সাইবারাবাদ বিভাগের পুলিশ কর্মীরা অভিযুক্তদের এনকাউন্টারের সময় সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন মানেনি। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট পুলিশি এনকাউন্টার সংক্রান্ত একটি গাইডলাইন নির্ধারণ করে দেয়। যাতে মোট ১৬টি দফার উল্লেখ রয়েছে। দুই আইনজীবীর দাবি, হায়দরাবাদের অভিযুক্তদের এনকাউন্টারের সময় তা মানা হয়নি। শুধু তাই নয়, বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে পুরো ঘটনার তদন্তের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে আরও একটি আবেদন জমা পড়েছে। আইনজীবী এম এল শর্মার ওই আবেদনে বলা হয়েছে, পুরো তদন্ত প্রক্রিয়াটি সুপ্রিম তত্ত্বাবধানে করা হোক। এছাড়াও, দিল্লি মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন স্বাতী মালিওয়াল এবং রাজ্যসভা সাংসদ জয়া বচ্চনের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়। মামলাকারীর অভিযোগ, এঁরা দু'জন বিচারব্যবস্থার বাইরে হওয়া খুনকে সমর্থন করেছেন।

সোমবার বন্ধের সমর্থনে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে যৌথ ফোরামের সমর্থকদের পিকেটিং। ছবি- নিজস্ব।

অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরি বেসরকারিকরণ নয় : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : দেশজুড়ে থাকা অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরিগুলিকে বেসরকারিকরণ করা হবে না বলে সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

সোমবার রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, কৌশলগত গুরুত্ব থাকার কারণে অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরিগুলিকে বেসরকারিকরণ করা হবে না। কিন্তু পেশাদারিত্ব ও গুণগতমান বৃদ্ধি করার জন্য কর্পোরেটাইজেশন করা হবে। এই সকল অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরিগুলিতে কর্মরত শ্রমিকদের স্বার্থ কোনও ভাবেই ক্ষুণ্ণ না করেই কর্পোরেটাইজেশন করা হবে। সবকটি অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরির শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে একাধিক বৈঠক হয়েছে। কর্পোরেটাইজেশনের পক্ষে রয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। উৎপাদনের ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়বে না। এই সকল ফ্যাক্টরি থেকে উৎপাদন অস্ত্রগুলির ক্রেতা হচ্ছে সামরিক বাহিনী। এমনকি বিদেশ থেকেও বরাত আসে। বর্তমানে হিন্দুস্থান অ্যারোনোটিক্স লিমিটেডের কাছে ৫৯৮৩২ কোটি টাকার বরাত রয়েছে। ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডের কাছে ৫৬৩০০ কোটি টাকা, মাজেগাঁও ডক শিপবিল্ডার্স লিমিটেডের কাছে ৫২১৩৩ কোটি টাকার বরাত রয়েছে। পাশাপাশি গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স এবং গোয়া শিপ ইয়ার্ডের কাছ যথাক্রমে ২৭৪০৭ কোটি এবং ১৪৯৫৬ কোটি টাকার বরাত রয়েছে।

মালিকের বাড়িতে কর্মচারীরে মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ ডিসেম্বর ।। নিজ মালিকের বাড়িতে কর্মচারী ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত যুবকের নাম ইন্দ্রজিৎ দাস বয়স ১৯। ঘটনা বিশালগড় কামথানা রোডের নীচের বাজারে যোগল ভান্ডারে মালিকের বাড়িতে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে জন্য পাঠিয়েছে।

মালিকের বাড়িতে কর্মচারীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় সোমবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বিশালগড় থানাধীন ১ নং চন্দ্রনগর এলাকায়। নিহত কর্মচারীর নাম ইন্দ্রজিৎ দাস (১৯) বিশালগড় কামথানা রোডের নীচের বাজারে অবস্থিত যোগল ভান্ডারে কর্মরত ছিল এই যুবক। মালিকের বাড়িতে এই যুবক বসবাস করতেন। এর আগে চারবছর দোকানে কর্মচারী হিসেবে থাকার পরে মালিককে না বলেই দোকান থেকে চলে যায়। তারপর এই যুবক তার বড় ভাই এর আগরতলাস্থিত ভাড়া বাড়িতে ফাঁসিতে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। যদিও বিষয়টি পরিবারের নজরে চলে আসতেই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

কিছুদিন আগে সে তার মাকে নিয়ে আবার এই দোকানে এসে হাজির হন। যদিও দোকান মালিক যোগল চন্দ্র বণিক ও তার ছেলে তাকে দোকানে পুনরায় কর্মচারী হিসেবে রাখতে রাজি হয়নি। তখন ওই যুবকের মার অনুরোধে তাকে দোকানে রাখা হয়। এবং দোকান মালিক তাকে চিকিৎসাও করিয়েছেন। সে দোকান মালিকের বাড়িতেই থাকতেন। তবে সে বার বার কেন আত্মহত্যার চেষ্টা করছিল তার কারণ জানা যায়নি। তবে সকালে দোকানে যাওয়ার জন্য যখন মালিক তাকে বহুবার ডাকাডাকি ছয়ের পাতায় দেখুন

বিলাইহামে ডাইরিয়ায় আরও দু'জন আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুঙ্গিয়াকামী , ৯ ডিসেম্বর।। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় জল বাহিত ডাইরিয়া রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকলেও অন্য একটি গ্রামে ম্যালেরিয়া রোগীর সন্ধান পাওয়া গেল। যদিও দুটি গ্রামেই স্বাস্থ্য শিবির চলছে। মুঙ্গিয়া কামী ব্লকের ধলাই হাম রিয়াং পাড়ায় ডায়রিয়া রোগে ১১জন আক্রান্ত হওয়ার পর, ফের আরও দুইজন ডায়রিয়া রোগী নতুন করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে ভর্তি হয়। এই রোগে আক্রান্তরা হল সঞ্জয় রিয়াং (৮) বছর এবং দুরনাতি রিয়াং(২) বছর। অন্যদিকে ধলাইহাম রিয়াং পাড়ার পাশের গ্রাম চিন্তামণি রিয়াং পাড়া থেকে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে এসে ভর্তি হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্তরা হল, বুখাওই রিয়াং (৫) বছর, চিত্তারাই রিয়াং(১২) বছর। এপ্রসঙ্গে হাসপাতালের কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসক জানান, দুটি গ্রামেই স্বাস্থ্য শিবির হচ্ছে।

রোগ ঠেকাতে প্রতিদিনই স্বাস্থ্য শিবির করবে স্বাস্থ্য কর্মীরা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য দপ্তর সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছে।

নেসো আহূত উত্তর- পূর্বাঞ্চল বনধকে সমর্থন আডসুর

হাফলং (অসম), ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব)-এর বিরোধিতা ও বাতিলের দাবিতে মঙ্গলবার নেসো-র আহূত ১০ ঘণ্টার উত্তর-পূর্বাঞ্চল বনধকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, ডিমাসা উইমেন সোসাইটি ও ডিমাসা মাদার অ্যাসোসিয়েশন।

সোমবার হাফলং অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পদক পৃথ্বীরাজ হোজাই আগামীকাল নেসো-র ডাকা ১০ ঘণ্টার বনধকে সফল করে তুলতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। পৃথ্বীরাজ হোজাই বলেন, ক্যাব ষষ্ঠ তফশিলির অন্তর্ভুক্ত ডিমা হাসাও, কারবি আংলং, পশ্চিম কারবি আংলং, বড়োল্যান্ড ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ইনার লাইন পারমিট থাকা রাজ্যগুলিতে কার্যকর না হলেও অসমের কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, হোজাই ও নগাঁও জেলায় কার্যকর হবে। তা-হলে ওই সব জেলায় বসবাসরত ডিমাসা জনগোষ্ঠীর মানুষের কী হবে। তাই, মঙ্গলবার ক্যাব বাতিলের দাবিতে নেসোর ডাকা ১০ ঘণ্টার বনধে পূর্ণ সমর্থন রয়েছে অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের। বনধকে সর্বাত্মক করে তুলতে মঙ্গলবার অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। সাংবাদিক সম্মেলনে পৃথ্বীরাজ হোজাই উত্তরপূর্বের যে সব রাজ্যে ইনার লাইন পারমিট রয়েছে ঠিক সেভাবে ডিমা হাসাও, কারবি আংলং ও বড়োল্যান্ডে ইনার লাইন পারমিট চালু করার জন্য দাবি জানান সরকারের কাছে।

এদিকে সাংবাদিক সম্মেলনে ডিমাসা উইমেন সোসাইটির সভানেত্রী রিংমিলা হোজাই বলেন, কোনও অবস্থায় অসমে ক্যাব মানবে না ডিমাসা উইমেন সোসাইটি। এই বিল আনা হলে অসমে ভূমিপুত্রদের পরিচয়, কৃষ্টি, সংস্কৃতি সব সঙ্কটে পড়ে যাবে। তাই এই বিল বাতিল করতেই হবে। এই বিলের বিরোধিতায় আন্দোলনরত আসু, নেসো, কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির মতো সংগঠনের পাশে থেকে মঙ্গলবারের বনধকে পূর্ণ সমর্থন করবে বলে ডিমাসা উইমেন সোসাইটির সভানেত্রী রিংমিলা হোজাই সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য করেন।

নাগরিকত্ব সংশোধনীর বিলের পক্ষে সওয়াল রাউতের

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে প্রাক্তন জোট শরিক বিজেপির পাশেই দাঁড়াল শিবসেনা। কংগ্রেস যেখানে বিলটি বিরোধিতায় সরব। সেখানে বিলের পক্ষে সওয়াল সঞ্জয় রাউতের।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলটিকে সমর্থন করলেও কয়েকটি ধারা যুক্ত করার দাবি তুলেছেন শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত। এদিন দিল্লিতে তিনি বলেন, ভারতের প্রতিবেশী দেশেগুলিতে বসবাসকারী শিখ এবং হিন্দুরা একেবারেই ভাল পরিস্থিতিতে নেই। তাদের জন্য নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল একান্ত প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'অমিত শাহ বলছেন অনুপ্রবেশকারীদের দেশছাড়া করা হবে। বিগত ছয় মাসে কতজন অনুপ্রবেশকারীকে ভারত ছাড়া করা হয়েছে, তার হিসাব দিতে হবে।' নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল থেকে বিজেপি কি নিজের জন্য ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করতে চাইছে, সেই আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেন, প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা অমুসলমানদের নাগরিকত্ব দিলেও আগামী ২৫ বছরের জন্য তাদের ভোটাধিকার থাকা উচিত নয়।

কাশ্মীরী পন্ডিতদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করা হলে হিন্দু পন্ডিতেরা এখনও ক্যাম্পে বসবাস করছে। তাদের নিজভূমে ফেরানো উচিত।

উল্লেখ করা যেতে পারে সোমবার সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় পাশ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়েছে ২৯৩। বিপক্ষে ৮২।

পূর্বোত্তরে ত্রিপুরায় সিজিএসটি সংগ্রহের হার সবচেয়ে বেশি ঃ বিনোদ গেহলট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরায় তুলনামূলক ভালো সংগ্রহ হয়েছে সেন্ট্রাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (সিজিএসটি)। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা সবচেয়ে বেশি সিজিএসটি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে সেন্ট্রাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স কমিশনার বিনোদ কুমার গেহলট এই দাবি করে বলেন, ইতিমধ্যে ত্রিপুরায় সিজিএসটি সংগ্রহে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়ে গেছে। তাঁর ধারণা, গত বছরের তুলনায় এ-বছর ৩০ শতাংশ অধিক আয় হবে। এদিকে, সেন্ট্রাল সার্ভিস ট্যাক্স (সিএসটি) জমানায় যাঁদের কর বকেয়া রয়েছে তাঁদের জন্য এককালীন ছাড় দেওয়ার একটি প্রকল্প চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ওই প্রকল্পের সুযোগ নেওয়ার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

এদিন সিজিএসটি কমিশনার বলেন, ত্রিপুরায় সিজিএসটি-র অধীন ১০ হাজার এবং এসজিএসটি-র অধীনে ১৬ হাজার ব্যবসায়ী নথিভুক্ত রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৭,৫০০ ব্যবসায়ী সচল। তাঁরা সঠিক সময়ে জিএসটি প্রদান করছেন। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় সিজিএসটি সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, গত বছর সিজিএসটি খাতে ২২০ কোটি টাকা নগদ সংগ্রহ হয়েছে। যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২১০ কোটি টাকা। তাঁর দাবি, গত বছরের তুলনায় এ-বছর ৩০ শতাংশ অধিক সিজিএসটি সংগ্রহ হবে।

তিনি বলেন, জিএসটি চালু হওয়ার পর কর সংগ্রহের হার বেড়েছে। স্টেট্রাল সার্ভিসেস ট্যাক্স জমানায় গড়ে বছরে ৭০ কোটি কর সংগ্রহ হত। এখন তা বেড়ে ২২০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় সিজিএসটি সংগ্রহ সারা দেশের তুলনায় যথেষ্ট ভালো। শুধু তা-ই নয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরায় সবচেয়ে বেশি কর সংগ্রহ হয়েছে। এই প্রবণতা বজায় থাকলে ত্রিপুরা সারা দেশে নজির স্থাপন করতে পারবে, আশা প্রকাশ করে বলেন তিনি।

এদিকে, বকেয়া কর প্রদানে ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন যোজনা এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সব-কা বিশ্বাস যোজনায় বকেয়া মিটিয়ে দিলে ব্যবসায়ীদের এককালীন ছাড় দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিনোদ কুমার গেহলট। তাঁর কথায়, ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বকেয়ায় ৭০ শতাংশ এবং ৫০ লক্ষ টাকার অধিক হলে ৫০ শতাংশ ছাড় পাবেন ব্যবসায়ীরা। তিনি জানান, গত জুন থেকে এই যোজনা চালু ছয়ের পাতায় দেখুন

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বিভাজন সৃষ্টিকারী ও অসাংবিধানিক : সৌগত রায়

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রত্যাশা ছিলই, আর তাই হলঊ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি)-এর তীব্র বিরোধিতা করল তৃণমূল কংগ্রেসঊ সোমবার লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি) পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহঊ অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মতোই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করেছে তৃণমূল কংগ্রেসঊ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেছেন, 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বিভাজন সৃষ্টিকারী এবং অসাংবিধানিক, ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে এই বিলঊ এই বিল ডা. আম্বেদকর-সহ আমাদের প্রতিষ্ঠাতা জনকদের কল্পনা ও চিন্তাধারার বিরুদ্ধেঊ'

তৃণমূল ছাড়াও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস, আরএসপি-সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলঊ লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশ হওয়ার পরই ক্ষোভ উগড়ে দেন লোকসভার কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীঊ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের তীব্র বিরোধিতা করে কংগ্রেস সাংসদ বলেছেন, 'দেশের সংখ্যালঘু মানুষদের টার্গেট করা ছাড়া আর কিছুই নয় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলঊ' বিলটির বিরোধিতা করে আরএসপিওঊ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে 'ভারতীয় সংবিধানের পরিপন্থী' আখ্যা দিয়েছেন আরএসপি সাংসদ এম কে প্রেমাচন্দ্রন

লোকসভায় এলেন মলদ্বীপের অধ্যক্ষ

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিশ্বের বৃহত্তম সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ভারতীয় সংসদে এলেন দ্বীপ রাষ্ট্র মলদ্বীপের সংসদের অধ্যক্ষ মহম্মেদ নাসিদ। একদল শীর্ষ প্রতিনিধিদের নিয়ে এদিন সংসদ আসেন মহম্মেদ নাসিদ। তাঁকে অভ্যর্থনা জানান লোকসভা অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। সোমবার লোকসভার প্রশ্ন পর্বে নিম্নকক্ষে পরিচালন পদ্ধতির সাক্ষী থাকেন তিনি। মলদ্বীপের অধ্যক্ষকে স্বাগত জানিয়ে ওম বিড়লা যে অভিভূত সেই কথাও তিনি জানান। এক সপ্তাহের ভারত সফরে আগ্রা ও গান্ধীনগরও যাবেন তিনি।সংসদীয় ক্ষেত্রে ভারত-মলদ্বীপ দ্বিপাক্ষিক সহযোগী বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৪ সদস্যের সংসদীয় কমিটি নিয়ে এসেছেন অধ্যক্ষ মহম্মেদ নাসিদ। চলতি সফরে ভারতের সঙ্গে মৌও স্বাক্ষরিত করবেন তিনি। উল্লেখ করা যেতে মলদ্বীপের প্রেসিডেন্টেরও দায়িত্বভার সামলেছিলেন নাসিদ।

ইতিহাস গড়ে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হলেন সানা ম্যারিন

হেলসিঙ্কি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : ফিনল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা সানা ম্যারিন। রবিবার মাত্র ৩৪ বছর বয়সে এই দ্বায়িত্ব গ্রহণ করে বিশ্বের সর্ব কনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রীর ইতিহাস গড়লেন ম্যারিনঊ এছাড়া দেশটির তৃতীয় নারী হিসেবে সরকার প্রধানের দায়িত্ব পেলেন ম্যারিন। এর আগে তিনি দেশটির পরিবহনমন্ত্রী ছিলেন।

গত মঙ্গলবার এক আস্থা ভোটে হেরে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা অ্যান্তি রিনে। মাত্র ছয় মাস আগেই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছিলেন রিনে। কিন্তু সম্প্রতি ডাকবিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ধর্মঘট মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে দলের আস্থা হারিয়ে ফেলেন তিনি। এরপর রবিবার দলীয় নেতাদের মধ্যে ভোটাভুটিতে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন ম্যারিন।

নির্বাচিত হওয়ার পর ম্যারিন বলেন, নতুন করে আস্থা তৈরি করতে অনেক কাজ করতে হবে আমাদের। বয়স নিয়ে প্রশ্নের জবাবে সানা আরো বলেন, আমি আমার বয়স বা লিঙ্গ সম্পর্কে কখনো ভাবিনি, রাজনীতিতে যে কারণে এসেছি সেসব বিষয়গুলোর কথা ভাবি, যার জন্য আমরা ভোটারদের আস্থা জিতেছি।

মাত্র ২৭ বছর বয়সে ফিনল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে নিজ শহর ত্যামপেরে''র কাউন্সিল প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন ম্যারিন। এরপর দেশটির রাজনৈতিক অঙ্গনে দ্রুত উন্নতি করতে থাকেন তিনি। ইতিমধ্যে তিনি বিশ্বের সবচেয়ে কম বয়সী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মাধ্যমে ইতিহাস গড়েছেন।

৭৩ তম জন্মদিন সোনিয়া গান্ধীর, শুভেচ্ছা মোদী ও মমতার

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের সৌজন্যের নজির, রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর ইতালির লুসিয়ানাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীঊ সোমবার ছিল কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রীর ৭৩ তম জন্মবার্ষিকী। এদিন মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ পাশাপাশি সোনিয়া গান্ধীর দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রীঊ সোমবার সকালে টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'সোনিয়া গান্ধী জিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাঊ তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীই নন, কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ঊ টুইট করে মমতার শুভেচ্ছা বার্তা, 'সোনিয়া গান্ধীজিকে জানাই জন্মদিনের শুভেচ্ছাঊ আপনার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।'

১০ ডিসেম্বরের সব পরীক্ষা বাতিল করেছে গুয়াহাটি-ডিব্রুগড় ও কটন বিশ্ববিদ্যালয়

গুয়াহাটি, ৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় এবং কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে মঙ্গলবার, ১০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের সকল পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। অনিবার্যকারণে পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকরা বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। খুব শীঘ্রই বাতিল বিষয়ে পরীক্ষার পরবর্তী সূচি জারি করা হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

কোনও বিজ্ঞপ্তিতে পরীক্ষা বাতিলের কারণ বলা হয়নি। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড় ডিজে চৌধুরী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ১০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় এম.এ, এম.এসসি, এমকম, এলএলএম, এম.টেক, বিএ. বি.এসসি., বি.কম, বি.ই., বি.টেক, এলএলবি,, বিএএলএলবি প্রভৃতি বিষয়ের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব)-এর বিরোধিতা করে আগামীকাল উত্তর-পূর্বাঞ্চল বনধ-এর ডাক দিয়েছে নর্থ-ইস্ট স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (নেসো)।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।